ভাগবতী কথা

শ্রীমদ্ভাগবতের নির্বাচিতাংশের
কাব্যরূপ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রকাশক—শ্রীরঘুনন্দন দাস
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি

প্রথম সংস্করণ........নভেম্বর, ১৯৪৬

মূল্য—পাঁচ টাকা

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস
পণ্ডিচেরি

উৎসর্গ

পরম ভাগবত

পূজনীয় শ্রীপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের

শ্রীচরণে

ও

পরম ত্যাগী ভক্ত ও জ্ঞানিচূড়ামণি

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের

শ্রীকরকমলে

মহালয়া, ১৩৫৩
২৪, ৯, ১৯৪৬

দিলীপকুমার

স্বীকৃতি

ভাগবতী কথার রচনায় আমি নানা সহৃদয় বন্ধু ও নমস্যদের উৎসাহ ও আশীর্বাদ পেয়েছি। সবচেয়ে উৎসাহ পেয়েছি পরম পূজনীয় মহাসাধক শ্রীপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে। কৃষ্ণ-প্রেমের কথা তো বলাই বাহুল্য। এছাড়া বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণ, পরম বিদ্বান্ বন্ধু শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পরম বৈষ্ণব সুহৃৎ শ্রীসুধাংশু সিংহ, পরম স্নেহভাজন মিত্র শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখো-পাধ্যায়ের নাম না ক'রলেই নয়।

সদ্যোজাত আশ্রম-প্রেসে ভাগবতী কথার মুদ্রণে সতীর্থ শ্রীরঘুনন্দন দাসের অনলস উৎসাহ ও সদাজাগ্রত চেষ্টা বিনা এ-হেন বৃহৎ গ্রন্থের মুদ্রণ এত সুদর্শন ও নির্ভুল হ'ত না। এছাড়া আরো বহু বন্ধু বান্ধবীই ভাগবতী কথায় সাড়া দিয়ে আমাকে উৎসাহিত ক'রেছেন—তাঁদের কাছেও আমার ঋণ সকৃতজ্ঞে স্বীকার্য।

স্থানাভাব সত্ত্বেও ভাগবত সম্বন্ধে আমার একটি ভাবুক বন্ধুর কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়ার দরুণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রবার দুর্জয় লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠল—আরো এই জন্যে যে তাঁর মতন বিদ্বান তথা যুক্তিবিশারদ তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত * যে ভাগবতের প্রতি এমন গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন তা আমি সত্যিই আন্দাজ পর্যন্ত ক'রতে পারি নি—বহুদিন একসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও। এ ছাড়া সাধনা ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অপরোক্ষ—কিন্তু এতটা বোধ করি আমার পক্ষে প্রকাশ করা উচিত নয় তাঁর অনুমতি না নিয়ে—বিশেষ যখন চিঠিটি প্রকাশের অনুমতি নেবার সময় পাই নি। শুধু এইটুকু বলি বহুবৎসর ধ'রে ইনি শুধু মরন্ত নয়, জীবন্ত যোগী তপস্বীদের সম্বন্ধেও নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন। এককথায়, শুধু তথ্য নয়, তত্ত্বেও এঁর স্বাধিকার মজবুদ তথা অপ্রমত্ত।

---

* এঁর নাম শ্রীশিবনারায়ণ সেন—সাত আট বৎসর পাশ্চাত্যে ছিলেন ও ফিরে নেপালরাজের ওখানে প্রত্নতত্ত্বের নিয়ন্তা—তিব্বতী পালি এমন কি চৈনিক ভাষার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় আছে। ইনি যে শুধু বহুবৎসর কালাপানির ওপারে বসবাস ক'রে ওদের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয় লাভ ক'রেছেন তাই নয়, আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় রাখা তাঁর শুধু বিদ্যার পেশা নয়, প্রাণের নেশাও বটে।

কাঠমাণ্ডু—নেপাল ১৯ জুলাই, '৪৬

দিলীপদা,

ভাগবতী কথা ছাপা সুরু হ'য়েছে—সুখের কথা। একদিকে ভারতবর্ষের সামাজিক ভেদ যেমন সাংঘাতিক, তেম্‌নি অন্যদিকে সর্বমানবের মধ্যে সাম্য ও অভেদের বাণীও সবচেয়ে উদাত্তসুরে ঝঙ্কারিত হ'য়েছে এই ভারতেই। ভারতের মহাপুরুষেরা সকলেই মানবের মধ্যে নানা ভেদবুদ্ধির অবসান ক'রবার মহামন্ত্রই ঘোষণা ক'রে গিয়েছেন। ভারতে ভগবান বৈচিত্র্যকেই চেয়েছেন ব'লে এখানে কোনো প্রবল সভ্যতা বা সংস্কৃতি তাদের চেয়ে দুর্বল যে-সব সভ্যতা বা সংস্কৃতি তাদের বিনাশ করে নি। সবাই পাশাপাশি বন্ধুভাবে বাস ক'রেছে। এখানে হয়ত ভগবান চান সকল সাধনার মধ্যে মৈত্রী, এবং সকল সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের সাধনা। জগতে আর কোথাও ঠিক এমনতরটি দেখা যায় না। সেখানে এক ধর্ম বা সংস্কৃতি অন্য সব দুর্বল ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মেরে ফেলে সমস্যা সোজা ক'রে দিয়েছে। সে-সহজ পথ ভারতের নয়।

পদ্মপুরাণে দেখা যায় শ্রীমতী ভক্তিদেবী ব'লছেন: "আমার জন্ম দ্রবিড়ে, বৃদ্ধি কর্ণাটে, কিঞ্চিৎ স্থিতি মহারাষ্ট্রে, জীর্ণতা গুজরাতে।"

উৎপন্না দ্রবিড়ে চাহং কর্ণাটে বৃদ্ধিমাগতা।
স্থিতা কিঞ্চিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গতা॥

উত্তর ভারতে ভক্তি এলেন রামানন্দের কৃপায়। আর্য অনার্য সংস্কৃতির সম্মিলনের অপূর্ব ফল ভারতীয় সভ্যতা। বাইরের বহু জিনিস নিয়ে ভারতের সভ্যতা সমৃদ্ধ। এই যে এত সব জিনিষ বাইরে থেকে আমাদের মধ্যে আসতে পেরেছে তার মূলে হচ্ছে ভক্তিপ্রধান ভাগবতদের চেষ্টা। বেদপন্থী যাগযজ্ঞ-পরায়ণ আর্যেরা এ-কাজ ক'রতে পারে নি। আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ হ'লে ক্রমে জাতটা মারা যায়। বাহিরের সঙ্গে যোগ হচ্ছে জীবনের ধর্ম। তাতে বাধা দিলেই ধীরে ধীরে মৃত্যু এসে জাতিকে অধিকার করে। এক কালে ভারত দেশ-বিদেশে সমুদ্রপথে গেছে, উপনিবেশ ক'রে সংস্কৃতির যোগ স্থাপন ক'রেছে। যেই সে এই যোগপথটি নিষিদ্ধ ক'রে দিল অমনি দেখতে দেখতে প্রবল বিদেশী প্রভাব তার ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল।

যোগভ্রষ্ট দুর্বল দেশ তাতে বাধা দিতে পারল না। যে-বিপদকে সে বাইরে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল সেই বিপদ বসল তখন তার ঘর জুড়ে। পুরাকালে যখন দেশে দেশে গিয়ে ভারতীয়রা পরকে আপন ক'রেছে তখন তারা ভারতে আগত পরকেও আত্মীয় ক'রে নিতে এবং স্বীকার ক'রে নিতে পেরেছে।

চিরদিন ভারতে আগত নানা জাতিকে ভাগবতরাই আপন ক'রে নিতে পেরেছেন। পরকে আপন ক'রতে না পারলে মানুষের কিছুতেই চলে না। অথচ ক্রিয়াকাণ্ড শাস্ত্রনিয়ম আচারবিচারের পথে পরকে আপন করার কাজ সম্ভব নয়। ভক্তিতে ও প্রেমেই এই যোগটি ঘটে। গ্রীকরা ভারতের মধ্যে এসেও পর হ'য়ে থাকতেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে ভাগবতেরা তাঁদের ঘরের লোক ক'রে তুললেন। বেসনগরে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর এক শিলালিপিতে দেখা যায় তক্ষশিলাবাসী ডিয়সের পুত্র হেলিয়োডোর পরম বৈষ্ণব হ'য়ে বিষ্ণুমন্দিরের গরুড়ধ্বজ তৈরি করিয়ে দিচ্ছেন। শক হুন যবচী প্রভৃতি জাতির লোকেরা ক্রমে শিবভক্ত হ'য়ে আমাদের আপন হয়ে গেছেন। কেডফাইসস তাঁর অমন সাংঘাতিক বিদেশী নাম সত্ত্বেও পরম মাহেশ্বর হ'য়ে গেছেন। বৌদ্ধরাও এই আত্মীয়তা-স্থাপনে অনেক সাহায্য ক'রেছেন। কনিষ্ক, হুবিষ্ক প্রভৃতি কতকত পরাক্রান্ত নরপতি ভক্তির পথ দিয়ে এদেশের সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছেন। বৈদিক কর্মকাণ্ডের পথে তাঁদের আসা অসম্ভব ছিল। এই রকম ক'রে ভক্ত ভাগবতগণের চেষ্টায় ক্রমে আর্য অনার্য পুরাতন নূতনের মধ্যে যোগ স্থাপিত হ'য়েছিল ভারতবর্ষে।

ভাগবতে এক ভগবানের উপাসনা। এই মতের প্রবল প্রবর্তক স্বয়ং আভীরবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ। নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধেরা যখন ইন্দ্রপূজার আয়োজন করলেন, তখন শ্যামল শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, এইসব বৈদিক দেবতাদের পূজার অর্থ কি? নন্দ বললেন, জলের দ্বারাই কৃষি, কৃষি বিনা অন্ন নেই। জল থেকে জীব বাঁচে। প্রাণী-দের প্রাণই হোলো জল, এদের পূজায় সেই জলের উপায় হয়, পরিবর্ধণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, প্রকৃতির কর্মের স্বভাবেই এই সব সিদ্ধ হয়। যদি ঈশ্বর ব'লে কেউ থাকেন (অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ) তিনিও প্রকৃতির ও জীবের কর্মানুসারেই ফল দিতে বাধ্য। প্রকৃতির স্বভাবেই মেঘ হয় এবং সর্বত্র বারিবর্ষণ করে, তাতেই জীব বাঁচে। মহেন্দ্র আবার করবেন কি?

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্বতঃ।
প্রজাস্তিরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ॥ ভাঃ ১০।২৪।২৩

শ্রীকৃষ্ণের এই সব কথা এখনকার দিনের কোনো বৈজ্ঞানিকের মুখেও বেমানান হয় না। ভাগবতেরা ভগবান্‌কেই সার জেনে শাস্ত্রকে দিলেন গৌণ ক'রে। কারণ, "সর্ববেদময়ো হরিঃ"; হরিই সর্ববেদময়। বাহ্যশাস্ত্র প্রভৃতির উপর নির্ভর না ক'রে আপনার অন্তরের আলোকের উপর নির্ভর করাই হোলো শ্রীকৃষ্ণের মত। গুরুর বিষয়েও শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন, আপনিই আপনার গুরু, "আত্মনো গুরুরাত্মৈব"। এই হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের মত স্বাধীনতাবাদী এখনকার দিনেও দুর্লভ।

ভগবানের আরাধনায় সবারই অধিকার এই কথা ভাগবত খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করলেন—কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস—সবাই ভগবানের শরণে শুদ্ধ হয়—

কিরাত হূণান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কসা
আভীর শুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ

তাই অসুর মানুষ প্রভৃতি সব জীবদের সঙ্গেই ভাগবতেরা ভগবানকে শরণ করেন।

ভাগবতরা ধর্মে সকলেরই সমান অধিকার স্বীকার ক'রেছেন। ধর্মব্যবস্থা ছাড়া সমাজ ও অর্থনীতিগত ব্যবস্থাতেও ভাগবতরা খুব উদার। অন্নাদির বিভাগ-ব্যবস্থাতে ভাগবতদের সমদৃষ্টি সকল যুগের পক্ষেই প্রশংসনীয়। সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে দশম শ্লোকে নারদ ব'লছেন যুধিষ্ঠিরকে:

অন্নাদ্যাদে সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃপ পাণ্ডব ॥

অর্থাৎ মানুষের তো কথাই নেই সর্বজীবে যথোচিত ভাবে অন্নাদি বিভাগ ক'রে দেবে সেসব প্রাণীদের উপর আত্মবুদ্ধি ও দেবতাবুদ্ধি এনে।

ভাগবতের মতে সকলেই ক্ষুধার ও প্রয়োজনের অনুরূপ অন্ন পেতে পারে কিন্তু তার বেশি না।

যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ সত্ত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥

অর্থাৎ যে এর বেশি চায় সে চোর অতএব দণ্ডার্হ। এসব কথা তো এখনকার

যুগের। আজকের যুগে তাই ভাগবতের বিশেষ প্রচার আবশ্যক। এমন গ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল। আশা করি ভাগবতী কথার বহুল প্রচার হবে সাধারণের মধ্যে।

সম্প্রতি একটি সাধু এখানে দেহ রেখেছেন। বেশ শোনার মত ঘটনা। বয়েস ৭০, নেপালী শরীর, হঠযোগ অভ্যাসী। বছর দুই আগে থাকতে শরীর জীর্ণ হ'য়ে পড়ে। দেহ শান্ত হবার মাস তিনেক আগে সবাইকে ব'ললেন "এবার শরীর ছাড়বো।" কেউ তত খেয়াল করে নি—কারণ ভক্তের দলের ভীড় কম তাঁর কাছে। দেহ রক্ষার দিন পনের আগে নিজের টাকা, কাপড়, ইত্যাদি সবাইকে বিলিয়ে দিলেন। জীর্ণ শরীর সুস্থ হ'য়ে উঠল। কোনো ব্যাধি নেই শরীরে। অন্নগ্রহণ বন্ধ ক'রলেন, দুধ, ফল ইত্যাদি খেতে লাগলেন। তিন দিন আগে সব কিছু আহার গ্রহণ করা বন্ধ ক'রলেন। কোন ক্লেশের চিহ্ন নেই, বেশ সুস্থ ও সবল। দেহ রাখার ঘণ্টা দুই আগে মঠের সকল সাধুকে ডেকে বললেন, "আমি আজ দেহ রাখব, তোমরা সমাধির আয়োজন কর।" ব'লেই ব'ললেন "দেখ আমি দেহের নিম্নাংশ ছেড়ে দিলাম।" নিম্নাংশ অবশ হ'য়ে গেল। ব'ললেন "আমাকে নিচে নিয়ে চলো এবং শীঘ্র সমাধি খনন ক'রে তাতে আমায় বসিয়ে দাও।" তাঁকে নিচে নামানো হোলো কিন্তু জীবন্ত সমাধি দেওয়া হোলো না। তিনি কেবলই ব'লতে লাগলেন "কই সমাধি খনন করা হোলো?" দেহ ত্যাগের আধঘণ্টা আগে নিজেই পদ্মাসন ক'রে ব'সেছিলেন, এখন চোখ বুঁজে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ ক'রলেন। দেখা গেলো নাকে শ্বাস নেই নাড়ীর তলায় স্পন্দন নেই কিন্তু হৃদয়স্থানে শব্দ ও আলোড়ন আছে। এমনি ক'রে আস্তে আস্তে ৩।৪ ঘণ্টা পরে সব শেষ হ'য়ে গেল।

মহাত্মা ব'লেছিলেন "আমি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে প্রাণবায়ু ত্যাগের পক্ষপাতী নই। আমার দেহেই প্রাণবায়ু লয় হবে।" হোলোও তাই। বেশ মজার ব্যাপার না? অবিশ্বাস ক'রার যো নেই অথচ বিজ্ঞানী মন কেবলই থেকে থেকে খুঁৎ খুঁৎ করে—'এ আবার কী?'

স্নেহের শিবনারায়ণ

ভূমিকা

ভাই কৃষ্ণপ্রেম,

ছেলেবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে প'ড়েছিলাম—রাজার কাছে আসত এক ভাগবত-পণ্ডিত। রোজই সে করে ভাগবত-পাঠ, কিন্তু পাঠান্তে যেই রাজাকে শুধায়ঃ "রাজা, বুঝেছ ?"—অমনি রাজা বলে: "তুমি আগে বোঝো।" পণ্ডিত বাড়ি ফিরে কেবলি ভাবে—রাজা কেন হেঁয়ালির ভাষায় কথা বলে ? কিছুদিন বাদে পণ্ডিতের এল বৈরাগ্য। তখন ভাগবত প'ড়তে গিয়ে তার বুকের রক্তে তুফান উঠল জেগে। সে সংসার ছেড়ে বনে চ'লে গেল। কেবল যাবার আগে রাজাকে একটি চিঠি লিখে গেল, তাতে শুধু ছিল: "বুঝেছি।"

গল্পটি, কেন জানি না, আমার কিশোর হৃদয়েই একটি আশ্চর্য সুর রণিয়ে তুলেছিল। সে আজ কম ক'রে পঁয়ত্রিশ বৎসর হবে। সে সময়ে এ-ধরণের কথিকা ভালো লাগার কথা নয়—কেন না সে সময়ে রামায়ণ মহাভারতের অথই জলে ডুবসাঁতার কাটতে ভালো লাগলেও ভাগবত প'ড়তে গিয়ে দেখি সে-জলে ভাসতে পর্যন্ত পারি নে। তখন মনে ক্রমাগতই ঘুরে ফিরে এই গল্পটি আসত সান্ত্বনার জলতরঙ্গ তুলে:—"তা, অমন ভাগবতের মহাপণ্ডিতও তো এক সময়ে ভাগবত বোঝেন নি। আমিও একদিন বুঝব নিশ্চয়ই, কিন্তু সে কবে ?" স্মৃতি নিয়ে রোমন্থন করবার সময় খুব স্পষ্ট মনে পড়ে এ কথা। কেবল সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা কথা মনে পড়ে—পিতৃদেবের। তাঁর কাছে তর্কবিদ্যায় আমার হাতে-খড়ি। তাঁকে প্রশ্ন ক'রে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলতাম—"কীর্তনের আপনি কেন সুখ্যাতি করেন, কীর্তন কি আবার গান ? গান তো হিন্দুস্থানি—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, তেলানা।" পিতৃদেব উত্তরে স্নিগ্ধ হেসে ব'লতেন: "ওরে, কীর্তন কী বস্তু বুঝবি বড় হ'লে—যখন ভক্তিকে চিনবি।"

ভক্তিকে চিনেছি কি না জানি না, তবে একথা ব'লতে পারি কীর্তনের চেয়ে বড় গান যে ভারতবর্ষে সৃষ্ট হয় নি এ-সত্যের সঙ্গে

অন্তঃশ্রুতির পরিচয় হ'য়েছে। তেম্‌নিই সরলভাবে বলি—ভাগবত কী বস্তু বুঝেছি এমন কথা বলার স্পর্ধা আমার নেই, তবে একথা ব'লতে পারি যে এমন বই আর পড়ি নি। কেমন ক'রে এ-অঘটন ঘটল বলার সাধ্য আমার নেই, তবে এটুকু ব'ললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে না যে, মনে হয় ভাগবতের ভাবসিন্ধুকল্লোলের এক-আধটা রেশ পশেছে কানের মধ্যে দিয়ে সেই লোকে যেখানে না পৌঁছলে কোনো শ্রুতঝংকারই হ'য়ে ওঠে না—"শ্রুতি"। বিলেত থেকে ফিরে এলে তুমিই আমাকে সব প্রথম বলো ভাগবতের কথা, মনে আছে? আমার এক বন্ধুকে লিখেওছিলে—দিলীপ কেন যায় জ্ঞানের জন্যে রাসেল হাক্‌সলি রোঁলার কাছে—ঘরে মহাভারত রামায়ণ ভাগবত থাকতে অন্যত্র হাত পাতার কী দরকার? কিন্তু, ভাই, ঐ মহাভারতেই আছে ব্যাসদেবের কথা যে, "পর্যায়যোগেন লভতে মনুষ্যঃ"—অর্থাৎ সব কিছুরই একটা সময় আছে। পাশ্চাত্য বুদ্ধির জম্‌কালো জৌলুষের প্রতি অতিভক্তির মোহ আমার কাটে নি তো সে-সময়ে। বুঝি সে-মোহপাশ কাটাবার জন্যেই আমার নিতে হ'ল শ্রীঅরবিন্দের চরণাশ্রয়। মনে পড়ে কত তর্কই না ক'রেছি প্রথম প্রথম তাঁর সঙ্গে হঠকারী হ'য়ে! ব'লেছিলাম একবার—সে কী বিজ্ঞভাবে: "জানেন তো য়ুরোপীয় শিক্ষায় আমি মানুষ কাজেই এ-সব যোগবিভূতি প্রভৃতির রূপকথা টপ্‌ ক'রে বিশ্বাস করি কেমন ক'রে?" তাতে তিনি হেসে আমাকে লিখেছিলেন * "I suppose I have had myself an even more completely European education than you, and I have had too my period of agnostic denial, but from the moment I looked at these things I could never take the attitude of doubt and disbelief which was for so long fashionable in Europe. Abnormal, otherwise supraphysical experiences and powers, occult or Yogic, have always seemed to me something perfectly natural and credible."

তাঁরই কৃপায়—(ভাগবতে ব'লেছে গুরু কৃষ্ণ একই—"আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ···সর্বদেবময়ো গুরুঃ") এই অবিশ্বাসের রাত পোহাল—

* "অনামী"-র ২৫৩ পৃষ্ঠায় পুরো চিঠিটি ছাপা হয়েছে।

তবে ধীরে ধীরে। তখন ভাগবতের একথার মর্ম বুঝি বুঝবার সবে কিনারায় এলাম (শ্রীকৃষ্ণ বলছেন উদ্ধবকে) :

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি তত্ত্বসূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্॥

অর্থাৎ

মোর বাণী গান করে যারা পান, দিনে দিনে হয় অমল তাদের হিয়া
দেখে বরে যার তত্ত্ব আমার দিব্যাঞ্জনে সূক্ষ্ম আঁখি লভিয়া।

"বুঝবার কিনারায় এলাম" ব'লছি বটে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে। কারণ আমি আর কিছু দেখি বা না দেখি এটুকু দেখতে পাবার "সূক্ষ্ম" দৃষ্টি হ'য়েছে যে, বৈষ্ণবতা অতি দুর্লভ পদবী। কিন্তু তবু একথা ব'ললে অত্যুক্তি হবে না যে, ভাগবত প'ড়তে প'ড়তে সময়ে সময়ে আমার মনে হ'য়েছে—চারদিকে যেন একটা অপার্থিব আলোর বন্যা ছুটে চ'লেছে অচিন পথের ভয় সংশয় ক্লান্তির বাধা বাঁধ ভাসিয়ে নিয়ে। এ-আনন্দের তোড়ের কিছু প্রকাশ না ক'রেই আমার উপায় ছিল না। "আমি বৈষ্ণব" এ-স্পর্ধায় আমি "ভাগবতী কথা" রচনায় প্রবৃত্ত হই নি—আমি বৈষ্ণবচরণের রেণুকামী এই উপলব্ধিই "ভাগবতী কথা"-র আদিম প্রবর্তনা। তাই তো ভক্তির ছন্দে লিখতে সাধ জাগল—বিশেষ ক'রে ভক্তের কথা যিনি ভক্তিপ্রবাহের নীলসিন্ধুমূর্তি। তুমি তো জানো ভাগবত কত বিচিত্র রাগমালায় ক'রেছে ভক্ত-সাধু-সন্তদের গুণগান। দুর্বাসাকে (নবম স্কন্ধে) নারায়ণের এ-হেন কথা ব'লতেও মুখে বাধল না যে, তিনিই হ'লেন ভক্তাধীন, কাজেই "অস্বতন্ত্র"। ভাগবত-কথক বাদরায়ণিকে ঋষিরা ব'লেছেন (প্রথম স্কন্ধে) যে গঙ্গাদি পুণ্যসলিলারা আমাদের পবিত্র করেন বহুস্নানে তবে, সাধুরা পবিত্র করেন শুধু তাঁদের দেহসান্নিধ্যে—তৎক্ষণাৎ। ভক্ত মুচুকুন্দের মহিমা কীর্তন ক'রতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব'লছেন যে তাকে যে তিনি বর দিতে চেয়েছিলেন সে প্রলুব্ধ ক'রতে নয়, শুধু দেখাতে যে, "ন ধীরেকান্তভক্তানামাশীর্ভির্ভিদ্যতে কচিৎ" অর্থাৎ

আমার ভক্ত একান্ত যে সে হয় না মুগ্ধ বাসনায়
তোমার চিত্রে এই মহিমাই অঙ্কিনু আমি বসুধায়।

শ্রীকৃষ্ণ একথাও বলেন নি কি জোর দিয়েই (১১।২৬।৩৪)

সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥

অর্থাৎ

বাহিরেরি দিশা রবি করে দান : অন্তর্মুখী নয়নবর
দেন সাধুরাই—আত্মার তাই তাঁরাই বন্ধু দেব অমর !

ভাগবত প'ড়তে প'ড়তে সময়ে সময়ে যেন সত্যি চম্‌কে উঠতে হয়—ভগবান্ ভক্ত সাধুদের ললাটে এ কী জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন ? "বুদ্ধিযুগের দুলাল" আমরা—("sons of an intellectual age"—ব'লেছেন শ্রীঅরবিন্দ)—সুতরাং যতই কেন না ভক্ত সাধুদের গুণগানে মুগ্ধ হই, মনের সংশয় ঘুচেও ঘোচে না, প্রশ্ন জাগে : সত্যিই কি এতটা স্তবস্তুতি সাধুদের প্রাপ্য ? Give unto Caesar what is Caesar's বটে, কিন্তু যা সীজরের প্রাপ্য নয় তার বেলা ? প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে যে-কথা ব'ললেন সে-কথা কি উপলব্ধি-জগতের সত্য যে, ভগবদ্ভক্তি লাভ ক'রতে কেউ পারে না বিনা মহতের পদধূলি—"মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকম্ ?" রুদ্রগীতে বলা হ'ল ভক্ত সাধুসজ্জনের ক্ষণসঙ্গেও যে-আনন্দ তার কাছে স্বর্গানন্দ তো কোন্ ছার মোক্ষানন্দও পাণ্ডুর হ'য়ে যায় !

খটকা একটু লাগে বৈ কি প্রথমটায়। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবতে গেলে দেখা যায় যে এসব কেবল ভক্ত বা কবির উচ্ছ্বাসমাত্র নয়, এর পিছনে সায় রয়েছে মানবাত্মার এই একটি চিরন্তন সার্বভৌম উপলব্ধির। সেটি এই যে, সাধু সন্ত ভক্ত বৈষ্ণব এঁরাই হ'লেন মর্ত্যে ভগবানের প্রতিভূ—এঁদের মধ্যেই সব আগে নামে ভগবানের আলো। পরমহংসদেবের ভাষায়—"ভগবানের সর্বত্র গতিবিধি সত্য, কিন্তু ভক্তদের হৃদয় হ'ল তাঁর বৈঠকখানা।" তাই না যুগে যুগে দেশে দেশে মর্ত্যমুখী মানুষকে ঊর্ধ্বমুখী ক'রেছেন এঁরাই—যাঁরা স্কুল কলেজ, কল-

কারখানা প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন তাঁরা নন। ভক্তি প্রেম রতি বহুদুর্লভ। ভাগবত ব'লছেন যে ভগবান্ সাধকদের মুক্তি দিতে তত ইতস্তত করেন না কিন্তু ভক্তি দিতে চান না সহজে: "অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।" (৫,৬,১৮)

শ্রীরূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে আছে: "কৃষ্ণভক্তি কোটি জন্মের সুকৃতিতেও লাভ হয় না—জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।" কিন্তু এই ভক্তি যে এ-হেন দুর্লভ বাঞ্ছিত বস্তু সেটা আমরা সর্বপ্রথম জানতে পারি কাকে দেখে? না, ভক্ত, সাধু, অবতার—ওরফে যাঁরা মর্তে্য ভগবানের প্রতিভার প্রতিনিধি, আনন্দ-রূপের আশ্চর্য বিগ্রহ। নৈলে কি ভাগবতে স্বয়ং নারায়ণ ব'লতেন এমন কথা যে, "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়স্ত্বহম্"—সাধুরা আমার হৃদয়, আমি—সাধুদের হৃদয়?

কথাটা এত ক'রে ব'লছি—এটি ভাগবতের একটি প্রধান বাণী ব'লে। অর্থাৎ ভাগবত প'ড়তে হ'লে ভক্তি ও ভক্তের প্রতি সহজ সরল শ্রদ্ধা নিয়ে বসা চাই-ই। নৈলে ভাগবত পড়া হবে সেই বৈরাগ্য-হীন পণ্ডিতের পড়া যে রাজার কাছে ভাগবত প'ড়ত কিন্তু বুঝতো না এক ফোঁটাও। ভাগবত-পাঠের একটি প্রধান আনন্দই হ'ল তার পাতায় পাতায় এই সাধু ভক্তদের দর্শন—একটি রীতিমত অপরূপ নাট্যশালা—তোমাদের ভাষায় আরো একটি ভালো শব্দ আছে: Pantheon—যেখানে একের পর এক মহিমময় ভক্তিমানের মূর্তি দীপ্যমান—এ বলে আমাকে দেখ ও বলে আমাকে:—সূত নারদ ভীষ্ম অর্জুন ঋষভ পৃথু কপিল বিদুর প্রহ্লাদ ধ্রুব শুকদেব রন্তিদেব অম্বরীষ ভরত অক্রূর অবধূত···অথচ প্রতি ভক্তই তার স্বকীয়তায় জীবন্ত, উচ্ছল, মহিমময়! ভক্তিমতীদের মধ্যে গোপীদের অতুলনীয় চিত্রশালার তো কথাই নেই কিন্তু তাছাড়াও রমণীহৃদয়ের বিশিষ্ট কমনীয় ভক্তি যে তার নিজস্বতায় সমানই জাজ্বল্যমান এ আর এক বিস্ময়:—দ্রৌপদী রুক্মিণী কুন্তী দেবহূতি যশোদা দেবকী ব্রাহ্মণপত্নীরা মথুরাবাসিনীরা··· এক একটি ছবি ফুটেছে এক একটি রেখার টানে—কিন্তু প্রাণের মনের

ভাবের ঢেউ খেলে উঠেছে সেই দু' একটি রেখার মধ্যেই। উদাহরণত, মনে পড়ে সেই দৃশ্য যখন শ্রীকৃষ্ণ ফিরছেন কুরুক্ষেত্র থেকে দ্বারকায়—যখন ছাদের উপরে কুরুরমণীরা জনান্তিকে নিজেদের মধ্যে "সংজল্প" ক'রছে—এই মানুষটি বড় সোজা নয়—সেই আদিদেব যিনি—ইত্যাদি। সংজল্পটী প্রায় স্তবের রূপ নিয়েছে—যার শেষে ফুটে উঠেছে নারীহৃদয়ের একটি চিরন্তন খেদ: যেখানে কুরুরমণীরা ব'লছেন যে রমণীকুলের মুখোজ্জ্বল ক'রেছেন সেই মহীয়সীরা যাঁরা এ-হেন শ্রীকৃষ্ণের দয়িতা! মনে পড়ে রুক্মিণী, ভদ্রা, সত্যভামা, জাম্ববতী প্রভৃতির বলাবলি—কে কৃষ্ণকে কী চোখে দেখেছেন? কী জীবন্ত, সুন্দর! আর গৌরবিণী নারীহৃদয়ের কী অপরূপ ছবি—যেখানে পতিগরবিণীদের স্বাভাবিক গর্বও ম্লান হ'য়ে গেছে তাদের অপরূপ পতিভক্তিতে! প্রেমের ও পাতিব্রত্যের এ-হেন ছবি বিশ্ব সাহিত্যে আর কোনো চিত্রীই এমন ক'রে ফোটাতে পেরেছেন কি আজ পর্যন্ত?

আর এই সব সতীর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছেন কোন্ বিরাট পুরুষ? না "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" অন্য অন্য অবতার হ'ল ভগবানের বিভূতি মাত্র, এ একটু কম ও একটু বেশি। কিন্তু কৃষ্ণ হ'লেন ভগবানের পূর্ণশক্তির অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিগ্রহ—যিনি পাপপুণ্য, ধর্মাধর্ম, সুনীতি-দুর্নীতির বহু ঊর্ধ্বে। যোগী কবি এ-ইর অপরূপ কবিতাটি মনে পড়ে না?—যশোদা হাসছেন শিশুকৃষ্ণের পানে চেয়ে—অথচ তিনি বিশ্বরূপ অনাদি অশেষ:—

> The mother laughed upon the child
> made gay by its ecstatic morn,
> And yet the sages spake of it
> as of the Ancient and Unborn!

দুলালের পানে হাসে মাতা তার পুলক-অরুণে মুগ্ধ প্রীত
যোগীঋষি তবু গাহিল: "সে চির-অনাদি-অশেষ, জনমাতীত।"

ভাগবতের প্রথমে নারদের সঙ্গে ব্যাসের কথালাপ মনে পড়ে। নারদ তাঁকে ব'ললেন লিখতে সেই বিরাট্ পুরুষের কথা যাঁর গুণগান বিনা নেই ত্রিতাপতপ্ত মানুষের চিরশান্তি:

ভূমিকা

"প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুমর্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্বাণমুশন্তি নান্যথা।"

তাই ব্যাসদেব লিখলেন ভাগবত। কিন্তু প'ড়তে প'ড়তে মনে হয় একে কী নাম দেব? এ কি শুধু বাক্যপুষ্পিত নন্দন কানন? শুধু ধ্বনিতরঙ্গিত সুখনদী? শুধু বর্ণ রঞ্জিত ইন্দ্রধনু?—না। এ যে চিরদিনের ভক্তহৃদয়ের চিরদিনের পাথেয়—মরতার অন্ধকারে অমরতার নিত্য অঙ্গীকার—বেদনার কৃষ্ণ তুফানে চেতনার আলোকস্তম্ভ। ভাগবত শুধু কাব্য নয়। ভাগবত হ'ল ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অন্তহীন নিত্যলীলার নির্বারিত ছন্দোময় নৃত্য—

জয়ে পরাজয়ে বিরহে মিলনে
প্রলয়ে অভয়ে জীবনে মরণে।

এই সত্যটি প্রজ্বলন্ত হ'য়ে ওঠে ভাগবতের ভাব ছন্দ ও অনুভবের মিলনযজ্ঞে যার মহাঋত্বিক ঐ "ভগবান্ স্বয়ম্।" আমরা সচরাচর ভক্ত ও ভগবানের আনন্দ বিহারের সাক্ষ্য পাই আমাদের হৃদয়েই—কম আর বেশি। কিন্তু যখন সে-সাক্ষ্য অত্যন্ত আবছা হ'য়ে আসে তখন মেঘের চক্রান্তে সূর্যের ঐশ্বর্যে আস্থা রাখা হ'য়ে ওঠে কঠিন। ভাগবত ভারতের ভক্তদের অন্তর্জীবনে এসেছে সেই আলোর স্বর্ণাক্ষর হ'য়ে—পুরোভাগে দাঁড় করিয়ে আলোর আলো অবতারীকে। কিন্তু একটি মাত্র রূপে নয়—অজস্র রূপে রসে ভাবে বিভাবে। এইখানে ভাগবতের বহু কীর্তির একটি প্রধান কীর্তি। কারণ ভাগবতের কৃষ্ণ মহাভারতের কৃষ্ণকেও ছাড়িয়ে গেছেন—যদি না যেতেন তাহ'লে মহাভারতের পরে ব্যাসদেবের ভাগবত প্রণয়নের কোনো সার্থকতাই থাকত না। ভাগবত-কল্পতরুর হাজারো রসালো ফলস্বাদ পাবার সময়ে এই কথাটি বিশেষ ক'রে স্মরণীয় যে তার মধ্যমণি আমাদের কাছে এসেছেন শুধু ভগবান্‌রূপে নয়—সখা, সারথি, মন্ত্রী, বন্ধু, বল্লভ, এমন কি সন্তান হ'য়েও তাঁর সাধ মেটে নি তাই ভাগবত অকুণ্ঠে ক'রলেন ঘোষণা (৫।৬।১৮) যে, অন্য অন্য সাধনায় ভগবান নানা রূপে সাড়া দিতে পারেন, কিন্তু কেবল প্রেমের ডাকেই

তিনি হন দাস। চরিতামৃতকারও এই কথাই ব'লেছেন ঘরোয়া ভাষায় যে, প্রেমের ধর্মই হ'ল প্রেমাস্পদকে মনে করা অসহায়ঃ

আপনারে বড় ভাবে মোরে সম, হীন,
সর্বভাবে হই আমি তাহারি অধীন।

শ্রীকৃষ্ণের এই ভক্তাধীনতার ছবি ব্যাসদেব ফুটিয়েছেন ছত্রে ছত্রে। যে ভীষ্ম যুদ্ধে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত ক'রেছিল তাকেই তিনি এলেন অন্তিমে চরণাশ্রয় দিতে। যে-দ্রৌপদী তাঁকে ডেকেছিল আর্ত হ'য়ে এলেন তিনি তার তারক হ'য়ে—তার শাকান্ন গ্রহণ ক'রতে, বাহন হ'য়ে—তার বসনের ভার বইতে। কিন্তু শুধু ভক্তাধীনতাই নয় তাই ব'লে। যে-রুক্মিণী তাঁকে বরণ ক'রল তাকে মৃদু পরিহাসের সুরে ব'ললেনঃ "তুমি রাজপুত্রী আমি উদাসী অকিঞ্চন—সমানে সমানে হয় প্রণয়েরি বিনিময়—তবে কেন সখি আমার গলে দিলে মালা?" অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে ব'লছেন কেঁদে যে সে-কৃষ্ণ আর নেই যাকে পরিহাস ক'রে মিথ্যাবাদী ব'লতেও আমার মুখে বাধে নি। এইভাবে ছবির পর ছবিতে শ্রীকৃষ্ণের দুর্বিভাব্য চরিত্রের রকমারি রসাল দিক ফুটে উঠেছে ভাগবতের চিত্রশালার অজস্র ঐশ্বর্যে। এই রসালতার রাজকোষ থেকে নানা রত্নমণি ধার নিয়েছেন ভাগবতের পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা।

সবশেষে মনে পড়ে তাঁর আশ্চর্য নির্লিপ্ততা। যে-যদুবংশের তিনি রক্ষক তার ধ্বংসের তিনিই করলেন অনুমোদন! উদ্ধবকে ব'ললেন "তুমি ঠিকই ব'লেছ যাদবদের এই ধ্বংসই আমার অভিপ্রেত।" ব'লে যখন তাদের কুল নির্মূল হ'ল, এসে ব'সলেন তরুমূলে দেহ ত্যাগ ক'রতে। চোখে তাঁর উদাস দৃষ্টি, মুখে প্রসন্ন হাসি অথচ অঙ্গের আভায় চারিদিক ঝলমল ক'রছে। সে কী রূপবর্ণনা! আহা!

(১১।৩০।২৮)

বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া।
দিশো বিতিমিরাঃ কুর্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ॥

চারিদিক করি' আলো ধূমহীন দীপ্তশিখা সম
দিব্যকান্তি চতুর্ভুজ ধূলায় আসীন অনুপম!

এমন সময়ে জরা ব্যাধ মুষলমুখী বাণে বিদ্ধ করল তাঁর মৃগাকৃতি চরণ। কাছে এসে দেখে মৃগ নয়—সাক্ষাৎ চতুর্ভুজ! পড়ল পায়ে লুটিয়ে। তখন কৃষ্ণ বললেন তাকে (১০।৩০।৩৯):

মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে।
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতং স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্ ॥

ভয় নাই হে নিষাদ, আমার নিধন তুমি সাধিয়াছ আমারি ইচ্ছায়
ওঠো বন্ধু! হেন পুণ্যফলে তুমি পাবে ঠাঁই, আমারি আদেশে, অমরায়।

যাঁর চরণরেণু-লাভের জন্য দেশ দেশান্তর থেকে আসতেন যোগী মুনি ঋষি, যাঁর রাসলীলা দর্শনে স্বর্গবাসিনীরাও হতেন উন্মনা, যাঁর লীলাসাথী হবার জন্যে দেবগণও চাইতেন নরজন্ম (৫,১৯,২০) তাঁকে হত্যা করায় হ'ল পুণ্য—যার ফলে ব্যাধের লাভ হ'ল স্বর্গবাস—এ-হেন কল্পনাই কি কোনোদিন এসেছে কোনো কবিপ্রতিভার পরিধির মধ্যে?—যিনি শিশু হ'য়েও বিশ্বরূপ, প্রণতকামদ হ'য়েও ভক্তাধীন, সম্রাট্ হ'য়েও অকিঞ্চন, সবার মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ, সর্ববন্ধু হ'য়েও সবার অপ্রাপ্য, অজস্র-সুখদ হ'য়েও সুখদুঃখের পার—মনে পড়ে তাঁর দেহ-রক্ষার আগে দ্বারকায় এসে দেবগণের সেই স্তবগান: (১১।৬।১৮)

বিশ্বমোহিনী দৃষ্টিদামিনী অযুত কামিনী জায়া যাঁহার
চাহিতে নাথের প্রসাদ দেহের শরণ-উছল আত্মদানে,
করিত নিয়ত কামনা—তবুও পারে নাই মন মোহিতে তাঁর,
পারে নি চিনিতে পারে নি জিনিতে অপরাজেয় অনঙ্গবাণে!

তোমারই একটি চিঠির কথা মনে পড়ে যাতে আমাকে তুমি আবার লিখেছিলে সান্ত্বনা দিয়ে:

"As for those, however, who say that seeking Krishna has no part in their Yoga—well, that is the ignorant talk of those who do not know who Krishna is and vainly plume themselves on their own vain ignorance of 'all that old stuff!'... কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে—The words are not mine but those of the great Vedantist Madhusudan Saraswati."

ভাগবত পড়তে পড়তে তোমার এই কথাগুলি আমার প্রায়ই মনে হ'ত এই জন্যে যে যারা কৃষ্ণকে মনে করে শুধু বৈষ্ণবদের গুরু তারা সত্যিই জানে না তিনি কী বস্তু! জানলে তাঁকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক-বর্গীয় কোনো নায়ক ব'লে প্রচার করতে তাদের বাধত। কারণ কৃষ্ণের সব চেয়ে বড় উপাধি হ'ল তাঁর নিরুপাধিকত্ব ও অসমোর্ধ্বতা (all-transcendence): যেখানে যে ভেবেছে কৃষ্ণ বুঝি এই বস্তু অমনি কৃষ্ণ হেসে ফস্কে গেছেন, যে-জন্যে ভীষ্ম প্রথমেই যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন (১।৯।১৬): কৃষ্ণ যে কী মৎলবে কী করেন ভাবতেই বড় বড় মুনি ঋষি অথই জলে—তাঁকে মেপে পাবে কেমন ক'রে? স্বয়ং ব্রহ্মা কৃষ্ণের এই দুরবগাহতার কথা বলেছেন আরো সুন্দর ক'রে (১০।১৪।৩৮) যে, যারা বলে তোমায় জানে তারাই জানুক প্রভু, বেশি কথায় কাজ কি? আমি যা সত্যি জানি তা শুধু এই যে আমার কায় মন বাক্য কেউই পায় না তোমার নাগাল। এ-হেন কৃষ্ণের আবির্ভাব হ'য়েছিল কি মাত্র কয়েকটি ভেকধারীর জন্যে? আমি এখানে অত্যাধুনিকতার গা-জোয়ারি সুরে বলছি না যে আমরা বুদ্ধির ধোঁয়া দিয়ে যে-সব ভাবকুণ্ডলী সৃষ্টি করি—(যার একটির নাম ধরা যাক্ "universal"—অর্থাৎ যাকে যে-কেউ যে-কোনো পরিবেশে বিনা প্রয়াসে ছুঁতে না ছুঁতে বলতে পারবে—"এরই তো নাম সর্বজনগ্রাহ্য, সার্বভৌমিক!")—কৃষ্ণের সেই সব জগতেই যাওয়া-আসা—কিনা তিনি অতিসুবোধ্য পোষমানা ঠাকুর। আমার বলবার উদ্দেশ্য—তিনি হলেন ভগবানের সেই শ্রেণীর যুগাবতার * যাঁর শক্তি ও প্রভাব সর্ব যুগেই নিজেকে নিত্য নূতন বিভাবে সক্রিয় করে—যা থেকে প্রতি মানবমনই তার জীবনের খোরাক পেতে পারে। তবে এ-খোরাক পাবার দুটি উপায় আছে—এক সজ্ঞানে, আর এক অজ্ঞানে। অজ্ঞানে পাওয়া মানে একটু প্রেরণা নিয়েই তুষ্ট থাকা—যেমন জানলা বন্ধ তবু পাখির

* আমি নিজে বিশ্বাস করি তিনি ছিলেন পূর্ণাবতার—বৈষ্ণব পরিভাষায় যাকে বলে "অবতারী"—কিন্তু যাঁরা এতটা মেনে নিতে পারবেন না তাঁদের কাছেও ভাগবত গ্রাহ্য যদিও "বুদ্ধ্যা—ন চ টীকয়া।"

মধ্যে আলো আসছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সজ্ঞানে পাওয়া হ'ল তাঁর আরাধনা করা—মনের সব দেয়ালে জানলা ফুটিয়ে হাট ক'রে খুলে দেওয়া সেই আলোর আকাশের পানে। এরই নাম অভীপ্সা—aspiration. কোন মহাপ্রভাবকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করতে হ'লে সবচেয়ে বড় সহায় হ'ল এই উদ্দীপ্তি—যেকথা ভাগবত পই পই ক'রে বলেছেন উপদেশ তথা কথিকায়। এ-অভীপ্সা যাদের নেই তারা প্রায়ই তাদেরকে বলে সাম্প্রদায়িক যাদের এ-অভীপ্সা আছে—যারা দূর থেকে সমালোচনা ক'রে তৃপ্ত থাকতে না পেরে ঝাঁপ দেয় নিষ্ঠার সঙ্গে কোন সাধনাকে আঁকড়ে ধরতে—যাদেরকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "মন্মনস্কাঃ মৎপ্রাণাঃ মদর্থে ত্যক্তদেহিকাঃ" (১০।৪৬।৪) ব'লেই বলছেন উদ্ধবকে : "যে ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্।" * এই-ই হ'ল ঐশ্বরীয় কাজ—আশ্রয়দান। "আমার শরণ নিলে আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে উদ্ধার করব"—এ-অঙ্গীকার ভগবান ছাড়া আর কারুর মুখে উচ্চারিতই হ'তে পারে না। কৃষ্ণের কাছে নিজেকে খুলে ধরার মানেই হ'ল সাম্প্রদায়িকতাকে কাটিয়ে ওঠা—আকাশে যে উঠতে পেরেছে দিক্‌চক্রবাল তার দৃষ্টিপথের আড়াল হ'য়ে দাঁড়াতেই পারে না। ভাগবতকার অতি উদার তাই বলছেন : "শ্রদ্ধা ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দাম্ অন্যত্র" (১১।৩।২৬) অর্থাৎ ভাগবতের ভক্ত হবেন নিজধর্মে আস্থাবান্ কিন্তু পরমত-অসহিষ্ণু না।

কিন্তু আকাশ উদার ব'লেই সেখানে বসবাস এত কঠিন। এইজন্যে যে পৃথ্বীর টানের কাটান মেলা ভার। আমাদের মন প্রায় তামসিকতার পাতালে বদ্ধ থেকে থেকে যে তাকেই বেসে ফেলেছে ভালো। কাজেই এ-ভালোবাসার প্রবল টান কাটাতে হ'লে চাই এমন কোন প্রবলতর টান যা আমাদের অভ্যাসের মোহকে জয় করবার শক্তি ধরে। এই শক্তিই জোগান কৃষ্ণ এবং একটি খুব সহজ উপায়ে—তাঁর রূপের লোভ দেখিয়ে। আমাদের মন সব চেয়ে সহজে পোষ মানে রূপের এ খুবই জানা কথা। গুণ বুঝতে দেরি হয় ব'লে গুণগ্রাহীর সংখ্যা রূপোচ্ছ্বাসীর চেয়ে চিরদিনই

* আমার জন্যে যারা লোকধর্ম ত্যাগ করেছে তাদের আমি ভরণ পোষণ করি।

কম—সব দেশে। কিন্তু রূপ এমন একটি আশ্চর্য জাদু যা নয়ন-পরিধির মধ্যে আসতে না আসতে হয় "ভাবেতে ভরল তনু হরল জ্ঞেয়ান" অবস্থা। তাই ভারতের ধর্ম-জীবনে সবচেয়ে ব্যাপক হ'য়ে এসেছে কৃষ্ণের প্রভাব—আসমুদ্র-হিমাচল। ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর সবচেয়ে প্রিয় জীবনবেদ যে গীতা আর ভাগবত—শ্রুতি সংহিতাদি নয়—এ কথা কে না জানে? কিন্তু কৃষ্ণের প্রভাব এ-হেন ব্যাপক হ'ল কেন? ঐ যে বললাম—তাঁর রূপের জন্যে। আহা কী সে রূপ! মনে পড়ে ব্রহ্মার সেই রূপবর্ণনা দশম স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ে। কিন্তু সে তাঁর রূপের মাত্র একটি দিক—মানবতার মধ্যে দেবত্বের সৌদামিনী-দ্যুতি। কিন্তু কৃষ্ণের রূপের ব্যঞ্জনা সে কত! মনে পড়ে যমুনাতটে গোপবালকদের নিয়ে কৃষ্ণের সেই বনবিহার। কিন্তু তাদের বিহার হ'লেও আহারো তো চাই। কাজেই কৃষ্ণ লোক পাঠালেন কাছেই এক যজ্ঞের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের কাছে। তাঁরা গোপবালকদের আর্জি কানেই তুললেন না। গোপবালকেরা ক্ষুণ্ণমনে ফিরে আসতে কৃষ্ণ দ্ব্যর্থক হাসি হেসে যা বললেন তার ভাবটা এই যে বুঝে সুঝে না চললে কি চলে? ("প্রহস্য জগদীশ্বরঃ লৌকিকীং গতিং দর্শয়ন্) যাও দেখি এবারে ঐ পুরুতদের অর্ধাঙ্গিনীদের কাছে। বালকেরা ব্রাহ্মণ-দের অন্দরমহলে হাজিরি দিয়ে কৃষ্ণের এ-নিবেদন জানাতে-না-জানাতে তারা গুরুজনদের নিষেধ শাসন গঞ্জনা সব ডিঙিয়ে চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় নিয়ে ছুটে এল প্রিয়ের উদ্দেশে যেমন ছুটে যায় নদী সমুদ্রের উদ্দেশে মরু গিরির বাধা ডিঙিয়ে—"অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ।" এসে দেখল প্রিয়তমের অপরূপ মূর্তি (১০।২৩।২২):

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-ধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥

যমুনা উপবনে দেখিল তারা সেই ভুবনবিমোহন প্রিয়ঙ্করে:
শ্যামল বরতনু, বসন স্বর্ণাভ, চূড়ায় শিখিপাখা চমৎকার!
বক্ষে বনমালা, প্রবাল পল্লব লতা অলঙ্কার অঙ্গে ধরে!
দখিন কর ঘেরি' কণ্ঠ বন্ধুর, লীলাকমল বাম করে তাহার

ভূমিকা

হয় আবর্তিত অহেতু সুখে যেন ! চাঁচর কেশ দোলে কপোল'পরে!
কণ্ঠে উৎপল, অধরে মৃদুহাসি, মরি কী মনোহর রূপবিহার !

একজন বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক রূপের বিশেষণ দিয়েছেন disturbing. ভাগবতের পাতায় পাতায় এ-উক্তির সাক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে যাচ্ছেন তাঁর রূপ আনছে ভূমিকম্প। অথচ তবু তারই মাঝে অন্তরের অশন বসন শয়ন স্বপন শান্তি। মানুষের রূপে কখনোই রূপের এ-বিকল্প প্রয়োগ হয় না—অন্তত ততদিন যতদিন সে-রূপ মানবিক সুষমার ঊর্ধ্বে না ওঠে। কিন্তু কৃষ্ণের যে-রূপ তার প্রধান সার্থকতা এই খানে যে সে শুধু—ভাগবতের ভাষায়—"নয়নোৎসব" নয়, সে চেতনার আরোহণী। এই জন্যেই গোপীরা তাকে বলেছিল "অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ" (২।১৭):

নয়নের বহুসাধনার ফল—তাহার শ্রীমুখ, অতুল হাসি,
আর কোনো ফল আছে কি? জানিনা। সে-রূপখেয়ায় অকূলে ভাসি।

অকূলে কূল মেলে সহজে এই রূপেরি খেয়ায়। তাই রূপ হয় সহজেই পারের পারী। অবশ্য রূপ হ'ল কৃষ্ণের সার্বভৌম আবেদনের, অজস্র বিভাবের মধ্যে একটি মাত্র বিভাব। ভাগবত বলছে চেষ্টা করলে হয়ত ধরণীর ধূলিকণা গোণা সম্ভব কিন্তু কৃষ্ণ-বিভূতি সব গণনার পারে। একথা মেনে নিয়ে তবু বলব যে কৃষ্ণের আবির্ভাবে তাঁর রূপ একটি বড় কথা। সব অবতারে রূপের এহেন বিভূতি প্রকট হয় নি—যথা মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম। কিন্তু কৃষ্ণের (ও তার পরে শ্রীচৈতন্যের) আবির্ভাবে রূপ এসেছে প্রাণের তীর্থ হ'য়ে যার স্পর্শ পেতে না পেতে প্রাণ ব'লে উঠেছে "অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ।" আর একথা শুধু যে কৃষ্ণের দেহধারণের যুগেই সত্য ছিল তা নয়—সে-রূপের আগমন হ'ল চিরদিনের আসা—যাকে তোমরা বলো coming to stay—আর একথা যে উচ্ছ্বাস নয় তা সাধক মাত্রেই জানে! আমি জানি এমন মানুষকে যার উপাস্য ছিল শিব—অথচ তাকে কৃষ্ণই দর্শন দিয়ে আপন ক'রে নিলেন। শুনেছি তার মুখে—"সে কী রূপ! আহা!"

এই কৃষ্ণই হ'ল চিরন্তন কৃষ্ণ—মায়ামানব-রূপে এল শুধু তার অঙ্গীকার—ভাগবতের ভাষায়—"বন্ধুগু রুরহং সখে" (১১।১৯।৪৩) —ডাকলেন উদ্ধবকে তিনি এই ব'লে :

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥

সকল দেহীর আশ্রয় আমি—আর কেহ নাই পারের পারী,
চাহিলে চরণে পূর্ণ শরণ লভিবে অভয়—অঙ্গীকারি।

একথা ভাগবতে কৃষ্ণকে বার বার বলতে হয়েছে, সম্ভবত এই জন্যেই যে তিনি যে "সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্" তাই কৃষ্ণ যে মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর ভক্তের উপাস্য—যাদের লেবেল 'পরম বৈষ্ণব' একথা সত্য নয় : কৃষ্ণ যে বিশ্বতোমুখ, সব দেবতার মধ্যে দিয়ে তিনিই যে পূজা গ্রহণ করেন, একথার বহূক্তি ক'রেও ভাগবত ক্লান্ত হয় নি। এক জায়গায় ভাগবত বলেছেন যে, তরুমূলে জলসেক করলে যেমন তার ফল ফুল শাখা সর্বত্রই জলসেক হয়, তেম্‌নি অচ্যুতকে পূজা করলে হয় সর্ব-দেবতারই পূজা। অক্রূর কৃষ্ণকে বলছেন (১০।৪০।৯) :

সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবমহেশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥

সর্বদেবের ঈশ্বর তুমি সকলে তোমারি করে আরতি
নিয়ন্তা তুমি তাহারো যে বলে : "আন দেবতায় আমার মতি।"

একথা এত ক'রে বলছি কেন তুমি জানো। এযুগে আমাদের আধুনিক মন পরমহংসদেবের ভাষায় "মনের বাজে খরচ" করতে ভালোবাসে। তাই যখন কৃষ্ণপূজারিণী রাহানা লিখেছিল অত ক'রে যে, কৃষ্ণ-যে ঐতিহাসিক সত্য একথা কেন এ-যুগের লোকে মানতে চায় না—তখন তুমি ঠিক্‌ই লিখেছিলে যে কৃষ্ণের সত্যতা পৌরাণিক না ঐতিহাসিক এ নিয়ে মাথা বকানো নিষ্ফল, যেটা অনুধাবনীয় সেটা এই যে তাঁর আবির্ভাব চিরন্তন কি না—তিনি বৃন্দাবন-বিহারী ছিলেন কি না এ-বিচারে কাজ কি—আমরা চাই হৃদয়ঙ্গম করতে তিনি আমাদের হৃদয়বৃন্দাবনবিহারী

কি-না। ("We want 'the Thing' in itself—quite so, but we can't get it unless we find that Thing *now*. What Krishna as a man may have done thousands of years ago is not what will give us 'the Thing': what He is doing in our hearts *now* is what we must know... If He wasn't in our hearts *now* the *lilas* of ages ago would be quite insignificant.")

এই-ই হ'ল চিরন্তন কৃষ্ণ যিনি ব'লেছিলেন: "সম্ভবামি যুগে যুগে" —শুধু অবতারের চিন্ময় বিগ্রহে নয়—নাস্তিক্যের মৃন্ময় আধারে, অর্ধ-উন্মীলিত শিশুনয়নের দৃষ্টিপথে—সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের হৃদয়ের সংশয়ান্ধকার ঝড় তুফানের গর্ভকোষে। "জন্মাষ্টমী"-র অর্থ যে এই-ই এ-কথাও তুমিই একবার লিখেছিলে—বোধ হয় তোমার গীতাভাষ্যে। এই রকম কত ভাবেই যে তুমি কৃষ্ণলীলার মর্মবাণীকে ঝঙ্কারিত ক'রে তুলেছ তোমার বলিষ্ঠ ভাষার গভীর ছন্দে! তোমার কাছে তাই তো কৃষ্ণ-প্রেমভিখারিরা এত কৃতজ্ঞ। আমার নিজের দিক দিয়ে তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ যে ভাগবত পাঠের দিকে তুমিই আমাকে ঠেলেছিলে সবপ্রথম, লিখেছিলে ফের সেদিনো: "I am so glad you have come to love the Bhagavat. It was the first book I read with Ma and had just finished it again with her when she went. It has meant to me more than any other book and you will remember my urging you to read it when you were here... Give yourself utterly to Krishna and in finding Him you will find everything... Go forward, caring nothing for anything else. But ask nothing, give everything."

ভাগবতের চেয়ে মহত্তর বেদ আর কিছু নেই তোমার মুখে একথা শুনে আনন্দ আমার আরো গভীর হ'ল কারণ তুমি জানো তোমার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির উপর শ্রদ্ধা আমার কতখানি গভীর! তাই তো "ভাগবতী কথা"র ভূমিকা লিখতে হ'ল তোমাকেই নিশানা ক'রে—"মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা—দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচে না।"

ভাগবত সম্বন্ধে আরো কত উচ্ছ্বাসই যে আমার মনে ভিড় ক'রে

আসছে! কিন্তু টাল সামলাতেই হবে। তাই আমার "ভাগবতী-কথা"র আদর্শ সম্বন্ধে দুচারটি কথা ব'লেই ইতি করব আজকের ম'ত।

প্রথম কথা এই যে "ভাগবতী কথা" ভাগবতের শ্লোকগুলির হুবহু তর্জমা নয়। মানে, অনেক স্থলেই তর্জমা মূলানুগ হয় নি। শ্রীঅরবিন্দের একটি কথায় আমার মনের পূর্ণ সায় আছে: "A translator is not necessarily bound to the original he chooses : he can make his own poem out of it if he likes."

আমার কথা হ'ল এই যে ভাগবত পড়তে পড়তে সময়ে সময়ে মনে আমার নেমেছে আনন্দের ঢল: তারই ঠেলায় আমি অকুণ্ঠে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি—যে-পথে আমার ভাব আবেশ আমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে সেই পথেই চলেছি না ভেবে চিন্তে। তাই অনুবাদ যেখানে মূলানুগ হয় নি সেখানে দুঃখ বোধ করবার কথা মনেও হয় নি—কারণ এসূত্রে আমি চেয়েছি শুধু ভক্তিপথের প্রেরণা! এ-প্রেরণাকে নির্ভেজাল ব'লে অনুভব করেছি—তাই এ-বিশ্বাস আমার আছে যে সর্বত্র মূলানুগ না হ'লেও "ভাগবতী কথা" ভক্ত-সমাজের করুণা থেকে বঞ্চিত হবে না। আরো এই জন্যে যে, ভাগবতের মূল ভাবধারা আমি কোথাও লঙ্ঘন করি নি। সময়ে সময়ে শ্রীধর স্বামীর বা সিদ্ধান্ত প্রদীপকারের বা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকার শরণাপন্ন হয়েছি * কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলের সরলার্থ গ্রহণ করেছি—কেন না ভাগবত পড়তে গিয়ে আমার চোখে পড়েছে যে, স্থানে স্থানে ভাষ্যে মূলের সরলার্থ যেন একটু ঝাপসাই হয়েছে। গুরুদেবের কাছেও আমি একথা শুনেছি যে অনেক সময়েই টীকাকাররা মূলকে ভুল বোঝান তাঁদের মনের কোনো প্রবণতার ঝোঁকে। অবশ্য টীকাকরদের ভাষ্য বহুস্থলেই

---

* কেন হয়েছি তুমি জানো। ভাগবতে অনেক স্থলেই অনেক কথা উহ্য থেকে গেছে—সেগুলি টীকাকার ধ'রে দিয়েছেন—পয়লা নম্বর। দোসরা নম্বর: ভাগবতে অনেক শব্দের নানা স্থলে নানা ভাবে প্রয়োগ আছে, যথা, "আত্মন্"। এ শব্দটি ভাগবতে কোথাও মন অর্থে বসেছে, কোথাও বা প্রাণ, কোথাও বা দেহ। এ সব স্থলে টীকাকারদের ভাষ্যের কার্যকারিতা যে খুবই বেশি বলাই বাহুল্য।

মূলকে স্পষ্টতর করে—নৈলে তাঁদের টীকার আদর হবেই বা কেন ?—কিন্তু তবু তাঁদের যে ভুলও হয় এ যখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তখন সে-দিকে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। একথার উল্লেখ করলাম শুধু এইটুকু নিবেদন করতে যে ভাগবতী কথায় আমার প্রধান লক্ষ্য ভাগবতের সরলার্থের তর্জমা, পাণ্ডিত্য-প্রকাশ নয়। এটুকু মনে রাখলে পাঠকদের লাভ বৈ লোকসান হবে না। কিন্তু এছাড়া আমার আরো কয়েকটি নিবেদন আছে তাঁদের কাছে :

প্রথম : ভাগবতী কথায় ছন্দবৈচিত্র্য আমি চেয়েছি কেন না ছন্দের বিচিত্রতার মধ্যে দিয়েই ভাবের দোলা সুন্দর হ'য়ে ওঠে। কেন এ-বৈচিত্র্য বাঞ্ছনীয় সে-সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলেছি।

দ্বিতীয় : ভাগবতী কথার মোটামুটি দুটি ভাগ : ভাবগভীর শ্লোকের তর্জমা ও কাহিনী-চিত্রণ। কাহিনীগুলির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে এদের ক্ষেত্রে আমি খানিকটা নিরঙ্কুশ ভঙ্গিতে চলেছি—অর্থাৎ কাহিনীগুলির ছবির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি তাদের মূল ভাবটি কি—কোন্ সত্যকে তারা উজ্জ্বল ক'রে ধরেছে। তর্জমাগুলির সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে চললেও এতটা নিরঙ্কুশ ছন্দে চলি নি—মূল শ্লোকগুলির ভাবধারার যাতে হানি না হয় সেদিকে সাধ্যম'ত দৃষ্টি রেখেছি। তবে আমার প্রধান লক্ষ্য অনুবাদের সাবলীলতা ও রসালতা।

তৃতীয় : ভাগবতী বাণীর অজস্রতার দরুণ অনেক শ্লোক বা কাহিনীই আমাকে বাদ দিতে হয়েছে। আমি চয়ন করেছি শুধু সেই সব ভাব ও কাহিনী যাতে আমার মন বেশি ক'রে সাড়া দিয়েছে। আমার নিজের মনকে আমি শুধু আধুনিক শ্রদ্ধালু গ্রহিষ্ণু মনের প্রতিনিধি হিসেবেই ধরেছি। তাই ভরসা হয় যে ভাগবতী ভাব-সমুদ্রের যে-সব তরঙ্গদোলায় আমার মন দুলে উঠেছে তাতে সব না হোক অনেক শ্রদ্ধালু মনই উঠবে দুলে।

কিন্তু তাই ব'লে একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, আমার চয়নগুলি দিয়েই ভাগবত বিচার্য। বলেছি ভাগবত ভাবের রত্নাকর, তার অন্ত পাবে কে ? আমার চয়নে আমি আমার নিজের মন ও

রুচিকেই সম্বল ক'রে ডুবারি হয়েছি—যে-মণিগুলির রূপজ্যোতিতে আমার মন মুগ্ধ হয়েছে তাদেরই তুলে সাজিয়েছি আমার অনুবাদে, উপমার, ছন্দের ডালায়। ভবিষ্যতে আরও রত্ন চয়ন করার ইচ্ছা রইল যদি ভাগবতী কথার আদর হয়—ভাগবতের ভাষায়—"ভাবুক ও রসিক"-দের পরিষদে।

তবু মনে হয় একটা কথা এখানে বলা ভালো যেহেতু আধুনিক ভাবুক সমাজে না হোক রসিক সমাজে অনেকেই দেখি কথাটি বিস্মৃত হন। কথাটি এই যে, ভাগবত সংস্কৃত কাব্যনন্দনে একটি অপরূপ পারিজাত হ'লেও ভাগবতের পরম মহিমা এর কাব্যগৌরবে নয়—ভক্তি ও ভাবগৌরবে। কাব্যের ছন্দের রসায়নেই সে-ভক্তি তথা ভাব মণিময় হ'য়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু মনে রাখা চাই যে ভাগবতকার কাব্যরচনা করবার আদর্শ নিয়ে ভাগবত রচনা করতে বসেন নি। নারদ ব্যাস-দেবকে যে-মৃদু ভৎর্সনা ক'রেছিলেন সেই তিরস্কারই হয়েছিল মহাকবির ভাগবত-প্রণয়নের প্রবর্তনা। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে যাঁরা জানতে চান তাঁরা যেন ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় দুটি একটু শ্রদ্ধা নিয়ে পড়েন। আর বিশেষ ক'রেই অনুধাবন করেন নারদের এই চিরন্তন সত্যোক্তিটিকে :

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্বত্র গভীর-রংহসা॥

(অনুবাদ—৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

একথার সরলার্থ ছাড়া একটি নিহিতার্থ আছে যে, মানুষ সর্ব প্রকার সুখের স্বাদ পেয়েও যখন অতৃপ্ত থেকে যায় তখনই সে পুরো-পুরি ফেরে সেই সুখের খোঁজে যাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও মেলেনা—মিলতে পারে না। কাজেই কাব্যরস সে-রস নয় যা পরিবেষণ করবার জন্যে নারদ ব্যাসদেবকে ডেকেছিলেন। তাই ভাগবতকার নানা সুরের মধ্যে দিয়েই ক্রমাগত ফিরে আসছেন এই বাদী সুরে যে, ভাগবতী কথায় একবার যে রস পেয়েছে সে আর হারাতে চায় না হারানিধিকে—"পুনর্বিহাতুম্ ইচ্ছেন্ ন রসগ্রহো জনঃ।" গীতিতৃষিতের কাছে

সুরের যে-মূল্য, মরুতপ্তের কাছে নির্ঝরের যে-মূল্য, অভাবক্লিষ্ট মানুষের কাছে ভক্তির তথা ভাগবতের সেই মূল্য। তারো বেশি। কেন না বলেছি, গুণীর সুর কবির ছন্দ প্রভৃতি আমাদের জীবনের সেই আদিম অভাব পূর্ণ করতে পারে না যা পারে ভক্তি। একথা বার বার নানা বিচিত্র ছন্দে রূপকে উৎপ্রেক্ষায় অলঙ্কারে ব'লেও ভাগবতকারের আশ মেটে নি। কেন না তিনি তো শুধু কবি ছিলেন না, ছিলেন ঋষি। তাই তিনি টের পেয়েছিলেন যে, আমাদের অন্তরাত্মার গভীরতম ক্ষুধা পার্থিব ভোগের নয়, বিদ্যার নয়, কর্মের নয়, সুখের নয়, আরামের নয়—তার চিরতৃষ্ণার জল হ'ল "মুকুন্দচরণামৃতম্"—কি না ভাগবতী চেতনা লাভ। এই কথা উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন বড় সুন্দর ক'রে (১১,১৪,১৭):

নিষ্কিঞ্চনা ময়্যনুরক্তচেতসঃ শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥

আমার প্রেমে যারা চির-অকিঞ্চন সবারে ভালবাসে শান্ত প্রাণে
তারা যে-মুক্তির পরম স্বাদ পায় কামনা-ক্লিষ্ট কি সে-সুখ জানে?

তাই ভাগবতে জ্ঞানের সম্বন্ধে, কর্মের সম্বন্ধে, মোক্ষের সম্বন্ধে, পরহিত সম্বন্ধে অতি চমৎকার বাণী অজস্রতায় ঝিকমিকিয়ে উঠলেও এবং ভাগবতের চরিত্র-চিত্রণ ছন্দকল্লোলে রসিক ও ভাবুককে মুগ্ধ করলেও, ভাগবতের গোড়াকার প্রস্বন—main stress—ভক্তিরই উপরে। সুতরাং ভাগবতের ভাবধারা বহুমুখী একথা মেনে নিলেও বলতেই হবে যে, ভাগবত সব আগে ভক্তির অদ্বিতীয় বেদগান—একথা মনে রাখতে হবে যে, এ-ভক্তিকে উজ্জ্বল করবার জন্যেই ভাগবত কাব্যের স্তবের ছন্দের আশ্রয় নিয়েছে—গানের জন্যে গান করতে চায়নি: শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—"not art for art's sake, but art for the Divine's sake." এই-ই হ'ল ভাগবত-রসের চরম লক্ষ্য—ভাগবতী কথার পরমানন্দ-পরিবেষণ তার কাব্যরসের মধ্য দিয়ে। যাঁরা ভাগবতে এই ভক্তির রসটুকু বাদ দিয়ে শুধু তার কাব্যরসটুকু চাখতে চাইবেন তাঁরা অধ্যয়ন থেকে কিছুই পাবেন না এমন কথা বলছি না—(যেহেতু বলেছি, কাব্য হিসেবেও

ভাগবত একটি অপরূপ কাব্য)—কিন্তু ভাগবতের অন্তরতম অমৃতস্বাদ থেকে যে বঞ্চিত হবেন এ নিশ্চয়। ভাগবতের পণ্ডিত প্রথম দিকে এই কথাটি বোঝেন নি ব'লেই রাজা রাজদ্বারে তাঁকে মৃদুভর্ৎসনা করেছিলেন : "তুমি আগে বোঝো।"

তবু কাব্যের প্রসঙ্গ যখন উঠলই তখন একটি কথা বলার লোভ হচ্ছে, ব'লেই ফেলি, আরো এই জন্যে যে, এখানে ভাগবত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কথাটা এই যে, নারী-চরিত্রচিত্রণে ভাগবতের জুড়ি মেলা ভার। ধর্মগ্রন্থে—বিশেষ ক'রে যে-গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বৈরাগ্যসাধনের পূর্ণ সমর্থন, যার কেন্দ্রীয় মহাচরিত্রও জন্মবৈরাগী স্বভাবনিঃসঙ্গ—এ-হেন সাধনগ্রন্থে নারী এমন মহিমময় হ'য়ে উঠল কী ক'রে? আমরা অবশ্য কথায় কথায় উদ্ধৃত করি আপ্তবাক্য : "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—কিন্তু সত্যনিষ্ঠ সাধককে স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় সাধনগ্রন্থে নারীকে কোথাওই শুধু যে অভ্যর্থনা করা হয় নি তাই নয়, অতি রুক্ষ কণ্ঠে বর্জনীয়া ব'লেই প্রচার করা হয়েছে যার চরম হুঙ্কার হ'ল তাকে "নরকস্য দ্বারম্" ব'লে অস্পৃশ্য, ভয়াবহ ক'রে তোলা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ভাগবতকার বৈরাগ্যপন্থী হ'য়েও নারীকে শুধু যে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন তাই নয়, দেখেছেন হৃদয়ের চোখে—দরদের চোখে। তাই না নারীহৃদয়ের ব্যথা বেদনা আশা নিরাশা মান অভিমান—সবই ভাগবতে এমন অপরূপ কাব্যমহিমায় মণ্ডিত হ'য়ে উঠল! কাব্যে নারীর স্থান অপ্রতিহত হ'লেও ধর্মসাধনার এলাকায় তাকে এমন সাদরে আর কোনো ঋষিকবি স্থান দিয়েছেন কি না সন্দেহ। একথাটি আরো স্মরণীয় এই জন্যে যে, ভাগবতের মূল প্রবর্তনা ভক্তি-সাধনার। এ-হেন গ্রন্থে নারীর এমন মহিমময়ী হ'য়ে ওঠা শুধু আশ্চর্য নয়—চোখে না দেখলে যে-সব ব্যাপার বিশ্বাস করা যায় না এ হ'ল সেই জাতের অঘটন।

অবশ্য আমি এমন ইঙ্গিত করছিনা যে ভাগবতকার বলেছেন নারী সাধন-পথের একটি মস্ত সহায়। ভাগবতকার পই পই ক'রেই বলেছেন

ভূমিকা

কাম ভক্তের ভক্তিসাধনার একটি প্রধান বাধা। অথচ তবু ভাগবতের কৃষ্ণ তাঁর অদ্বিতীয় মহিমায় অপরূপ হ'য়ে উঠতে পারতেন কি যদি ভাগবতকার তাঁর গোপীবল্লভ ও রমণীবল্লভ চিত্র না ফোটাতেন? ভাগবতের এ-দিকটা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার কোনদিন আলোচনা হয় নি। তবে তোমার আমার উভয়েরই গুরু "মা"—কাজেই আমার মনে হয় তুমিও এ কথা বলবে না যে নারীজাতির সঙ্গে নরজাতির সেই বিভীষিকাময় সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠা উচিত যে-সম্বন্ধ আমাদের সন্ন্যাসে আদর্শ সম্বন্ধ ব'লে অঙ্গীকৃত হয়েছে। অন্তত আমি এ-কথা ভাবতেই পারিনে যে, যে-জাতি আমাদের মাতৃজাতি তাকে অস্পৃশ্যবৎ দূর্-ছেই করা হোক এই-ই ভগবানের অভিপ্রেত। এ-কথায় আমাদের সায় আছে যে রমণীকে কামের চক্ষে দেখা যোগীর পক্ষে অনাচার, কিন্তু তাই ব'লে নারীকে সাধনার পথে প্রীতির বা শ্রদ্ধার চোখে দেখলেও "মহতী বিনষ্টিঃ" হ'বে এ-ধরণের উপদেশে অন্তত আমাদের আধুনিক মন বিদ্রোহ না ক'রেই পারে না।

এইজন্যেই আমার বিশ্বাস আধুনিক মনীষীদের মন ভাগবতের নারীচিত্রণে মুগ্ধ হবেই হবে। কী দরদ তাঁর নারীদের প্রতি! তাদের মনের প্রাণের কত কথাই না তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অপরূপ চরিত্রচিত্রণে!—পড়তে পড়তে স্থানে স্থানে চোখে জল রাখা ভার হ'য়ে ওঠে। শুধু গোপীদের চিত্রেই নয়—যদিও ভাগবত কাব্যমহিমার শিখরে উঠেছে গোপীপ্রেমচিত্রণেই বটে—কিন্তু অন্য কত অপূর্ব নারীহৃদয় ছবি হ'য়ে ফুটে উঠেছে বলো তো! কুন্তী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, যশোদা, দেবহূতি, সতী—কাকে ছেড়ে কাকে ধরি? একটি দুটি ছোট ছোট রেখা টানা—অমনি একটি একটি অপরূপ নারীহৃদয় মাতৃহৃদয় বিরহিণী হৃদয় উঠল ফুটে তার গভীরতম তথা সূক্ষ্মতম আশা নিরাশার আনন্দ বেদনা অশ্রু হাসির স্নিগ্ধ সুরভি, কোমল ব্যঞ্জনা, মোহন মূর্ছনা নিয়ে! ভাগবতী কথার নানা চরিত্রে আমি ফোটাতে চেষ্টা করেছি এ-ছবি—কিন্তু তবু চোখের সামনে ভাসে কত অপরূপ ছবিই যাদের ফোটানো হয় নি! ধরো দ্রৌপদীর কথা। সে-মহত্ত্ব কি ভুলবার

শোকার্তা জননীর বেদনার পটে? হৃতসুতার কথা ভাবতে শুধু আনন্দ নয় গৌরব হয় না কি? যে-কাপুরুষ অশ্বত্থামা তাঁর নিরীহ পঞ্চপুত্রের ঘাতক তাকে যখন অর্জুন "পশুবৎ পাশবদ্ধ" অবস্থায় টেনে এনে বধার্থে তাঁর কাছে হাজির করলেন তখন তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে ব'লে উঠলেন:

মুক্ত করো—মুক্ত করো! করিও না হত্যা এ-নির্বলে,
জননী ইঁহার কৃপী, গুরুজায়া আজিও জীবিতা,
পুত্রশোকে যে-বেদনা সহি' আমি আজ জীবন্মৃতা,
সে-ব্যথা সহিতে যেন না হয় তাঁহারে অশ্রুজলে।

একটি শ্লোকে চিরন্তন জননীর পুত্রশোক-বেদনার কী অপরূপ চিত্র ফুটে-উঠল নারী-হৃদয়ের কল্পনার পটে!—

"মা রোদীদস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা।
যথাহং মৃতবৎসার্তা রোদিম্যশ্রুমুখীর্মুহুঃ॥

হৃদয় ভ'রে ওঠে না ভাবতে যে এমন ঋষি আমাদের দেশে এমন ভাবে ও কবিত্বে সব্যসাচী হ'য়ে ভারতকে উজ্জ্বল ক'রে রেখে গেছেন চিরদিনের জন্যে?

আর শুধু কি নারী-হৃদয়ের বেদনা? তার হৃদয়ের সূক্ষ্মতম আশা স্বপ্ন কল্পনার ছবিও ছিল যেন কবির নখদর্পণে। মনে করো লক্ষ্মীর দুঃখ সমুদ্র-মন্থনের শেষে—অষ্টম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে। সুন্দরীর কি কিছুতে মন ওঠে ছাই—একেবারে নিখুঁৎটিই তাঁর চাই—আবদার!—এতটুকু পান থেকে চুণ খসেছে কি মুখ ভার। স্বয়ম্বরার এ-হেন ছবি কি রঘুবংশের কালিদাসও ফোটাতে পেরেছেন? আরো কত ছবি মনে পড়ে—কত ছোট বড় নারীর। মনে পড়ে কুন্তীর প্রার্থনা (১।৮।৪১): "আত্মীয় ও সন্তানের প্রতি আমার মমতার ডোর ছিন্ন করো"। মনে পড়ে আলুথালু যশোদার দড়ি দিয়ে কৃষ্ণকে বাঁধবার সে-ব্যর্থ চেষ্টা। মনে পড়ে কৃষ্ণের মৃদু পরিহাসে পতিব্রতা রুক্মিণীর ভীরু মূর্ছা! কিন্তু এ-ছাড়াও আরো কত "কাব্যে উপেক্ষিতা" এখানে ওখানে উঁকি দিয়ে স'রে গেছে! কিন্তু তবু সেই দু-একটি

ভূমিকা

ক্ষণিক কটাক্ষের চলন্ত ছবিও কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কল্পনার পটে কখনো বা বিদ্যুদ্দামের তীব্র উল্লাসে, কখনো রবিকরের উজ্জ্বল প্রভায়, কখনো ইন্দুলেখার ম্লায়মান আলোয়। এম্‌নি একটি চলন্ত ছবির উল্লেখ ক'রেই সমাপ্তি টানব এ-দীর্ঘ ভূমিকার।

অক্রূর তাঁর রথে ক'রে বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে এলেন মথুরায়। তখন মথুরাবাসিনীদের কী অবস্থা হ'ল মনে পড়ে? আর সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠা সেই চির-চপল বিশ্বকান্তের বল্লভ ছবি?

কাশ্চিদ্বিপর্যগ্‌ধৃতবস্ত্রভূষণা বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেষ্বথাপরাঃ।
কৃতৈকপত্রশ্রবণৈকনূপুরা নাঙ্‌ক্ত্বা দ্বিতীয়ন্ত্বপরাশ্চ লোচনম্‌॥
অশ্নন্ত্য একাস্তদপাস্য সোৎসবা অভ্যজ্যমানা অকৃতোপমজ্জনাঃ।
স্বপন্ত্য উত্থায় নিশম্য নিস্বনং প্রপায়য়ন্ত্যোঽর্ভমপোহ্য মাতরঃ॥
মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ প্রগল্‌ভলীলাহসিতাবলোকনৈঃ।
জহারমত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো দৃশাং দদচ্ছ্রীরমণাত্মনোৎসবম্‌॥
দৃষ্ট্বা মুহুঃ শ্রুতমনুদ্রুতচেতসস্তং তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ
আনন্দমূর্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধং হৃষ্যত্ত্বচো জহুরনন্তমরিন্দমাধিম্‌॥

(১০।৪১।২৫-২৮)

'রটিল মথুরাপুরে মুখে মুখে এল এল ঐ শ্যামল হরি!
পুরবাসিনীরা ধায় বাতায়নে বিহ্বলা সম—কেহ বা পরি'
বাহুর বলয় চরণে, কটির মেখলা দুলায়ে কণ্ঠে কেহ
একখানি কঙ্কণ পরি' ধায় রাজপথে হায় ছাড়িয়া গেহ!
নীবিবন্ধন খসে···অঞ্জন একটি নয়নে পরিয়া ছুটে
একটি নূপুর পরি' কেহ ধায়—বসন ভূষণ ভূতলে লুটে···
ছাড়িয়া অঙ্গরাগ কেহ ধায় বিনা প্রসাধনে না করি' স্নান···
অশন শয়ন ছাড়ি' কেহ ধায়, কেহ ধায় ছাড়ি' স্তন্যদান
সন্তানে তার—রাখি' গৃহকাজ লঙ্ঘিয়া গুরুগঞ্জনায়
পুষ্প বিছায় কেহ বা ধুলায় যেথা দিয়ে চিরকিশোর যায়—
দ্বিরদের সম দুলি' দুলি' মুখে হাসি ঝরে মুখে মরি মাধুরী!
চাহনি চপলে কমলামোহন ললনার মন করিয়া চুরি!

ভাগবতী কথা

কেহ ছিল পথ চেয়ে বহুদিন শুনি' অনুদিন বঁধুর কথা,
লভি' সে-হরির হাসি-কটাক্ষ-সুধা-সিঞ্চন না-বলা ব্যথা
স্নিগ্ধিয়া—বরি' দৃষ্টির পথে আনন্দময়ে, করি' ধারণ
শ্রীকান্ত প্রেমপাত্রে আপন অন্তরে—করে আলিঙ্গন।

কেবল একটা কথা। এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে নারী-চরিত্রের উচ্ছলতার মধ্যে দিয়ে ভাগবতকার কোথাও ফোটাতে চান নি প্রাণশক্তির উদ্দামতার মহিমা—সর্বত্রই দেখাতে চেয়েছেন যে, যে-প্রাণশক্তির ধর্ম মনকে তীর্থমুখিতা থেকে ভ্রষ্ট করা সেই একই প্রাণ-শক্তি শুধু সুন্দর নয়, পথের পাথেয় হ'য়ে ওঠে যদি একবার কোনোমতে তাকে ভগবন্মুখী করতে পারা যায়। তাই নারীহৃদয়ের সিন্ধুলীলা তিনি এঁকেছেন সেই নারীনাথের মহিমা ফোটাতে যাঁর পূর্ণিমা-অভ্যুদয়ে রমণীহৃদয়ে প্রেমের জোয়ার ওঠে জেগে। কাব্য তাঁর কাছে হয়েছে এ-লক্ষ্যভেদের একটি অপূর্ব সায়কমাত্র, লক্ষ্যরূপে গণ্য করার কথা তাঁর মনেও হয়নি। তাঁর মন-যে ছিল "শরবৎ তন্ময়" সেই বিশ্বকান্তের পরম নিশানার ধ্যানে যাঁর উদ্দেশে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ ভক্তের অভিসারিকা রাধা-হিয়া গেয়ে এসেছে অশ্রুসাগরের নীলকল্লোলে :

প্রেমদঞ্চ মে কামদঞ্চ মে বেদনঞ্চ মে বৈভবঞ্চ মে।
জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে দৈবতঞ্চ মে দেব নাপরম্ ॥

ইতি। ২০।১১.৪৫।

পুনশ্চ। আমাকে এখানে একটু ভুল বুঝবার সম্ভাবনা র'য়ে গেল। তুমি ভুল বুঝবে না জানি, তবু অনেকে বুঝতে পারেন তাই পুনশ্চ টানতে হ'ল।

একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, ভাগবতকার নারীকে সাধন-পথের বাধা ব'লে কোথাও প্রচার করেন নি। কিন্তু যেখানে করেছেন সেখানে দেখতে হবে কার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন ও কাকে বলেছেন। দশমস্কন্ধে পরীক্ষিতের দুর্নীতি সম্বন্ধে প্রশ্নে শুকদেব বলেছেন যেটি ভাগবতের একটি গভীর বাণী যে, এক নীতি সবার জন্যে নয় এবং দুর্নীতি ব'লে কোনো সার্বজনীন বাঁধাধরা ছাপমারা আচরণ নেই—তেজস্বীরা

ধর্মব্যতিক্রম করেন ও তেজস্বী ব'লেই তাঁদের এ-অধিকার আছে "তেজীয়সাং ন দোষায়"। এ কথা ব্যাসদেব মহাভারতেও বলেছেন অনুশাসন-পর্বে কুন্তীর কানীন পুত্র-সম্পর্কে যে, কুন্তীর ক্ষেত্রে এতে দোষ হয় নি (কী সর্বনেশে কথা !) যেহেতু

সর্বং বলবতাং পথ্যং সর্বং বলবতাং শুচিঃ।
সর্বং বলবতাং ধর্মঃ সর্বং বলবতাং স্বকম্ ॥

বলবানের পথ্য সবি হয়,
বলবানের অশুচি কী বা আছে ?
বলবানের ধর্ম অক্ষয়
বলবানের সকলি ভবে সাজে।

(অবশ্য এখানে বলবান্ বলতে বাহুবল উদ্দিষ্ট হয় নি—আত্মিক বলের কথাই বলা হয়েছে যে-ভাবে উপনিষদ এ বিশেষণটিকে ব্যবহার করেছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—আত্মা তার লভ্য নয় যে নয় বলবান্)।

মহাবাণীময় সব গ্রন্থেই অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী নীতি বা বিধান মেলে এই জন্যেই যে, মানুষ সবাই এক ছাঁচে ঢালা নয়। ছোট যাদের দিগন্ত তারা সব মানুষকেই শিশু মনে ক'রে কিণ্ডার-গার্ডেনের কথামালার অথবা 'জয় ব্রহ্ম জয়ে'র অদ্বিতীয় পাঠ দিতে পারে, কিন্তু গোপালরূপী সুবোধ-বালকদের জন্যে স্থাপিত অবোধ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অদ্বিতীয় শিশুপাঠ হিসেবে ব্যাসদেব ভাগবত প্রণয়ন করেননি। এও আমি বলেছি যে ভাগবতের মূল সার্থকতা এর কাব্যত্বে নয়—বেদত্বে। এ হেন জীবনবেদে নানা অধিকারীর জন্যে নানা উপদেশ, নানা আর্তের জন্যে নানা ঔষধ নির্দিষ্ট হ'তে বাধ্য—না হ'লে নানা-মুখী লোকের মুখ ফিরবে কেন ভাগবতের পানে ? কাজেই সেখানে, ধরা যাক্, অবধূত সন্ন্যাসীদের জন্যে মুনিকে এমন বিধানও দিতে হ'ল :

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেৎ দারবীমপি।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ॥ (১১।৮।১৩)

ভাগবতী কথা

অর্থাৎ সাধু, সাবধান !—

যুবতীর দারুময়ী প্রতিমাও কভু ভুলে করিও না পরশন তব চরণে :
করিলে মজিবে—যথা মজে করী করিণীর অঙ্গ-পরশনের উন্মাদনে।

খট্‌কা লাগে বৈ কি—ইনি কি সেই ভাগবতকার যিনি রাসলীলায় বা কুব্জার গৃহে কৃষ্ণের ফুলশয্যা-বর্ণনায় দোষ দেখেন নি? কিন্তু এখানে আমাদের আধুনিক মন ঘা খায় বোধ হয় প্রধানত এই জন্যে যে, আমরা এ-যুগে স্বতঃসিদ্ধের মতন ধ'রে নিয়েছি যে পরম সত্য হ'ল এই বাণী যে, সব মানুষই সমান ও পরম মিথ্যা হ'ল সেকেলে অধিকারিভেদের বৈষম্যবাদ। কিন্তু বিশ্বরচনার হাজারো ভেদছন্দের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের জন্যেই-যে অধিকারিভেদে পথ্যভেদের ব্যবস্থা হয়েছে এই কথাটি উপলব্ধি না করলে পুরাগ্রন্থের অনেক বাণীই কানের মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে বাধা পাবে। তাছাড়া আর একটি কথাও এ-সম্পর্কে মনে রাখতে হবে : যে, ভাগবতকার নীতিপাঠও দিয়েছেন বটে, কাব্যরচনাও করেছেন অজস্র সম্ভারে—কিন্তু তবু তিনি শুধু সমাজপতি বা কবিই ছিলেন না—সব আগে তিনি দ্রষ্টা ধ্যানী ঋষি। সুতরাং তিনি তাঁর শিখর-চেতনার উচ্চভূমি থেকে দেখেছিলেন যে, সত্যের উপলব্ধি জীবনবিকাশের নানা-স্তরে নানান্ রূপ নিতে পারে। চেতনার এ-স্তরে সত্যের যে-আত্ম-উন্মোচন ও-স্তরে তার সে-আত্ম-উন্মোচন নয়। তাই কৃষ্ণ ভাগবতে নানা লোকের সঙ্গে নানা ছন্দে কথা কয়েছেন। ব্রাহ্মণপত্নীরা যখন এল অভিসারে দিলেন তাদের ফিরিয়ে গৃহচর্যাই তাদের স্বধর্ম ব'লে। কিন্তু ব্রজবালারা যখন এল তখন তাদের বললেন : "আচ্ছা, বস্ত্রহরণের পর্বে তোমরা যে আমার কথা শুনে লজ্জাবিসর্জন দিয়েছ তাতে আমি প্রসন্ন হয়েছি। এসো তোমরা সামনের রাসপূর্ণিমায় গৃহত্যাগ ক'রে, আমি করব তোমাদের সঙ্গে রাস-লীলা।" নন্দকে দিলেন গুরুর মতন উপদেশ—কী হবে ইন্দ্রের যজ্ঞ ক'রে। অথচ বসুদেবের কাছে এমন নিরীহ গোবেচারি সাজলেন যে, বসুদেব তাঁকে অজ্ঞ ভেবে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করলেন মুনিদের। মুনিরা তো হেসেই খুন : "সামনে স্বয়ং বিশ্বভাবন অথচ বসুদেব

হাতজোড় করছে কি না আমাদের কাছে!—তবে এ-ও ঐ চতুর-চূড়ামণিরই চাতুরি যাঁর এই ব্যবস্থা (১০।৮৪।৩১):

সন্নিকর্ষো হি মর্ত্যানামনাদরকারণম্।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাম্ভস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে॥

নিয়ত যার কাছে মানব রহে—তার আদরণীয়তার হারায় জ্ঞান:
গঙ্গাতীরে বাস যাদের তারা চায় অন্য জলে গায় শুদ্ধি-স্নান!

অর্জুনকে উস্কে দিলেন যে, দ্রৌপদীর পায়ে অশ্বত্থামার মুণ্ড উপহার না দিলে ভালো দেখাচ্ছে না, আবার দ্রৌপদী যখন অশ্বত্থামাকে ক্ষমা করল তখন যে-দ্ব্যর্থক হাসি হাসলেন তার ভাবখানা: "সাবাস"! উদ্ধবকে বললেন গৃহস্থাশ্রম ছেড়ে বদরীনারায়ণে প্রব্রজ্যা নিতে, আবার নিষ্কাম ভক্ত প্রহ্লাদকে বলা হ'ল বিয়ে থা ক'রে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে। এধরণের উল্টোপাল্টা কথা শুনলে মনটা একটু উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে যায় বৈ কি। অর্জুন কি সাধে বলেছিলেন: "দোহাই প্রভু, বুদ্ধিকে আমার বিহ্বল কোরো না!"

পড়তে পড়তে থেকে থেকে মনে হ'ত আর একটা ছবি: মহাভারতে শান্তি পর্বে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অর্জুনের তর্ক। যুধিষ্ঠির বললেন—বৈরাগ্যই পন্থা, অর্জুন বললেন: এ কী দুর্বুদ্ধির কথা? আপনি রাজা, রাজধর্মই আপনার পালনীয়—ইত্যাদি। তাতে যুধিষ্ঠির শোধ তুললেন এই ব'লে যে যদিও:

(যুদ্ধধর্মেষু সর্বেষু ক্রিয়াণাং নৈপুণেষু চ
ন ত্বয়া সদৃশঃ কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে)

রণের পরিচালনে আর কর্ম-অনুশীলনে
তোমার সম নিপুণ বীর মিলে না তিন ভুবনে।

কিন্তু হ'লে হবে কি:

(ধর্মং সূক্ষ্মতরং বাচ্যং তত্র দুষ্প্রতরং ত্বয়া
ধনঞ্জয় ন মে বুদ্ধিমভিশঙ্কিতুমর্হসি)

স্থূল যে তব বুদ্ধি ভাই, ধর্ম অতি সূক্ষ্ম,
তাই আমার বুদ্ধি 'পরে হানিলে বাণ রুক্ষ।

এই জন্যেই ভাগবতকার ও অন্য মহাঋষিরা বলেছেন যে শুধু কর্মনিপুণ বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়লভ্য তথ্যজ্ঞান সম্বল ক'রে চললে "মন্ত্রবিৎ" হওয়া যেতে পারে কিন্তু "আত্মবিৎ" হওয়ার আশা দুরাশা।

কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলবার চেষ্টা করি কারণ এ-দুটি শব্দের মধ্যে যে-ইঙ্গিতটুকু আছে সেটি গভীর। ছান্দোগ্য উপনিষদে সপ্তম অধ্যায়ে আছে যে, নারদ মুনি চতুর্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, কালতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা…ইত্যাদি—এমন কি সর্পবিদ্যা পর্যন্ত—আয়ত্ত ক'রেও দেখলেন যে পেলেন না সেই অমৃত-স্বাদ যাতে ক'রে অশোক হওয়া যায়। তাই গিয়ে ধর্না দিলেন সনৎ-কুমারের দুয়ারে : "এতশত বিদ্যায় বিদ্বান্ হ'য়েও আমি বড়জোর "মন্ত্রবিৎ" হয়েছি—"আত্মবিৎ" হ'তে পারি নি আজো। তাই আমি শোকমগ্ন। তবে ভবাদৃশ জনের মুখে শুনেছি আত্মবিৎ-ই পারে শোক উত্তীর্ণ হ'তে—আমাকে নিয়ে চলুন সেই পারে।" * তখন সনৎকুমার তাঁকে একের পর এক পাঠ দিতে লাগলেন—বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ভূমিকার সত্য সম্বন্ধে। সব শেষে পৌঁছলেন আত্মবিৎ-এর ভূমিকায়—যার পরে আর কিছু নেই—সে-ই হ'ল বিখ্যাত "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"…ইত্যাদি।

কিন্তু এই পরম অনুভূতির নাগাল পাওয়া যায় না শুধু মনের নির্দেশ মেনে। কী ভাবে এ-তত্ত্বের অন্তর্গূঢ় জ্ঞানরাজ্যে ছাড়পত্র পাওয়া যায় সে-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Hymns to the Mystic Fire গ্রন্থের ভূমিকায় আলোকপাত করেছেন। তার গোড়াকার কথা এই যে বেদকে বুঝতে হ'লে তার নানা শব্দের চলতি অর্থ ছেড়ে নিহিতার্থে পৌঁছতে হবে যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন "inner meaning" (Foreword, P. XVII). এ-উত্তরণের পন্থাও আছে কিন্তু সে-পথ তর্কের কাঁটাবন নয়। ভাগবত বলছেন চিত্তকে

---

* সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদাস্মি নাত্মবিৎ শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়তু …ছান্দোগ্য (৭।১।৩)

ও ইন্দ্রিয়কে বহুসাধনায় শান্ত করলে তবে পাওয়া যায় সেই সত্যের সত্যকে—কিন্তু "অসৎ তর্ক" করতে না করতে সে সত্য হ'য়ে ওঠে ঝাপসা।* অন্যভাষায়, যুদ্ধে বা কর্মে নিপুণ হ'লে যেমন ধর্মতত্ত্ব বোঝা যায় না তেমনি বিজ্ঞানে বা বুদ্ধিতে কৌশলী হ'লেই ভাগবতী প্রজ্ঞার ভাবগ্রাহী হওয়া যায় না। তোমার Yoga of the Kathopanishad-এর ভূমিকায় একথা তুমি তোমার বলিষ্ঠ ও গভীর আলোচনায় বড় চমৎকার ক'রে দেখিয়েছ :—"··· clarity (of the intellectual sort) though undoubtedly a value, is not the only value," যেহেতু "the true clarity which is of the Spirit is something quite different.....As long as we remain what we are, partial and one-sided beings, so long each step in the direction of intellectual clarity is taken at the cost of a loss of vividness and vitality until we arrive in the end at the state of logic and mathematics, a state like that of distilled water, exquisitely clear but tasteless and sterile."

এই জন্যেই বলেছে "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া —ভাগবত বুঝতে হ'লে ভক্তিরই আশ্রয় নিতে হবে বুদ্ধির বা টীকার নয়। এই ভাবের ভাবুক হ'য়ে যাঁরা ভাগবত পড়বেন—"তার্কিক ও গাণিতিক" মনকে নিরস্ত ক'রে—তাঁরা ভাগবতের ছত্রে ছত্রে পাবেন ভারতের শ্রেষ্ঠ মনের সেই আশ্চর্য আলো যে-আলো নেমেছে ছায়াহীন আলোক-সাম্রাজ্য থেকে। মনের এ-শ্রদ্ধালু গ্রহিষ্ণু দিককে বরখাস্ত ক'রে শুধু তার উগ্র বৈজ্ঞানিক একদেশদর্শিতার পারানি নিয়ে ভাগবত ভাবসিন্ধু পার হ'তে গেলে তার নানা উল্টোপাল্টা তরঙ্গে দিশাহারা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কারণ অধ্যাত্ম সত্য, ভাগবত সত্য পড়ে না সঙ্কীর্ণ নৈতিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যের কোঠায়—একপেশো মন এ-সত্যের বহুমুখিতা ও পরস্পর-বিরোধিতার কেন্দ্রীয় সর্বসমঞ্জস জ্যোতিকে দেখে অন্ধকার—এ হ'ল অধ্যাত্মসাধক মাত্রেরই একটি

* দ্বিতীয় স্কন্ধ—মূল ও অনুবাদ ১৮, ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বহুলব্ধ অভিজ্ঞতা। একথা শ্রীঅরবিন্দের মুখেও শুনেছি, আর একবার নয়—বহুবার। তাঁর Life Divine-এর একটি গভীর উক্তি উদ্ধৃত ক'রেই ইতি করব যাকে ভাগবতের বহুমুখী সত্যের ভাষ্য ব'লে গ্রহণ করলে ভুল হবে না:

"Spiritual truth is a truth of the spirit, not a truth of the intellect, not a mathematical theorem or a logical formula. It is a truth of the Infinite, one in an infinite diversity, and it can assume an infinite variety of aspects and formations: in the spiritual evolution it is inevitable that there should be a many-sided passage and reaching to the one Truth, a many-sided seizing of it; this many-sidedness is the sign of the approach of the soul to a living reality, not to an abstraction or a constructed figure of things that can be petrified into a dead or stony formula. The hard logical and intellectual notion of truth as a single idea which all must accept, one idea or system of ideas defeating all other ideas or systems, or a single limited fact or single formula of facts which all must recognise, is an illegitimate transference from the limited truth of the physical field to the much more complex and plastic field of life and mind and spirit."

(*Vol. II, The Evolution of the Spiritual Man....p. 904*)

উপসংহারের পরেই তো সংহার। তাই আর একটি চিঠি উদ্ধৃত করি। বম্বের বিখ্যাত কে, এম, মুন্সি আমাকে লিখেছেন সেদিন:

My dear Dilip Kumar,

"Your letter was so exhilarating, for after many years it is given to me to have a correspondent with whom I can have some discussion on absolute values. You know when you attempt to make of yourself all the time a Karmayogi, however small, you sometimes lose yourself in a waterless desert. "*Kathayanta Mam Parasparam*" no longer sheds its life-giving sweetness. And thank God, in train going to Delhi I have the time and the solitude to reply to your letter.

ভূমিকা

Yes, I like the Bhagabata immensely—though I read it far back in 1922. It is as much a scripture as poetry—immensely great. Sense and sound and experience blended in harmony, move forward in almost every line—never so much as in the Tenth Canto to produce the finest of literary effect. Moderns have avoided it because it is worshipped as a scripture : such a pity !

The same thing has happened to Sri Krishna. Because he is worshipped as a deity, the modern Westernistic mind is reluctant to look at the picture of perhaps the most triumphantly human of individuals which the imagination of thirty centuries have left to man. When I read the *Mahabharata*, *Bhagavata*, *Harivamsa* and the *Gita*, one after the other—not as a devotee or a mystic but as a student of human nature —the *Man* as He rose before me was perfect and yet so real, that I cried : "God made man but man has made Sri Krishna —what God would be if He were a man." "*Sri Krishnastu Bhagawan swayam.*" is not a mere exclamation of a devotee ; it is that of a creative artist, who surpassing Michael Angelo when he sculptured Moses, could say : "You are God himself. Speak and the world will listen to You till the end of time." The child, the youth, the lover, the wrestler, the friend, the husband, the statesman, the conqueror, the seer and the last of all, triumphant Time : "*Kalosmi loka-kshayakrt pravrddhah.*" Is there an aspect of human nature that has not seen its highest and the most beautiful expression in Him ? I wish some great writer would complete the work of Bankim and give Him back to the moderns as the Man, than whom the conception of Perfection can go no higher.'

Yours very sincerely
K. M. Munshi.

শুদ্ধিপত্র

সংস্কৃত মূল কবিতা বা বাংলা কবিতার প্রথম পংক্তি থেকে পংক্তি গণনীয়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৯	১৫	যাহাতে	যাঁহাতে
৭০	৫	আঁধার	আঁধারে
৭৩	৯	লভিয়া	জপিয়া
৯২	৬	ভূতেষ্	ভূতেষু
১৪৭	১২	বায়ূবুকে	বায়ুবুকে
১৫১	৬	যদি পায়	যদি গায়
১৬২	১০	অর্থ	অর্ঘ
১৬৬	৯	চরণমীয়ূষাং	চরণমীয়ুষাং
১৬৮	১৩	স্ত	স্তা
২১০	২	কহিলা	কহিল
২১১	শেষ পংক্তি	যস্মা	যস্মা
২৫৪	১	মস্তি	মাস্ত

তর্পণ

হে শ্যামল ! চিত্র তব যে-বর্ণে ফুটিল
ভাগবত চিত্রপটে—বর্ণিব কেমনে ?
ভগবান তাঁর কথা কহেন কেবল
ভক্তের শ্রবণে, রূপ তাঁর প্রতিভাত
হয় শুধু প্রাণে তার যে-প্রাণ হয়েছে
মূর্ছনা-মুকুর প্রেম-শরণ-স্পন্দনে।
বুদ্ধির আলোকে নয়—ভক্তিভাষ্যে শুধু
ভাগবত-মর্মবাণী হয় মন্ত্রবাণী
উচ্ছ্বসিত ভক্তমনোমন্দিরে। গভীর
অচন্দ্র নিশীথে দূর অম্বরে নেহারি'
অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ অন্তরের তলে
জাগে যে-ব্যাপ্তির বিভা—(মনে হয় যবে
সঙ্গীত লভিল জন্ম তারা-মৌনতায়)—
শিহরণে তার মনে পড়ে নাথ, তব
বহুমুখী আনন্দের কাহিনী সুন্দর,
কভু স্নিগ্ধ, ম্লায়মান, কখনো প্রবল,
তুঙ্গ হিমাচল কভু, কভু কৃষ্ণায়িত,
দুর্বোধ জলধি সম—গূঢ়, অপ্রমেয় !

ভাগবতী কথা

কে কবে পেয়েছে পার তব হে অপার!
কে শুনেছে স্বর তব হে চিরনীরব!
কে জেনেছে প্রজ্ঞা তব হে বালগোপাল!
যেথায়ই চেয়েছে মন স্থাপিতে তাহার
চিন্তার বিগ্রহখানি নীতির মণ্ডপে,
সহসা পড়েছে ভেঙে সে-বিগ্রহ তার
তোমার প্রশান্ত হাস্যে সর্বদর্পহারী,
গর্বিত সিন্ধুর ঢেউ পড়ে ভেঙে যথা
আকাশের উপহাসে—অম্বু চায় যবে
ধরিতে অম্বরে তার মেলি' উর্মিবাহু!
ভাবে কে তোমারে বলো পেয়েছে ভুবনে
হে অভাবনীয়!—
"করি' অপরাধ যার
দুই চক্ষে ঝরে হায় যশোদা-তর্জনে
শাস্তিভয়ে মুক্তাবিন্দু—ভয় যারে ভয়
করে নিত্য"—গাহে প্রেমে পাণ্ডবজননী!
কী অপূর্ব, মনোহর!—ধায় নন্দরাণী
বাঁধিতে সন্তানে উদূখলে—আছে কোথা
কার গৃহে রশ্মি হেন যে বাঁধিবে তারে
ভুবন বাঁধিল তার প্রেমে যে-মায়াবী—
জগতের নাথ হ'য়ে জগতের দাস,
চিরপিতা হ'য়ে স্নেহভরে চিরশিশু!

তর্পণ

হে চিরকিশোর, চরণের লাস্যে যার
যমুনা শিখিয়া তাল ধাইল উজানে,
শুনিয়া মুরলী যার ধূসর ধরণী
আনন্দ-কদম্ব-রূপে পুষ্পিল পলকে !
হে গোপীবল্লভ, যার তরে সংখ্যাহীন
সতী বরি' অসতীর কলঙ্ক, সহিয়া
চরম লাঞ্ছনা, দলি' নীতির মন্দির
দুর্নীতির অভিযানে—গাঢ় ব্যভিচারে
হ'ল পূজনীয়া সতীদের শিরোমণি
মৃত্যুহীন মহিমায়—ধর্ম যার পায়ে
চাহিল অধর্মদীক্ষা, অধর্ম লভিল
বিচিত্র ধর্মের রূপ : করি' দ্বেষ যারে
লভিল দানব দৈব-সালোক্য মরণে :
রাক্ষসী লভিল দেবকায়া—দিয়া তার
বিষস্তন্য যারে : তুঙ্গ আদেশে যাহার
কুরুক্ষেত্র রণধর্মে অপরূপ যোগ-
দীক্ষায় লভিল নব মন্ত্র সব্যসাচী—
বীরত্বেরে করিয়া নিয়োগ নিমিত্তের
অর্ঘরূপে সাধিল সংহার ধর্মচ্যুত
বন্ধু জ্ঞাতি আত্মীয়ের—বহায়ে রক্তের
সমুদ্র ধরণীতল—প্লাবনে ডুবায়ে
অতীতের রাজ্য নবধর্ম-সংস্থাপনে,
নব হাসি-ঝঙ্কার তুলিয়া হাহাকারে !

ভাগবতী কথা

পার্থের সারথি—রণে, আলয়ে স্বজন,
শয়নে ভাষণে সখা, সাথী—পরিহাসে,
পুণ্যযজ্ঞে—পুরোহিত, জিজ্ঞাসায়—গুরু,
মন্ত্রণায়—মন্ত্রী, প্রেমে চিরভক্তাধীন!
দরিদ্র শৈশববন্ধু এল যবে তার
দ্বারকা-প্রাসাদে—তারে বসায়ে শয্যায়
করিল চরণসেবা রুক্মিণীর সাথে,
দিল দান পরে তারে ঐশ্বর্য অতুল:
প্রহ্লাদে করিল রক্ষা মেলি' অঙ্কখানি
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে গরলে অনলে:
আপন প্রতিজ্ঞা করি' লঙ্ঘন রাখিল
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—নামি' রথ হ'তে ভূমে
ধাইল তাহারে মায়াক্রোধে সংহারিতে
সিংহ যথা ধায় সংহারিতে মাতঙ্গেরে:
তার পরে সে-চিরকুমার যবে হায়
নিলীন শরশয্যায়—রাখিল তাহার
মুমূর্ষু নয়নে আঁখি করুণাকোমল
ভাসায়ে অমৃতস্রোতে তারে—যে তাহার
শ্রীঅঙ্গ ভাসায়েছিল রক্তধারে রণে!
আপনি পুরুষোত্তম হ'য়ে বরিল যে
বিপ্রপদধূলি লোকসংগ্রহের তরে।

তর্পণ

এক হাতে ধ্বংস যার, আন হাতে সুধা,
এক পায়ে দোলে ক্রোধ, আন পায়ে কৃপা,
এক নেত্রে রোষ-অগ্নি, আন নেত্রে প্রীতি,
সুন্দরে করাল, কি বা কঠিনে কোমল !
উপমা-আকুল কবিচিত্ত হিল্লোলিয়া
উঠে যার কীর্তিকলা বর্ণিতে ভাষায়—
কভু অশ্রুরাগে, কভু বিরহ ব্যথায়,
কভু হাস্যে পরিহাসে কখনো সমরে,
সারথ্যে, সাম্রাজ্যে, দৌত্যে, জয়ে-পরাজয়ে,
প্রণয়ে বিহারে কভু, কভু অভিসারে,
কভু নীতিপাঠে এই মহাদীক্ষা দান
করি' দুর্নীতিরো মর্মে : "যিনি নিখিলেশ
নিখিলের নীতি নহে নহে তাঁর তরে ।
পাবক যে ধর্মে তার, করে সে পাবন
অপুণ্যেরে উত্তীর্ণ করিয়া ইন্দ্রজালে
দীপ্তির উপনয়নে দীপদীক্ষাদানে ।"

হে পাপে অপাপবিদ্ধ, তুফানে তারকা,
অকূলে প্রবালদ্বীপ, কঙ্করে পঙ্কজ,
অকিঞ্চন বিশ্বপতি ! সব থেকে তব
নিঃস্বের প্রণয়তরে যে নিত্য কাঙাল !
হে সুন্দর বিভীষণ ! হে অপরাজেয়
চিরপলাতক ! বলো কেমনে তোমার
সাধিবে তর্পণ কবি ? কেমনে গাহিবে

ভাগবতী কথা

ঋষি তব মন্ত্রবাণী? কেমনে ধেয়ানী
ধ্যানে পাবে তব মহা মূর্তি অচিন্তিত?
সিন্ধু বুকে অগণন যত ঝিকিমিকি
দোলে প্রভাতের লগ্নে—বিভূতি তোমার
সংখ্যাহীন তারো চেয়ে! প্রতি আবর্তনে
অবনী আনন্দশঙ্খ ঘোষে যত—তব
দুটি রাঙা চরণের নূপুর-নিক্বণ
করে তারে পরাভব। ঝঙ্কারিত হয়
বিহঙ্গের কণ্ঠে যত কাকলি কূজন,
তব শিশুকণ্ঠলোকে হয় ঝঙ্কারিত
সে-কোটি কাকলি আরো মধুর রণনে।

হে চির-তরঙ্গময় অক্লান্ত অগাধ!
জীবনে বিলাসবন্ধু মরণে কাণ্ডারী!
সখ্য পথে সহযাত্রী, বৈরাগ্যে বরদ।
হে রমণী-রমণীয় নিত্য-ব্রহ্মচারী!
আজি নববর্ষে প্রাণে জাগাও প্রার্থনা:
বিশ্বমাঝে যেন তব বিশ্বাতীত রূপ-
ধ্যানানন্দ-মুখী চিত্ত হয় দিনে দিনে।
ভাষার অতীত যে-গভীর সত্য ডাকে
বাঁশরী-ভাষায় তব, অনুসরি' তারে
পারি যেন বিসর্জন দিতে আপনার
সব ভাষা-বিড়ম্বনা, সব প্রকাশের
অহঙ্কার-সমারোহ আত্মসমর্পণে।

তর্পণ

সর্বশেষে চাই বন্ধু, তোমার চরণে
অশ্রুজল প্রণামে আজ লভিতে তোমার
প্রেমের একটি কণা, রেণুকার রেণু,—
করিয়া অঞ্জন যারে নয়নে আমার
দেখিব বিস্ময়ে : স্পর্শমণি সম তব
প্রণয় মৃন্ময়তারে কেমনে চিন্ময়
করে লহমায়।
বন্ধু ! পেয়েছি তোমার
করুণার বহু স্পর্শ : কভু দেহসুখে,
কভু মানসের ধ্যানে, কভু দয়িতার
অনিন্দিত স্নেহধারে, কভু অপরূপ
মাধুরীর মূর্ছনায়, কভু কবিত্বের
আকাশ-প্রসারে, কভু ছন্দের শিঞ্জনে,
কভু সরলতাভরা শিশুর বিশ্বাসে,
কভু স্নেহময়ী বালিকার কালোচোখে,
কভু বালকের কলভাষে, যৌবনের
যশোদীপ্ত দিগ্বিজয়ে, কভু মহতের
ক্লান্তিহীন প্রাণৌদার্যে, কভু সন্ধানীর
ধীর জিজ্ঞাসায়, সর্বোপরি—দিনে দিনে
আপনারে তীর্থপথে লইতে তোমার
আলোকিত সাম্রাজ্যের অচিন সন্ধানে,
নাহি যার আদি অন্ত পুনরাবর্তন :
আছে শুধু নিত্য নব আশ্চর্য ইঙ্গিত
অভ্রান্তির অভিমুখে—বহু ভ্রান্তিমাঝে।

ভাগবতী কথা

করেছি জীবনে নাথ ভ্রম বহুবার,
পূজায় এসেছে আত্মরতি, নিবেদনে
স্বার্থগূঢ় আকিঞ্চন, আচার্যের পায়ে
প্রণামেও আস্ফালন, সত্য-অন্বেষণে
চাহি' আপনার ইচ্ছাসিদ্ধি—ছাড়ি' তব
ইচ্ছার চরণে নতি—জানি জানি আমি।
তবু অন্তর্যামী, জানো তুমিও একথা :
তোমারে চেয়েছি আমি শুধু তব তরে
তোমারি বেদনা যাচি' সম্পদের মাঝে।
বহু বন্ধু মাঝে বন্ধু, চেয়েছি কেবল
তোমারে বান্ধবরূপে—আর কারে নহে।
বহু পিপাসার ছিল বহু শিহরণ,
শুধু তব তৃষ্ণা ছিল জেগে সেথা বলি'
হয়েছে নির্ঝর-বারি কঠিন পাষাণ,
ভূষণ—চিতার ভস্ম। ছিল কাছে মোর
স্বেচ্ছাবিহারের বহু অবকাশ, শুধু
শুনি' তব নভোবাঁশি ছাড়ি' মমতার
কামনা-নিবিড় চিরচেনা নিকেতন
অন্তর উদাসী হ'ল অচিনের পথে
আধচেনা মনোরথ করিয়া সম্বল,
না জানিয়া—তীর্থাতীত তীর্থে বন্ধু তব
কী চরণ-তীর্থবারি লভিব অন্তিমে।

তর্পণ

জানি না কেমন তুমি। শুনিয়া তোমার
অতুলন ভাগবতী কথা জেগেছিল
শৈশবে দুরাশা নাথ দেখিতে এ-ম্লান
মরণের-লোকে তব মরণবিহীন
বিশ্বরূপ—লভি' যার কণিকা-প্রসাদ
যুগে যুগে হ'ল ধরা বৈরাগী, উদাসী।
দেখিনি তোমারে নেত্রে : আঁকিয়া আল্পনা
শিশু-কল্পনার পটে—উঠেছি উচ্ছলি',
কেন—না জানিয়া। জানো তোমার বাঁশির
মন্ত্র ও মন্ত্রণা তুমি। আমি জানি শুধু—
তোমার মিলন বিনা পার্থিব বিহারে
নাই সুখ, নাই শান্তি, নাই সার্থকতা।
তাই প্রার্থি হে বিচিত্র বাঞ্ছাকল্পতরু,
বরদ অবর্ণনীয়!—দিও দিও মোরে
ঠাঁই শ্রীচরণে তব—বিশ্ব-বৈভবের
রাখি না ভরসা আমি। বিশ্ব-পরাঙ্মুখ
নহি আমি—নহি দুঃখী, নহি ব্যর্থকাম
জীবনের দিগ্বিজয়ে। শুধু প্রভু আমি
জেনেছি যে, বিনা তব প্রেম-স্পর্শমণি
নিত্য স্বর্ণমুঠি হয় ধুলামুঠি—নাই
তোমার আশ্রয় বিনা কোথাও শাশ্বত
আশ্রয় এ-চলাচলে। দুর্যোগে আমার
নাই শঙ্কা : আমি করি শুধু ভয়—পাছে
অভয় তোমার বন্ধু, না বরিয়া আমি

ভাগবতী কথা

স্পর্ধার বিমূঢ় মন্ত্র গণি বীর্য বলি'—
ভুলিয়া যে, শুধু সে-ই বিলায় অভয়
কুড়ায়ে অভয় তব যে হয়েছে ধনী।

চেয়েছি তোমারে নাথ কায়ে মনে প্রাণে
তাই বুঝি, হে দিশারি, দেখায়ে আমারে
দিলে তুমি ধীরে ধীরে—কারে বিত্ত বলে
সত্য বৈষ্ণবের। খুলি' নিযুত বন্ধন
করিলে গ্রহণ মোরে দেব শ্রীগুরুর
চরণে জড়ায়ে—দিয়ে দীক্ষা ছন্দোময়ী
সর্বসমর্পণমন্ত্রে—জগৎপ্রণামে
প্রতি জীবমাঝে হেরি' শিবমূর্তি তব।

এ-জীবনে যদি হায় সে-মূর্তি তোমার
দেখিতে না পাই, চাই এই বর আজি—
অন্য কোনো মূরতির সুলভ প্রসাদে
না মজে অন্তর যেন। দিও যদি চাও
দুঃখ—দিও দিও পরাজয় প্রতিভার,
চাও যদি এনো অনাদর সর্বমাঝে, ,
শুধু মোরে লক্ষ্যলীন রেখো তব পানে,
শুধু তব আলোব্রতী রহে যেন হিয়া
সুদূরের সূর্যমুখী জীবনে মরণে
সর্বহারা প্রশ্নহীন ঐকান্তিকতায়,
ভাগবত বিকাশের বৈষ্ণব বন্দনে।

নববর্ষ, জানুয়ারী, '৪৫

চরণ-বন্দনা

(লঘুগুরু ছন্দ) *

কান্ত ! তব চরণ করি বন্দনা—ভ্রান্তি দলি'
যে অমল শান্তি পরকাশে।
এস করুণাময় বিভাসি' সে-চরণরবি
যার সুখ নিশির দুখ নাশে।

প্রাণমন উছলি' তব চরণসুর সাধিবে
গাঁথিবে মরম মণি-মালা।
ঢালিবে দেহ তব চরণযুগছায় প্রিয়
তার যত তাপন নিরালা।

মেঘ-অভিমান যত নিয়ত ছলি' অন্তরে
চিরন্তন চরণ তব ঢাকে,
দূর কর ভাতি' অমিতাভ সে-কিরণময়
চরণছবি মরণজয়-রাগে।

নিরখি' মুখকমল তব বেদ তবু চায় প্রভু
যে-চরণ শরণ-অভিলাষে,
যার মধু-উৎস বঁধু নির্ঝরিল জাহ্নবী
প্রার্থি সে চরণ উচ্ছ্বাসে।

* তৃতীয় স্কন্ধে দেবগণ নারায়ণকে যে স্তব করেন উপজাতি ছন্দে "নমাম তে দেব পদারবিন্দং…" তার অনুবাদ ২৬, ২৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। এটি গান—সেই ভাবেরি অনুভাবে।

স্তব

বর্হাকল্পং ত্রিভঙ্গং নবঘনরুচিরং শ্যামলং বেণুপাণিং
চঞ্চৎকেশং সহাসং শতদলনয়নং চন্দনাঙ্কাননাজম্ ।
লীলাপদ্মাবতংসং দিনকরবসনং বিভ্রতং বৈজয়ন্তীং
গোপীকান্তং কিশোরং নটবরবপুষং নৌমি কৃষ্ণং ব্রজেশম্ ॥

কালিন্দীতীরশস্পে নবরবিকিরণে নীপমূলে সুবাতে
সব্যে পাণৌ চ বেণুং কটিতটনিহিতে শৃঙ্গযষ্টী বহন্তম্ ।
আভুঞ্জানং সুহৃদ্ভিঃ সুপরিণতফলং চারয়ন্তং মুদা গাঃ
সাঙ্গোপাঙ্গৈঃ পরীতং হলধরসহিতং নৌমি কৃষ্ণং ব্রজেশম্ ॥

স্তব্ধীভূতা প্রকামং খরতরযমুনা বর্ষসংরম্ভনীরা
ত্যক্তাহারং প্রচারে বিনিমিষনয়না ধেনবো হৃষ্টবালাঃ ।
বল্লবো ধাবমানা বিগলিতরশনা গুঞ্জিতং মঞ্জুতানং
শ্রুত্বা বেণোর্যদীয়ং সুললিতমধুরং নৌমি কৃষ্ণং ব্রজেশম্ ॥

নৃত্যন্তং কালিয়াখ্য-প্রলয়বিষধরচ্ছত্রদত্তাঙ্ঘ্রিযুগ্মং
যামুন্যোঘে বিষাক্তে করধৃতমুরলীং লীলয়া বাদয়ন্তম্ ।
নাগস্ত্রীণাং সমস্তাদ্বিধুরনতদৃশাং বন্দিতং কাতরোক্ত্যা
জাতোৎকণ্ঠান্তরঙ্গৈঃ সভয়নিশমিতং নৌমি কৃষ্ণং ব্রজেশম্ ॥

স্নিগ্ধচ্ছায়া নিকুঞ্জে নভসি দিনগমে নীলকণ্ঠৈ রুবদ্ভি-
শ্ছন্নোপান্তে তমালৈঃ সজলজলধরশ্ছিন্ন-চন্দ্রাংশুজালে।
দোলারূঢ়ং সরাধং চপলযুবতিভির্দত্তদোলং সতালং
শিঞ্জালঙ্কারনাদৈর্জলজনলভূজৈর্নৌমি কৃষ্ণং ব্রজেশম্ ॥

বৃন্দারণ্যে প্রশান্তে বিগতঘনশরৎ পূর্ণশীতাংশুরম্যে
নৃত্যন্তীনাং সখীনাং সুরভিতযমুনাবাতবানীরকুঞ্জে।
আভীরীণাং সরাগৈর্নয়নশতদলৈরর্চিতাঙ্গং নটন্তং
রাসোল্লাসে লসন্তং যুবতিশতবৃতং নৌমি কৃষ্ণং ব্রজেশম্ ॥

অমিতরুচিরকান্তির্মোহনো বিশ্বমূর্তে-
র্জিতনিখিলসুরারির্মোচকো দুর্গতানাম্।
অখিলনিগমবেদ্যো ব্রহ্মভাসোজ্জ্বলাঙ্গো
জয়তি জয়তি কৃষ্ণঃ পাতু গোপীশ্বরো নঃ ॥

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

Almora—26. 10. 46

My dear Dilip,

Thanks so much for sending me the proofs of your Bhagawati Katha. It is a book which I am sure will be a joy to many who are looking for the eternal Star which may guide them in the stormy sea of our present world. In the whole body of the Hindu scriptures I do not know of any book that is the equal of the Bhagawata—at least, to put it personally. there is none that has been such a profound and continuous source of inspiration to me. It was the first book I read with my Guru, and also the last ; from the very first time I read it, almost spelling my way through a Hindi translation, I knew that here was what I had sought, the one fixed point in the ever-changing flux of joy and sorrow, success and failure, life and death. True indeed are the words in its concluding chapter :

"The stars of other Puranas shine in the assemblies of the wise so long as the sun of the Bhagawata has not risen into view. It contains the heart of the Upanishads and none who has once slaked his thirst in its living essence will ever care to seek it elsewhere."

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে ।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্ ॥
সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে ।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ ॥

Out of a matrix of the calm Upanishadic wisdom shines forth its twelve-petalled Lotus, the marvellous Lotus of the heart. May your book help many to perceive its gleaming beauty.

Sri Krishnaprem

ভাগবতী কথা

দিনাদৌ মুরারে নিশাদৌ মুরারে
দিনার্ধে মুরারে নিশার্ধে মুরারে।
দিনান্তে মুরারে নিশান্তে মুরারে
ত্বমেকো গতির্নস্ত্বমেকো গতির্নঃ॥

অরুণ উষায় তুমি হে মুরারি,
করুণ নিশায়ো তুমিই হরি।
দিনের অর্ধে যে-তুমি দিশারি
নিশারো অর্ধে তারেই স্মরি

দিনান্তে নমি তোমারে অপার!
তোমারেই নমি নিশান্তেও।
তোমা বিনা বলো কোথা গতি কার
প্রলয়ে কোথায় অভয় গেহ

প্রথম স্কন্ধ

বিরহ কমণ্ডল কর লিয়ে, বৈরাগী দোউ নৈন।
মাগেঁ দরস মধূকরী, ছকে রহেঁ দিন রৈন ॥

কবীর হঁসনা দূর করু, রোনেসে করু চীত।
বিন রোয়ে ক্যোঁ পাইয়ে প্রেম পিয়ারা মীত ॥

বিরহ আমার ভিক্ষাপাত্র, নয়ন সে বৈরাগী,
প্রিয়ের দরশ ভিক্ষা-অন্ন—শূন্য ভরিবে না কি ?

কহিল কবীর : "দূর করো হাসি জপিয়া অশ্রুমালা,
প্রেমের বঁধু সে পায় কি জানে নি হায় যে বিরহ-জ্বালা ?"

— কবীর

ভাগবতী কথা

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতম্ ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥
(১।৩)

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্ ।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥
যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥
(১।১৫, ১৬)

শুকদেবের শ্রীমুখ হ'তে ঝরিল ধরা'পরে
অমৃতময় ভাগবতের যে-বাণী নির্ঝরে,
পুণ্য মহাকল্পতরু বেদের ফলসুধা :
মুহুর্মুহু করিয়া পান মিটাও চির-ক্ষুধা
রসিক সুধী ভাবুক সবে, শুন হে সমসুখে
সাধনপথে সাধনশেষে এ-কথা যুগে যুগে।

(১।৩)

এ-ঘোর সংসারে মুহ্যমতি জনও যাঁহার নামে হয় মুক্ত পলে,
যাঁহারে করে ভয় আপনি ভয়—যাঁর চরণ-আশ্রিত যোগী ও মুনি
পরশে তাহাদের নিমেষে করে পাপীতাপীরে অমলিন (গঙ্গাজলে
বহুস্নানে হয় যে-পাপবিমোচন)—পুণ্য কীর্তন তাঁহার শুনি'
শুষ্ক কোন্ প্রাণ উছসি' উঠিবে না ? নিখিলতাপহরা অমৃতবাণী
করিয়া পান কোন্ শুদ্ধিকামী নাহি গাহিবে :

"আপনারে ধন্য মানি ?"

(১।১৫, ১৬)

মূঢ় দর্শক জানে না নটের সুকুমার অভিনয় যেমন
কোন্ সঙ্কেতে কিসের আভাস দেয় সে-নটেশ বিচক্ষণ,
বিনা জ্ঞান শুধু নিপুণ তর্কে তেমনি বচন মনে কেবল
পায় না কেহই লীলাভাস তার নামরূপে যার লীলা উছল।
চরণকমলগন্ধ তাহার ঐকান্তিক প্রাণসাধনে
সরলের পথে বরিল যে—শুধু সে জানে অপার চিরন্তনে।
(৩।৩৭, ৩৮)

বসনহীনা অপ্সরারা তড়াগে করে স্নান,
নগ্ন শুক নির্বিচল পশিল সরোবরে :
অপ্সরারা করে না তবু বসন পরিধান,
বেদব্যাস আসিলে তারা লাজে বসন পরে।
শুধায় ব্যাস : "নগ্ন নহি পুত্র শুক হেন,
তাহারে দেখি করিছ কেলি তেমনি স্নানরতা :
আমারে দেখি' লজ্জামুখী বসন পরো কেন ?"
কহিল তারা : "তোমার মনে এখনো জাগে সদা
কে নারী কে বা পুরুষ—তব তনয় উদাসীন,
নারী ও নরে করে না ভেদ—ব্রহ্মে মন লীন।"
(৪।৫)

ঊর্ধ্ব হ'তে গাঢ় নিম্নে যে-সুখের, চিরোপলব্ধির মিলে না দিশা
তাহারি তরে সুধী সাধন সাধে, বৃথা বিষয়সুখ আশা দুঃখ প্রায়
কালের নির্দেশে আসিয়া যায় ফিরে, মিটে কি ভোগে কভু কামনাতৃষা ?
শুধু মুকুন্দের চরণালিঙ্গনে জন্ম হ'তে জীব মুক্তি পায়।
(৫।১৮, ১৯)

ত্রিবিধ তাপ জীবনে সেই কর্মে দূর হয়
ভাবিত যাহা ঐশভাবে—আত্মপর নয়।
সেবনে যার এ-দেহ হয় রুগ্ন জর্জর
অনুপানের সাথে মিশালে হয় সে রোগহর।
তেমনি যত কর্ম বাঁধে কর্মফলে নরে
বাঁধন নাশে সমর্পিত হ'লে পরাৎপরে।
ভগবানের প্রীতির তরে কর্ম সাধি যবে
ভক্তিপূত জ্ঞানেরে পাই তাহারি বৈভবে।
শিষ্ট করে কর্ম লভি' আদেশ বিষ্ণুর
জপিয়া নাম, স্মরিয়া রূপ, গাহিয়া তাঁরি সুর।
(৫।৩২-৩৬)

ব্যাসের প্রতি নারদ ঃ

শ্রীহরির পদাম্বুজ করিতেছিলাম ধ্যান আমি
অশ্রুনেত্রে বিরহব্যথায়—হেন কালে অন্তর্যামী
দিলেন দর্শন তাঁর ভাবে-অভিভূত মোর মনে,
সেই অপরূপ প্রেমশিহরণে আনন্দপ্লাবনে-
মগ্ন মর্মতলে মোর হ'ল লীন সর্বভেদজ্ঞান
উপাস্য উপাসকের—অবর্ণ্য সে-চেতনা অম্লান!
তার পরে সেই আবির্ভাব হ'ল অন্তর্হিত হায়,
না দেখিয়া সে-অশোক রূপ আমি তীব্র বেদনায়
উঠিয়া আসন হতে করিলাম তাঁরে অন্বেষণ
অতৃপ্ত শিশুর ম'ত অন্তরে বাহিরে অনুক্ষণ।
শুনিলাম সুগম্ভীর স্নেহময় স্বরে সান্ত্বনার
কে যেন কহিল : "বৎস, এজন্মে আমার দেখা আর

লভিবে না মর্ত্যে তুমি। সুদুর্লভ আমার দর্শন :
বিনা পূর্ণচিত্তশুদ্ধি যোগী ঋষি সুচির-মিলন-
বর নাহি পায় মোর। দিয়েছি দর্শন একবার
জাগাতে আকাঙ্ক্ষা তব। চাহে নিত্যমিলন আমার
যে একাগ্রচিত্ত সাধুগণ—তারা সাধে ধৈর্যব্রতে
সর্বকামনার লুপ্তি হৃদয়ের সর্বস্তর হ'তে।
(৬।১৭—২৩)

ভব-পারাবারে লালসা-তুফানে কাঁদে যারা দিশাহারা
শ্রীহরির লীলাকীর্তনে পায় সাক্ষাৎ তরী তারা।
যম প্রাণায়াম ধ্যান ধারণার পথে বহু সাধনায়.
কাম লোভ আদি রিপুর পীড়ন হ'তে লভি' মুক্তিরে
বহু অসাধ্য-সাধনেই তবে যোগী যে-শান্তি পায়
শুধু মুকুন্দসেবায় ভক্ত তাহারে জিনে অচিরে।
(৬।৩৫, ৩৬)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তী :

যে-লীলারে নাথ দেখি এ-নয়নে, তাহার অন্তরালে
আসীন যে-লীলানিয়ন্তা—যার গূঢ় অলক্ষ্য তালে
চলে এ-প্রকৃতি, সে-আদিপুরুষ তোমারে প্রণাম করি
অন্তরে তুমি অন্তরযামী, বাহিরেও তুমি হরি।
নয়ন যখন মুগ্ধ নটের দেখি' রূপ অভিনয়,
নটের রূপ যে স্বতন্ত্র—তার পায় কি সে পরিচয় ?
তেমনি যখন মুগ্ধ আমরা দেখি নাথ, তব মায়া
দেখি না তোমারে মায়েশ, এ-লীলা যাহার কায়ার ছায়া।
যুগ যুগ ধরি' তপস্যা করি' যারা নির্মলমতি,
তারাও তোমার জানে না স্বরূপ যোগী ঋষি মুনি যতি।

হেন অপরূপে কেমনে স্বরূপে চিনিব অবলা আমি?
তবু চাই দেখা—ভক্তি আমার সঁপিতে চরণে স্বামী!
নমো নমো প্রভু কৃষ্ণ তোমারে বাসুদেব নমো নমো।
দেবকীতনয় নন্দদুলাল, নমো নমো নিরুপম!
নমো পঙ্কজনাভ পঙ্কজমালী! ভ'রে ওঠে বুক
নমিতে তোমারে পঙ্কজাক্ষ, পঙ্কজপদযুগ।
মুক্ত করেছিলে জননীদেবকীরে কংসকারাগার হ'তে যেমন,
পুত্রগণ সহ আমারে বহুবার করেছ দুখ হ'তে তুমি তারণ,—
অগ্নি হলাহল দৈত্য রাক্ষস দ্যূতসভায় ঘোর বনবাসে,
দারুণ মহারথী আক্রমণ হ'তে দ্রৌণি-অস্ত্রের সন্ত্রাসে।
তাই এ-প্রার্থনা জানাই শ্রীচরণে: বিপদে যদি তব দরশ পাই
বিপদে রেখো মোরে জনম জনমান্তরে হে নাথ, আর কিছু না চাই।
চাহি না সম্পদ সুরূপ কুল মান—শ্রীমন্তেরা ভবে গরবে হায়
পারে না ডাকিতেও তোমারে, শুধু নাম অকিঞ্চনই তব পরশ পায়
অকিঞ্চনই যার বিত্ত, এ-লীলায় ত্রিগুণাতীত প্রভু আত্মারাম
মুক্তিদাতা, চিরশান্ত অনাহত—রাতুল শ্রীচরণে তব প্রণাম।
লীলার পার তব চির-অচিন্ত্য হে কেহ কি পায় কভু যাহার নাই
ভুবনে দয়িত বা শত্রু কেহ?—তবু পক্ষপাত তব আমরা চাই—
জন্মরহিত-যে জনমে যুগে যুগে পশুরো বিগ্রহে তবু—সেথায়
সে-হীন রূপ ধরি' তারেই অনুকরি' পরমানন্দে যে রাজে ধরায়!
হৃদয়ে জাগে নাথ আজিকে তব সেই জননীভয়ে দুটি ভীত নয়ন
করিয়া অপরাধ লভিবে আজি কোন্ শাস্তি ভাবি' ম্লান নত আনন—
কি ছবি অপরূপ! অশ্রুসাথে কালো কাজল মিশি' ঝরে! ভয়ও যারে
নিয়ত করে ভয়—তাহার একী ভয়! তোমারে ভাবিতেও মন যে হারে!
পাণ্ডু যদুকুল তোমারি গৌরবে গরবী—তোমা বিনা সবে অনাথ,

ভাগবতী কথা

যেমন প্রাণ বিনা দেহের ইন্দ্রিয়—সূর্যহারা বলো কোথা প্রভাত?
তোমারি নাথ ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ অসীম চরণের সুখছায়ায়
রেখেছ বলি' শোভে রাজ্য আমাদের,
তোমার তিরোধানে শোভা কোথায়?
নিখিল জনপদ, রসাল ফল, ফুল ওষধি গিরি বন নদী সাগর
তোমারি নয়নের আলোকে মঞ্জরে হে চিরবিকাশের দীপঙ্কর!
শেষ এ-প্রার্থনা তাই জগন্নাথ! —ছিন্ন করো মোর মমতাপাশ:
গঙ্গা যথা ধায় সাগরমুখী—হোক তোমাতে শুধু মোর প্রেমোচ্ছ্বাস।

(৮।১৮-২৭, ২৯-৩১, ৩৮-৪২)

পাণ্ডবদের প্রতি ভীষ্ম:

পবন-পরাধীন যেমন জলধর, তেমনি দুখসুখ কাল-অধীনঃ
তুচ্ছ কীট হ'তে ছত্রপতি চলে কালেরি নির্দেশে রজনীদিন।
নহিলে যেথা রাজা ধর্মসুত, ভীম যেথায় গদাপাণি অকুতোভয়,
ধনুক গাণ্ডীব, ধানুকী অর্জুন, কৃষ্ণ সখা—সেথা বিপদ রয়?
শুনাব কোন্ বাণী জ্ঞানের হে রাজন্! হরির লীলা কেহ জানে কি হায়?
মনীষী যোগী কবি মুগ্ধ বিস্ময়ে যাহার স্বরূপের জিজ্ঞাসায়!

(৯।১৪-১৬)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরশয্যায় ভীষ্ম:

(পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ)

আপনি রহি' যে আসীন নিত্যানন্দে
করে জীবনসিন্ধু উছল খর তরঙ্গে,
বিগত-তৃষ্ণা অন্তরে প্রেমমন্ত্রে
তারি চরণতীর্থ যাচি আমি নিঃসঙ্গে।

প্রথম স্কন্ধ

ত্রিভুবনে যাঁর ঝলে অপরূপ বর্ণ
মরি পীত-অম্বর কম কুন্তল কান্তি!
সুন্দর নীলতনু যে চিরশরণ্য
তারি প্রার্থি চরণে মরণমিলনশান্তি।

বহিল রণে তুরঙ্গ-ধূলি যে অঙ্গে
মরি মুখমণ্ডলে মঞ্জুল স্বেদবিন্দু!
আমারি শায়কে ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে
আজি আমারে চরণ দিল সে-করুণাসিন্ধু!

আলোক-দিশারি আঁধার কুরুক্ষেত্রে
শুনি' যাহার তুঙ্গ গীতার গগনশঙ্খ,
মলিন ক্লৈব্য লীন—সে-অরুণনেত্রে
রাখি' নয়ন—তাহার চরণে আমি অশঙ্ক।

নিজ প্রতিজ্ঞা করিল যে-হরি লঙ্ঘন
শুধু আমার প্রতিজ্ঞারে না করিতে ভঙ্গ।
চক্রহস্তে ত্যজিল তাহার স্যন্দন
ঘোর সিংহের সম সংহারিতে মাতঙ্গ,

আমারি তীক্ষ্ণ শরজালে শোণিতাক্ত
বেগে ধাইল যে রোষে করিতে আমারে ধ্বংস,
আজি সম্মুখে দাঁড়ায়ে সে-করুণার্দ্র
যার তনুতে আঘাত করিনু আমি নৃশংস।

চিনিয়া যাহারে জিনিল পার্থ বন্ধন,
শুধু দরশনে যার রণাহত উদ্‌ভ্রান্ত
সবে অন্তিমে লভিল স্বরূপনন্দন,
যাচি চরণে তাহার শরণাগতি একান্ত।

রবি যথা কোটি আঁখির জ্যোতিনিয়ন্তা,
রহি' আপনি অদ্বিতীয় অলিপ্ত মুক্ত,
কোটি হৃদে দোললীলার যে অনুমন্তা,
লভি' সে-একেশে মোর সব ভেদমোহ লুপ্ত।
(১৷৩২-৩৯, ৪২)

নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে অলিন্দচারিণী
কুরুরাজরমণীদের জল্পনা :

করিল যে নামরূপের সৃজন অগণন জীব হ'য়ে,
আপন ছন্দ করালো প্রণীত ঋষির মন্ত্র ল'য়ে,
মায়া যাঁর ঢাকে জীবের চেতনা, প্রকৃতি শক্তি যাঁর
লীলার নিলয়—ইনিই সে-বিভু কৃষ্ণ জগতাধার।

বিবেকী যোগী তপস্বীরা জিনি' প্রাণবায়ু ইন্দ্রিয়
ভক্তি-অমল উছাসী চিত্তে লভে যাঁরে বরণীয়,
তনুমন হয় শুদ্ধ নিমেষে করুণাপরশে যাঁর
ইনিই সে চির-অচিন্ত্য নাথ কৃষ্ণ জগতাধার।

প্রথম স্কন্ধ

শ্রুতি সংহিতা প্রেমের, জ্ঞানের ঝঙ্কারে স্বর্গীয়
বহি' আনে যাঁর শুভবাণী মনোমোহন অতুলনীয়,
বিশ্বের যিনি স্রষ্টা, হন্তা, তারক, কর্ণধার
চির-অলিপ্ত—ইনিই সে-প্রভু কৃষ্ণ জগতাধার।

অধর্ম হ'লে ব্যথিত যবে নৃশংস রাজগণ
তামসমগ্ন—কীর্তি-অরুণে উজলি' যে ত্রিভুবন
ধরে নরতনু হ'য়ে দয়া-রূপ-সত্যের অবতার
যুগে যুগে সখী, ইনিই সে-ত্রাতা কৃষ্ণ জগতাধার।

রমণীজনম ব্যথাসম্বল, পরাধীন, দুর্বল,
করিল তারাই এ-অকৃতার্থ কুলের মুখোজ্জ্বল
হৃদয়ে যাদের আনন্দমণি মিলায় অপারে পার
আলয়ে যাদের প্রেমের অতিথি—কৃষ্ণ জগতাধার।

(১০।২১—২৫,৩০)

দ্বারকাবাসীদের শ্রীকৃষ্ণস্তব

চরণকমল নমি হে অমল, দেবতাও যেথা পড়ে লুটায়ে,
সব মঙ্গল যেথা সঞ্চিত—মহাকাল যার বিধান বাহে।
তুমি অখিলের অমৃতনিধান,
মাতা পিতা নাথ বন্ধু মহান,
কৃতার্থ মোরা ওগো গরীয়ান্ লোকগুরু, তব করুণাছায়ে।

ভাগবতী কথা

দ্যুলোক যাহারে দেখি' দূর হ'তে কাছে আসিতেও শঙ্কা মানে,
তাহারি নয়নে মিলাই নয়ন—হেন গৌরব কেহ কি জানে ?
ওগো প্রেমহাস ! তব সুখহাসি
নিরখি' আমরা আনন্দে ভাসি,
তব পরিমলে পরাণ উদাসী—না-জানিতে পায়ে যায় বিকায়ে।

মিলনেই শুধু নও নিরুপম---বিরহেও তুমি অতুলনীয় :
আঁধারে আলোকে অপরূপ সাথী, জীবনে মরণে অদ্বিতীয় !
তুমি যবে থাকো দূরে প্রিয়তম,
পল মনে হয় কল্পেরি সম,
রবিহারা আঁখি কাঁদে নিরমম অন্ধ পাতালে পথ হারায়ে।
(১১।৬—৯)

দ্বারকাবাসীদের শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ বর্ণনা :

অঙ্গ যাঁহার লক্ষ্মীর ধাম—যাঁহারে দ্বারকাবাসী
নিত্য দেখিয়া তবু অতৃপ্ত ছিল সে-রূপের আশী···

কমলা যাঁহার বক্ষে অচলা লভিয়া চিরাশ্রয়,
প্রেমিক লভিল চরণাম্বুজে তীর্থ সারাৎসার,
লোকপালগণ লভিল যাঁহার বাহুযুগে বরাভয়,
তৃষিত নয়ন অমৃতপাত্র লভিল আননে যাঁর······

যে-অতুলনীয়া মোহিনীদলের রূপ কটাক্ষ হাসি
গূঢ় ইঙ্গিতে হ'য়ে বিহ্বল পিনাকীরো হাত হ'তে
স্খলিত পিনাক—কুহকে তাদের যারা তবু কোনমতে
পারে নি মোহিতে বারেকো যাহার মন—যে-চিরউদাসী,
অবোধ মুগ্ধ মানব মুক্তসঙ্গ সে-ঈশ্বরে
সঙ্গবিলাসী মানব-দোসর গণিত ভুবন'পরে !
(১১।২৬, ২৭, ৩৭, ৩৮)

যুধিষ্ঠিরের প্রতি অর্জুন ঃ

নাই হে মহারাজ, বন্ধু হরি আর আমারে বঞ্চিয়া গেছে সে চলি'
দেবতা হেরি' যাহা মানিত বিস্ময়—সে তেজ হরি' মোর লুকালো বলী !
নিখিল মনে হয় নয়নে আজি মরু-ম্লান অসুন্দর—যেমন হায়
দেহেরে মনে হয় শ্রীহীন শব—যবে প্রাণের নিশ্বাস লয় বিদায় !
যাহার বলে আমি দ্রুপদসভামাঝে লক্ষ্যভেদ করি', অমোঘ বাণে
প্রবীর রাজাদের করিয়া পরাভব জিনিনু কৃষ্ণারে বিজয়যানে,
প্রতাপে যার দহি' গহন খাণ্ডব ফিরায়ে দিনু তারে অগ্নিকরে
সদেব দেবরাজে বিমুখি' বাহুবলে—সে-সখা নাই আর অবনী'পরে !

যে ছিল পাশে বলি' রচিল ময় সেই অতুল রাজসভা নাট্যশালা,
যজ্ঞ রাজসূয়ে দেশদেশান্তর হ'তে ভূপতিগণ আনিল মালা,
লভিয়া যার তেজ বধিল ভীমসেন দিগ্বিজয়ী জরাসন্ধে রণে
মুক্ত করি' নিরানন্দ রাজগণে—বন্দী ছিল যারা তার ভবনে,
চরণ স্মরি' যার অশ্রুমুখী তব মহিষী দ্রৌপদী 'কোথায় হরি'
বলিয়া লাঞ্ছিতা কাঁদিলে বৈদেহ আবির্ভাবে তারে বাস বিতরি

লজ্জানিবারণ করিল যে সভায়—দুঃশাসনাদির শাস্তি পরে
যাহার মন্ত্রণে সাধিয়াছিনু মোরা—আজি সে গেছে চলি' লোকান্তরে।

আসিল যবে ল'য়ে অযুত শিষ্য সে-ক্রোধন দুর্বাসা আচম্বিতে
প্রেরিল সুযোধন যাহারে ছলে—শাপে তাহার আমাদের সংহারিতে,
'তারণ করো' বলি' ডাকিলে দ্রৌপদী আসি' যে শুধু শাক-অন্ন তার
গ্রহণ করি' সেই অযুত অতিথির মিটালো ক্ষুধা পলে চমৎকার,
আহবদুর্মদ ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-কর্ণ-শল্যের ব্যূহের মুখে
দৃষ্টিপাতে নাশি' তাদের বল ছিল আমার সারথি যে দুঃখে সুখে,
শত্রুশর করি' ব্যর্থ রাখিত যে কবচ-করুণায় ঢাকি' আমায়
প্রহ্লাদেরে যথা রাখিত নরহরি—সে-সখা নাই আর এ-বসুধায়!
যাঁহার শ্রীচরণ করিয়া আরাধন মুক্তিকামী পায় পার অপারে,
কুমতি আমি তাঁরে সারথি চেয়েছিনু সে-পাপে বুঝি আজ হারানু তাঁরে!

হৃদয়ে জাগে কত মঞ্জু পরিহাস স্নেহের সম্ভাষ—'পার্থ প্রিয়,
হে অর্জুন, সখা, পাণ্ডুনন্দন,'—ঝরায়ে প্রতি ডাকে কত অমিয়!
সাথী যে ছিল মোর শয়নে আলাপনে ভ্রমণে সম্ভোগে সাঁঝবিহানে,
ফুটিত সে কী হাসি বলিলে—'প্রভু, কত সত্যবাদী তুমি জগত জানে!'
জনক তনয়ের স্খলন যথা সয়—সখার ত্রুটি সখা সয় হাসিয়া
তেমনি সে-মহান্ লক্ষ অপরাধ সহিত হীন মোরে ভালবাসিয়া!
যে-আমি একদিন তাহার বলে বলী ছিলাম সংগ্রামে অপরাজেয়
সে-আমি আজি হায় শ্রীহীন নির্বল শূন্য-হৃদি, অবসন্ন-দেহ!
কৃষ্ণ-পরিজনে দস্যু গোপগণ করিতেছিল পথে পীড়ন যবে
স্খলিত-গাণ্ডীব এসেছি আমি আজ মানিয়া পরাজয় অগৌরবে!
রয়েছে সবি—সেই রথ, ধনুর্বাণ, অশ্ব গজ ধন—শুধু সে বিনা
ভস্মে আহুতির সম যে সব রতি আজিকে মনে হয় অর্থহীনা!

প্রথম স্কন্ধ

সূতের প্রতি ঋষি শৌনক :

বলো মহাভাগ, বলো সে কাহিনী যদি সেথা থাকে কৃষ্ণকথা,
অথবা তাদের—যারা পেল তাঁর চরণকমলমধুর স্বাদ।
ক্ষণিক মানব-পরমায়ু হায়, শুধু শ্রীহরির সুধাবারতা
শ্রবণীয়—আর যত আলাপন বৃথা কাল-বায়—মায়া-প্রমাদ।
মূঢ়মতি যারা, জাগেনি আজিও, তারাই দেখেও দেখে না হায়--
অমূল্য এই মানবজনম —আঁখি না মেলিতে বহিয়া যায়।
দিনগুলি কাটে ব্যর্থ কর্মে—যাঁর তরে কাজ তাঁরেই ভুলি' !
নিশি কাটে কালো তন্দ্রা-স্বপন-বিস্মরণের লহরে দুলি' !

(১৷১৬,৭,১০)

সূতের প্রতি ঋষিগণ :

করি মোরা যাগ যজ্ঞ হে সূত ! কাঁপে অন্তর অনাশ্বাসে :
যাঁর তরে হোম পাব কি তাঁহারে ? ধূমে শুধু ম্লান তনু ও মন
ধন্য হে সাধুভক্ত, যে-তুমি হরিগুণগান করি' উছাসে
দিলে আমাদের তাঁর চরণের মকরন্দের আস্বাদন।
হরিতরে যাঁরা উদাসী তাঁদের সঙ্গ কী দেয় কেহ কি জানে ?
পরশ তাঁদের পলকতরেও তপ্ত জীবনে সুধা বিলায়,
স্বর্গ-মোক্ষ-সুখ-সৌরভো সে-সুখের পাশে লজ্জা মানে :
সাধুসঙ্গের পরে রাজসুখও হয় বিস্বাদ ব্যর্থপ্রায়।

(১৷১৮৷১২,১৩)

ভাগবতী কথা

ভগবৎপ্রসঙ্গ-জিজ্ঞাসু মুনিদের প্রতি সূত :

সঁপিল স্বয়ম্ভু আপনি যে-অম্বু অর্ঘরূপে বিষ্ণু-চরণে,
পরশিল সেই বারি যবে তাঁর চরণ-নখর—সহসা
রূপান্তরি' দীপ্ত গগন-গঙ্গায় নামিল তরঙ্গ-দোলনে
ধূর্জটি-জটায়—করিতে মলিন ধরণীরে পুণ্যহরষা।
বিনা সে-মুকুন্দ আর কারে মুনি মানিব ঈশ্বর ভুবনে?
দেবতা অসংখ্য বিরাজে লীলায়—তিনি বিনা ভগবান কে?—
স্মরণেও যাঁর জাগে অনুরাগ—সমাপ্তি যেথায় জীবনে
সকল ধর্মের, সকল কর্মের—দেয় মুক্তি-বর-দান যে
দেহ আদি সর্ব লিপ্সা হ'তে—পদ পরমহংসের শরণে
লভি যাঁর—যবে শুধালে, করিব তাঁহারি মহিমাগান হে,
ম্লান সাধ্যে পারি যতটুকু—হায়, কতটুকু জানে জ্ঞানী তাঁর?—
যতটুকু জানে পাখি আকাশের বরিয়া পাখার অভিসার।

(১৮।২১—২৩)

দ্বিতীয় স্কন্ধ

বিরহা বিরহা মৎ-কহো, বিরহা হৈ সুলতান।
জা ঘট বিরহ ন সঞ্চরে, সো ঘট জান মসান॥

জহাঁ প্রেম তঁহ নেম নহীঁ, তহাঁ ন বুধি 'ব্যোহার।'
প্রেমমগন জব মন ভয়া, তব কৌন গিনে তিথি বার॥

বোলো না : "বিরহ শুধু যন্ত্রণা।" বিরহ প্রাণের প্রভু।
সে তো প্রাণহীন শ্মশান-দেহ যে জানে নি বিরহ কভু।

যেথা প্রেম, সেথা নাই বাহিরের আচার বিধান বিধি।
প্রেমের ডুবারি যে হয়েছে কবে মানে মাস বার তিথি?

— কবীর

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটেত শ্রেয়সে যতঃ॥
(১।১২)

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈঃ
বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা
দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ॥
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥
(২।৪, ৫)

ঋতে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্॥
(৬।৪০)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব :

কালের মর্ম জানেনা যেজন শতায়ু হ'য়ে সে কী বা পায় ?
নিমেষেরো মরমী-যে, সার্থক যাপে কাল সে-ই বসুধায় !
(১।১২)

ভূমি যবে আছে, শয্যার তরে কেন বা অন্বেষণ ?
বাহু যবে আছে নিত্যসঙ্গী, উপাধানে কেন আশ ?
অঞ্জলি যবে আছে—বলো কী বা পাত্রের প্রয়োজন ?
দিগ্বল্কল আছে যবে—কেন বসনের অভিলাষ ?
গৃহ কেন চাই ? গুহা কি রুদ্ধ ? দেন না কি আশ্রয়
ভক্তেরে হরি ? গর্বী ধনীর তবে কেন গাহি জয় ?
(২।৪, ৫)

ব্রহ্মা নারদকে :

শান্ত যাহার ইন্দ্রিয়আশ, শান্ত অমল অন্তর
হে নারদ, শুধু সেই মুনি জানে কেমন সে-চিরসুন্দর।
তবু যবে হয় অসজ্জনের তর্কের ধূলি কীর্ণ
সে-রূপ লুকায় অমনি—কোথাও নাই তার লেশচিহ্ন !
(৬।৪০)

নারদের প্রতি ব্রহ্মা :

তদ্‌গাত্রং বস্তুসারাণাং সৌভগস্য চ ভাজনম্।

উৎস যিনি লীলার নিখিলের
তনুর তাঁর সারাৎসার দিয়া
রচিত হ'ল লাবণী জীবনের
বস্তুহিয়া উঠিল বিকশিয়া।

(৬।৩৩)

ব্রহ্মা নারদকে :

ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ।

চিরোৎসুক অন্তরে আমার
নিলয় হরি রচিল করুণায়
নিম্নমুখে ইন্দ্রিয়েরা আর
ভুলেও তাই কখনো নাহি ধায়।

(৬।৩৩)

কামং দহন্তি কৃতিনো ননু রোষদৃষ্ট্যা
রোষং দহন্তমুত তে ন দহন্ত্যসহ্যম্।
সোঽয়ং যদন্তরমলং প্রবিশন্ বিভেতি
কামঃ কথং নু পুনরস্য মনঃ শ্রয়েত॥

যে-শিবের ক্রোধ-অনলে ভস্মে মূরছে মদন-কায়া,
সে-শিবও যে-রোষতাপ প্রশমিতে পারে নাই আপনার,
কামবিজয়ীর জয়ী হেন ক্রোধও ডরে নিতি যাঁর ছায়া
তাঁর বিগ্রহ নর-নারায়ণে কামের কী অধিকার?

(৭।৭)

ব্রহ্মা নারদকে:

তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥

অশোক অমেয়সুখ ভগবান্ উপাধিতে যাঁরে চিনি
সেই পদই তাঁর চরম স্বরূপ পরমপুরুষ যিনি।

(৭।৪৮)

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান বিশতে হৃদি॥
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণ-পাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥

শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিৎ :

লীলা তাঁর যারা করে কীর্তন শ্রবণ নিয়ত প্রেমে,
শ্যামল তাদের অমল হৃদয়ে অচিরে আসেন নেমে।
সে-দুঃখহরা শ্রীচরণে ঠাঁই পায় যদি প্রেমী কেহ,
আর নাহি চায় ছাড়িতে—যেমন প্রবাসী আপন গেহ

(৮।৪, ৬)

প্রত্যাদিষ্টং ময়া তত্র ত্বয়ি কর্মবিমোহিতে।
তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোঽনঘ!

ব্রহ্মার প্রতি নারায়ণ :

'তপ তপ'—আমি কহিনু তোমারে যখন তোমার মোহ ঘোর
আসিল সৃজনে—আমিই তপের আশ্রয়, তপ হৃদি মোর।

(৯।২২)

তৃতীয় স্কন্ধ

দুখমে সুমিরণ সব করৈ, সুখমে করৈ ন কোয়।
জো সুখমে সুমিরণ করৈ, তো দুখ কাহে হোয়॥

জিন ঢূঁঢা তিন পাইয়া, গহিরে পানি পৈঠি।
জো বৌরা ডূবন ডরা রহা কিনারে বৈঠি॥

দুঃখে স্মরণ কে না করে তাঁরে?—সুখে কে বা রাখে মনে?
সুখমাঝে তাঁরে স্মরিলে দুঃখ আসিত কি গো জীবনে?

যে চায় সে পায়, গভীরে সে দেয় ঝাঁপ মুকুতার তরে
ডুবারি হ'তে যে ডরায় বাতুল—রয় ব'সে বালুচরে।

—কবীর

অজস্য জন্মোৎপথনাশনায়
কর্মাণ্যকর্তুর্গ্রহণায় পুংসাম্।
নম্বন্যথা কোঽর্হতি দেহযোগং
পরো গুণানামুত কর্মতন্ত্রম্॥
(১।৪৪)

দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্॥
(২।৮)

যদ্ধর্মসূনোর্বত রাজসূয়ে নিরীক্ষ্য দৃক্স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কার্ৎস্নেন চাদ্যেহ গতং বিধাতুরর্বাক্সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত॥
(২।১৩)

কর্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রয়ঃ স্বাত্মন্ রতেঃ খিদ্যতে ধীর্বিদামিহ॥
(৪।১৬)

তৃতীয় স্কন্ধ

উদ্ধবের প্রতি বিদুর :

কেন সে জনম লভে এ-মরতে জনম নাই যাহার ?
দুষ্টদমন তরে শুধু নয়—কর্ম-প্রবর্তনে।
নহিলে মুক্ত কে বহিত বলো এ-দেহ দুঃখসার ?
তাই অবতারী কর্ম-মহিমা প্রচারিল এ-ভুবনে।

(১।৪৪)

বিদুরের প্রতি উদ্ধব :

জলে করে বাস দুর্ভাগা মীন—তবু সে জানে না চন্দ্রে হায়,
যার করুণায় সূর্যের তাপ হ'তে সে অতলে রক্ষা পায়।
তেমনি কৃষ্ণ সাথে করি' বাস তবুও তাঁহারে জানেনি যারা
এ-সংসারের তাপহর বলি'—দুর্ভাগা তারা নেত্র-হারা॥

(২।৮)

বিদুরের প্রতি উদ্ধব :

"পদ্মযোনির শিল্পচাতুরী নিঃশেষ বুঝি হ'ল রচিয়া
কৃষ্ণের নব বিগ্রহ"— কুরুসভায় কহিল সবে, যখন
কান্ত তাহার লাবণ্যে দিল নয়নের সুখ নির্ঝরিয়া :
অস্ত গেছে সে-একোদয়-রবি—দেখিবে না আর তারে ভুবন !

(২।১৩)

কৃষ্ণের প্রতি উদ্ধব :

বীতরাগ হ'য়ে সাধে যে কর্ম ; বিদেহ হ'য়েও যে দেহ ধরে ;
কালাধিপ হ'য়ে দুর্গে লুকায় ; পলায়—শত্রু দেখালে ভয় ;
আত্মরতি-যে অযুত নারীর সাথে কত ছলে বিহার করে ;
ওগো লীলাময় ! তোমারে ভাবিতে ধীমানেরো মন মোহিত হয়।

(৪।১৬)

ভাগবতী কথা

মৈত্রেয় মুনির প্রতি বিদুর :

সুখের তরে কর্ম সাধে নিখিলে সবে হায়,
হয় না সুখ-উদয়, দুখও অস্ত নাহি যায়।
কর্মে দেয় বিষাদই দেখা নিত্যনব বেশে :
মুক্তিপথ কোথায় মুনি যুক্তি দাও এসে।

(১৫।২)

নারায়ণের প্রতি দেবগণ :

নমি নাথ তব চরণকমলে—চন্দ্রাতপের ছায়া
বিলায় যে তাপক্লান্ত শরণাগতে,
লভিয়া যে-আশ্রয় মুনিঋষি পার হয় ভবমায়া
জিনিয়া দুঃখ বেদনা প্রেমের ব্রতে।

বিনা ও-চরণ এ-জীবনে প্রভু আশ্রয় কোথা আছে ?
অন্তরতলে কে বলো শান্তি পায় ?
তাই আমাদের তনুমন প্রিয় ও-দুটি চরণ যাচে
প্রেম-আরাধনে ও-রাঙা পায়ে লুটায়।

বেদবিহঙ্গ তোমার শ্রীমুখপদ্মের চারিধারে
করি' গান তবু চায় যে-চরণ তব,
যেথা হ'তে পাপহারিণী গঙ্গা আনন্দে উৎসারে
সেথাই প্রাথি আশ্রয়-গৌরব।

তৃতীয় স্কন্ধ

যে-জানায় জানি—তুমি সব, লভি বৈরাগ বাসনায়,
যে-বিরাগবরে অমলতা ছায় হৃদি,
সে-অমলতায় লভি' প্রেম তবু প্রাণ যে-চরণ চায়
সেই চরণেরি আমরা আজ অতিথি।

'আমি ও আমার' করে যারা ল'য়ে দেহগেহ—তারা প্রভু,
তুমি দেহবাসী জেনেও কভু কি জানে?
হৃদে ধরি' তারা যে-চরণ দিশা পায় না তাহার তবু
সে-চরণই চাই আমরা নিরভিমানে।

মিথ্যাকামনা ইন্দ্রিয়ভোগে প্রমত্ত হ'য়ে হায়
অন্তর্মুখী হ'তে শেখে নাই যারা,
তোমার লীলার কীর্তনে যারা চরণে তব লুটায়
মহিমা তাদের দেখেও দেখে না তারা।

(৫।৩৮-৪১,৪৩,৪৪)

মৈত্রেয়ের প্রতি বিদুর:

মনের যারা পায় না দিশা, আর যাহারা মনেরে তরি'
লভিল হরিচরণ—রহে সুখে।
আর সকলে দুঃখে থাকে সংশয়েরে বরণ করি',
কোথায় চলে জানে না যুগে যুগে।

(৭।১৭)

অল্প যাদের সাধন-ভজন, বহুদুর্লভ গণে
প্রেমিক জনের সেবা তারা বসুধায়—
যাঁদের কণ্ঠ-কীর্তনে শুধু যুগে যুগে এ-ভুবনে
দেব নারায়ণ ঝংকৃত বসুধায়।
(৭।২০)

নারায়ণের প্রতি ব্রহ্মা :

রাজো অন্তরে সবার হে নাথ জানি, তবু কামনায়
দেবগণও করে পূজা তব যবে—তারা
পায়না তোমার সে-প্রসাদ যার দুর্লভ স্বাদ পায়
নিখিল জীবের প্রতি দয়াবান্ যারা ॥
(৯।১২)

ব্রহ্মার প্রতি নারায়ণ :

আমার উদয়ের কাহিনী-কীর্তন করিলে যবে তুমি হে প্রজাপতি,
কণ্ঠে সুর তব সঞ্চারিনু আমি—তাই তপস্যায়ও লভিলে মতি।

জীবনের আমি অমৃতনিলয়, প্রিয় হ'তে প্রিয়, প্রাণের প্রাণ,
আমি প্রিয় বলি দেহ গেহ প্রিয়, মোরে কোরো তাই প্রণয়দান
(৯।৩৮,৪২)

রুদ্রদেবের প্রতি ব্রহ্মা :

তপসৈব পরং জ্যোতির্ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সর্বভূতগুহাবাসমঞ্জসা বিন্দতে পুমান্॥

নিখিল প্রাণীর প্রাণগুহাবাসী-জ্যোতিঘন নারায়ণে
শুধু তপস্যাবলে পায় জীব সরল অন্বেষণে।

(১২।১৯)

দেবহূতির প্রতি কপিল :

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

হৃদিরঞ্জন শ্রুতিসুন্দর ঝঙ্কারে মোর লীলা
সাধুর মুখে যে শোনে মনে তার সহজ শ্রদ্ধা জাগে,
পরে হয় রুচি সে-নবাস্বাদে, তার পরে অনাবিলা
ভক্তি উদয় হয়—দিনে দিনে, উচ্ছল অনুরাগে।

(২৫।২৫)

দেবহূতির প্রতি কপিল ঃ

বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্।
যা করোতি পদাক্রান্তান্ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্

রমণীরূপিণী মায়ার আমার দেখ না প্রতাপ মরজীবনেঃ
লুটায় দিগ্বিজয়ীরেও পায়ে যে শুধু একটি ভ্রূকম্পনে।
(৩১।৩৮)

যয়েন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ।

একই ফুল যথা নানারূপে নানা ইন্দ্রিয়পথে প্রতীত হয়
নানারূপে নানা সাধনে তেমনি একই অরূপের অভ্যুদয়।
(৩২।৩৩)

চতুর্থ স্কন্ধ

জলমে বসৈ কমোদনী, চন্দা বসৈ অকাস।
জো হয় জাকা ভাওতা সো তা হী কে পাস॥

জল পরমানে মাছরী, কুলপরভাবৈ বুদ্ধি।
জা কো জৈসা গুরু মিলে, তা কো তৈসী শুদ্ধি॥

কুমুদিনী দোলে জলে, চাঁদ সাথে আকাশেরি কানাকানি।
ভাব সাথে শুধু তাহার ভাবীর হয় মন-জানাজানি।

জলের মতনই হয় মাছ, কুল যেমন তেমনি বুদ্ধি।
যেমন শিষ্য গুরুও তেমন—সেই অনুপাতে শুদ্ধি।

— কবীর

ব্রহ্মণা চোদিতঃ সৃষ্টাবত্রির্ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
সহ পত্ন্যা যযাবৃক্ষং কুলাদ্রিং তপসি স্থিতঃ॥
প্রাণায়ামেন সংযম্য মনো বর্ষশতং মুনিঃ।
অতিষ্ঠদেকপাদেন নির্দ্বন্দ্বোঽনিলভোজনঃ॥
তপ্যমানং ত্রিভুবনং প্রাণায়ামৈধসাগ্নিনা।
নির্গতেন মুনের্মূর্ধ্নঃ সমীক্ষ্য প্রভবস্ত্রয়ঃ॥

শ্রীঅত্রিরুবাচ:

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু বিভজ্যমানৈর্
মায়াগুণৈরনুযুগং বিগৃহীতদেহাঃ।
তে ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাঃ প্রণতোঽস্ম্যহং বস্
তেভ্যঃ ক এব ভবতাং ম ইহোপহূতঃ॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ

(প্রত্যাহুঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রহস্য তমৃষিং প্রভো)
যথা কৃতস্তে সংকল্পো ভাব্যং তেনৈব নান্যথা।
সৎসংকল্পস্য তে ব্রহ্মন্ যদ্বৈ ধ্যায়তি তে বয়ম্॥

প্রজাসৃজনের লভিয়া আদেশ কুলপর্বতে অত্রিমুনি
বধূ অনসূয়া সাথে আছিলেন শতেক বরষ তপোনিরত:
সে-তপসে তিন ভুবন তপ্ত দেখি' হরি হর কমলযোনি
আশ্রমে তাঁর উদিলেন আসি' করিবে সফল ঋষির ব্রত।
কহিলেন ধ্যানী: "একেরি লীলার তরে ত্রয়ী রূপে এসেছ সাজি'
জানি আমি: নমি তোমাদের শ্রীচরণে, শুধু দেব, বলো আমারে
তোমাদের মাঝে কোন্ ভগবানে আমি আহ্বান করিনু আজি?"

চতুর্থ স্কন্ধ

শুনি' ত্রিমূর্তি কহে একসাথে ঝরায়ে করুণা হাসির ধারে :
"মনোরথ তব সাধু, তাই হবে পূর্ণ সে জেনো হে সুপ্রিয়!
যাঁর করো ধ্যান ত্রয়ী রূপে মোরা সেই একনাথ—অদ্বিতীয়।"
(১।১৭, ১৯, ২১, ২৬, ২৮, ২৯)

সতীর দেহত্যাগ

কহিল মৈত্রেয় মুনি : "শোনো তবে মহামতি হে বিদুর, সতীর কাহিনী,
শিবেরে বাসিয়া ভালো দেবীর সাযুজ্য পেল তনুত্যাগে যে-মর্ত্যকামিনী।
মমতার মোহে দেহী যে-দেহেরে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে এ-জীবনে,
কেমনে সে তীব্র মোহ দহিল অনল-প্রেমে সর্ব সুখ-সাধ-বিসর্জনে।
ধূলায়-নির্মিত-তনু অপার্থিব অভিসারে শুদ্ধি লভি' হ'ল বিভাবতী
দেখায়ে—কেমনে ভবে সর্বহারা আত্মদানে দেবজন্ম পায় আয়ুষ্মতী।"

"ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষ কর্মবলে যবে প্রজাপতি হ'ল বিশ্ব'পরে,
সপ্তবিংশ তনয়ার কনিষ্ঠা সতীরে দিল তুলিয়া সে ধূর্জটির করে।
সতী ছিল জনকের প্রিয়তমা বালা, তাই অনিকেত শ্মশাননিবাসী
শিব সাথে পরিণয় চাহে নাই দক্ষ—হায়, মন যার কীর্তি-কামনাশী,
কর্মাতীত দেবেশের ঈশিত্ব সে বুঝে কবে? বহির্মুখি-ইন্দ্রিয়-আরোহী
উড়ায়ে কর্মের ধূলি অন্ধ করি' আপনারি আঁখি হয় দম্ভে দেবদ্রোহী।
শুধু সতী আশৈশব শিবেরেই চেয়েছিল পতি বলি'—পিতা ক্ষুণ্ণমনে
বাঁধিল সে-স্বয়ংবরা কন্যারে শিবের সাথে অবাঞ্ছিত উদ্বাহবন্ধনে।"

"কতিপয় বর্ষ পরে অনুষ্ঠিল যজ্ঞ প্রজাপতি।
নিমন্ত্রিল মুনি-ঋষি-যোগি-দেবগণ মহামতি
যজ্ঞভূমে প্রবেশিলে দক্ষ তেজে সভা উদ্ভাসিয়া,
আসন ছাড়িয়া সবে সসম্ভ্রমে দাঁড়াল উঠিয়া।

শুধু ব্রহ্মা আর শিব রহিল আসনে সুখাসীন।
পিতা স্বয়ম্ভুরে দক্ষ নমি' কহে ক্রোধে-জ্ঞানহীন :

'এসেছেন পূজনীয় যাঁরা কৃপা করি' এ-সভায়
করিবেন ক্ষমা—আজি ক্রুদ্ধ আমি নহি অসূয়ায়,
কিন্তু শালীনতা-রীতি দুষ্ট যবে না চায় শিখিতে,
তাদের শাসন করা চাই চাই চাই জনহিতে।
দেখিলেন সবে মোর জামাতার অশিষ্টাচরণ ?—
শুধু নিন্দনীয় নহে—মানীদের লজ্জার কারণ!
গুরুজন-আবির্ভাবে সম্মানের প্রদর্শনে আছে
শ্রদ্ধার অনুশীলন—একথা দুর্জনে মানে না যে।
পূজ্যপূজাব্যতিক্রম সমাজের অমঙ্গল আনে :
অনাচার অলক্ষিতে শুভের বিগ্রহে বাণ হানে।
দেবতা বলিয়া পূজা যে পায় সে নহে পূজনীয় :
শিষ্টের বিধান যার কাছে অবজ্ঞাত, লঙ্ঘনীয়,
কভু যে অচল স্থাণু, কভু লজ্জাহীন দিগম্বর,
লক্ষ্যহীন যাযাবর, ভূতপ্রেত যার সহচর,
ভস্ম যার অঙ্গরাগ, নাই শুচি-অশুচির জ্ঞান,
তমোরূপী স্বৈরাচারী—কেন পাবে দেবের সম্মান ?
বিধাতার কাছে আমি গণি অপরাধী আপনারে
এ-হেন মূর্খের হাতে সঁপিয়াছি বলি' দুহিতারে
ভাবিয়াছিলাম—সঙ্গ লভি' জ্ঞানী মুনি বিদ্বানের
ধীরে ধীরে দীক্ষিত সে হবে সদাচারে সাধুদের!
হায়, পিক-সহবাসে কাক কবে শেখে কুহুতান ?
বিদ্যুদ্দাম বুকে ধরি' তবু মেঘ-আঁখি অশ্রুম্লান।

অভিশাপ দিই আমি স্পর্শ করি' পুণ্য যজ্ঞবারি
হেন দুরাচার নাহি হবে যজ্ঞভাগ-অধিকারী।'
"বলিয়া প্রধান যত সদস্যের সাথে মদভরে
করিল সে-স্থান ত্যাগ প্রজাপতি সংক্ষুব্ধ অন্তরে।"

"শিবে দেখি' নির্বিচল তাঁহার পার্ষদ নন্দীশ্বর
কহিল আরক্তনেত্রে : 'যে-মানববেশী বিষধর
বিদ্বেষ-দংষ্ট্রায় তার দেবদেবে করিল দংশন,
আর যে-ব্রাহ্মণগণ করিল তাহারে সমর্থন,
তাহাদের অভিশাপ দেই আমি—এ-জীবনে তারা
সংশয়ের কূট তর্কে পরমার্থ-পথে হবে হারা,
বহির্মুখি-কর্মজালে পড়ি' বাঁধা রহিবে সকাম,
জানিবে না কারে বলে চিরশান্তি, আনন্দের ধাম।
শিবের মহিমা যারা জানিল না কী জানে তাহারা ?—

"যাঁর প্রেমহৃদি হ'তে নিত্য ঝরে করুণার ধারা
করিতে গঙ্গার ম'ত মরতারে পুষ্পল উর্বর,
শুধু ভক্তি প্রেমে নয়—ঐশ্বর্যেও যিনি বিশ্বেশ্বর,
সর্বসিদ্ধি মঙ্গলের মূলাধার, সর্বনীতি-পারে
আসীন রহিয়া যিনি করেন লালন বসুধারে,
সংহারেও বর্ষি' কৃপা রূপান্তর আনি' জন্মান্তরে,
জীর্ণে দিতে যৌবরাজ্য, বিরহীরে আনিতে বাসরে,
শত্রুরেও দেন বর যে-ভক্তবৎসল চিরদিন,
সর্বহারা সর্বালয়, পঙ্কবুকে পদ্ম অমলিন !

অপমান তাঁরে কভু স্পর্শিতেও পারে না—তথাপি
তাঁর করে অমর্যাদা যে-মূঢ় সে পায় না কদাপি
আনন্দের ধ্রুব দিশা, চক্ষুষ্মান্ হ'য়ে অন্ধ রয়
হারায়ে ইন্দ্রিয়ভোগে অন্তরের শাশ্বত সঞ্চয়।'

"কতিপয় বর্ষ পরে প্রজাপতি দক্ষ অনুষ্ঠিতে
চাহিল দুরূহ যজ্ঞ, অমরবাঞ্ছিত, ধরণীতে।
করিল সে নিমন্ত্রণ ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষিগণে সবে
গন্ধর্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, দেবতারে সগৌরবে।
কেবল শিবেরে দক্ষ করিল না যজ্ঞে নিমন্ত্রণ
অবজ্ঞার ছলে দেব-জামাতারে করিতে লাঞ্ছন।

"জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ধায় ধ্বনি : 'প্রজাপতি করে উৎসব !'
নর নারী করে কীর্তন পুলকে দক্ষের গরিমা বৈভব।
বিমানে আরূঢ় উধাও দেবতা, ধরাতলে চলে প্রার্থী
বৃদ্ধ যুবা শিশু কাতারে কাতারে—অগণন তীর্থযাত্রী !
কহে সতী শিবে : 'দেখ দেখ নাথ, সবে যায় সেথা রঙ্গে !
ভামিনীরা চলে সাজি' অলঙ্কারে সহচারী পতি সঙ্গে !
স্বজন-বান্ধব-জনক-জননী-মিলনে-আকুল চিত্ত,
চলো যাই দোঁহে আমরাও আজ দেখিতে যাগ বিচিত্র।'
কহিল পিনাকী : 'কেমনে সে-যজ্ঞে যাবো সতী, ল'য়ে তোমারে ?
আমারে তোমার পিতা অপমান করিল-যে সভামাঝারে !
অপমানে মোর নাই অপযশ, কিন্তু পতিব্রতা ললনা
তুমি পতিনিন্দা শুনিবে কেমনে সম্মুখে সবার, বলো না ?'

"কহে সতী : 'পিতা স্বভাবে ক্রোধন, আসনে আসীন রহিলে,
তাই করেছিল কটুভাষ জ্বলি'—যারে মোরি তরে সহিলে
জানি নাথ, বলি তবু : সবি হবে শুভ তুমি হ'লে শিষ্ট—
হাসিল মহেশ : 'জানিগো আমিও সরলার কথা মিষ্ট,
কিন্তু তাই বলি' সরলার পিতা সরল—এমন কথা তো
লিখিত হয় নি ন্যায়শাস্ত্রে ! শোনো সতী পাবে বহু ব্যথা গো,
গেলে সেথা—দেখ, প্রজাপতি তব পিতা নিমন্ত্রিল সকলে,
শুধু আমাদের নয়। সাধ করি' অমৃত বলিয়া গরলে
কেন বলো পান করিবে সরলা ?' কহিল ভবানী কাতরে :
'পিতৃগৃহে কন্যা বিনা-নিমন্ত্রণে যেতে পারে—মোরে সাদরে
করিবে গ্রহণ পিতা মাতা সবে—দিদিরাও পথ চেয়ে রয়,
তুমি যদি নাহি যাও—একাকিনী যেতে দাও, করি অনুনয়।
আমি যে পিতার কন্যা প্রিয়তমা— তুমি তো উদাসী, জানো না :
জন্ম-বলীয়ান তুমি হায়, তাই মমতার ক্ষুধা মানো না !'

"কহিল মহেশ : 'জানি প্রিয়বালা তুমি মানী
ক্রোধন দক্ষের।
অনুনয় কেন ? চাও যেতে যদি—সুখে যাও।
শুধু, জনকের
তব আমি অসম্মান করি নাই, অভিমান
তীব্র হ'লে হায়
সরলে কুটিল দেখে শিখিয়াও নাহি শেখে
জীব বসুধায়।

ভাগবতী কথা

যে করেছে অঙ্গীকার রীতি নীতি শীলতার,
দায়িক সে হবে
লঙ্ঘন সে যদি করে সে-শপথ হেলাভরে।
কিন্তু আমি কবে
সভ্য-সভাসদ রাণী ? শ্লীলতার হবে হানি
কেমনে বা যদি
আমি রহি যাযাবর শ্মশানের সহচর ?
পিতা তব সতী,
ক্রোধে অন্ধ, তাই হায় দেখিতে আজো না চায়
একই মন্ত্র সবে
করে না জীবনে জপ একই দীক্ষা অনুভব
কে কোথায় লভে ?
বিচিত্র ধরণীতলে নিবৃত্তির পথে চলে
যারা এ-জীবনে
প্রবৃত্তির ছন্দ সুর হ'তে তারা রয় দূর
স্বপ্নে জাগরণে।

'আরো এক কথা সতী ! রেখো না বেদনা মনে, আমি যে উদাসী,
বাসুদেব-ধ্যানমগ্ন চিরদিন—জানো না কি ? অন্তর নিষ্কাম
হয় যবে—বসুদেব বলে তারে—বাসুদেব শুধু সেথা বাঁশি
বাজান তাঁহার বলি' : গাহি'—শুধু হেথা মোর নিত্যানন্দধাম।
সে-ডাক যে শোনে—ধায় নিবেদিতে আপনারে চরণে তাঁহার
অনুসরি' শুধু তাঁরে—নির্মলমতিরা শুধু তাঁরেই স্মরণ
করে শ্রান্তিহীন ধ্যানে, কায়মনোবাক্যে রচি' তাঁরি উপচার
প্রণামে প্রণয়ে সখ্যে ভক্তি-সেবা-আরাধনে—তারা যে বরণ

করে শুধু নারায়ণে।   যাহারা দেহাভিমানী, নিত্য বহির্মুখী
পথে চলে ফলকামী লোকাচার দেশাচার সাদরে মানিয়া, *
বাসনা-মদির-মুগ্ধ, উত্তেজনে আত্মহারা, ক্ষণসুখে সুখী,
মিথ্যামতি ঐহিকের করুণ স্ফুলিঙ্গরাত্রি অরুণ জানিয়া,
হেন মূঢ়জন সাথে আদান-প্রদান হবে তাহার কেমনে
যে চির-জীবন্মুক্ত, চেতনা যাহার লিপ্ত সে-অমৃতলোকে
যেথায় ঝঙ্কারে সান্দ্র অসাঙ্গ আনন্দগীতি অশ্রান্ত মূর্ছনে ?
প্রবৃত্তির আজ্ঞাবহ কেমনে বাসিবে ভালো নিবৃত্তি-সাধকে ?
লোকাচার-চেতনায়-প্রতিষ্ঠিত জীব সতী, জেনো মনে প্রাণে
গর্বিত দাম্ভিক—মুখে যত না বিনয়ী হোক, বিনা কেশবের
অহেতু করুণা কেহ নিরভিমানের মন্ত্রসিদ্ধি কভু জানে ?
তাই বলি—তুমি আমি নহি যবে মানবিক কামনা-লোকের
বিহ্বলতা-কামী—চলি চিরদিন নিষ্কামনা-মন্ত্র জপ করি',
বসুদেব-চিত্তে চাহি মিলন বাসুদেবের—কেন যাব সেথা
যেথা আমাদের দীক্ষা গর্হিত সবার কাছে ? বরণীয় হরি
শুধু যাহাদের—তারা অবরেণ্য পরিজনে সাধি' পায় ব্যথা
তোমার আমার সতী, পূজনীয় শুধু বাসুদেব নারায়ণ।
ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী পথে যাঁর দেখা নাহি মিলে চরাচরে,
তাই নাম তাঁর অধোক্ষজ—যবে প্রত্যাহৃত হয় এ-নয়ন
মেলে তাঁর দেখা—মোরা প্রণমিতে পারি শুধু তাঁরেই অন্তরে।'

---

* প্রত্যুদ্গমপ্রশ্রয়ণাভিবাদনং বিধীয়তে সাধু মিথঃ সুমধ্যমে।
প্রাজ্ঞৈঃ পরস্মৈ পুরুষায় চেতসা গুহাশয়ায়ৈব ন দেহমানিনে ॥
সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেব হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥
(৩।২২, ২৩)

ভাগবতী কথা

"দ্বিধায় সতী দীরঘশ্বাস ত্যজিল বেদনায় :
যাবে কি যাবে না সে বুঝিতে পারে না বালা হায় !
শিবের কথা হৃদয়ে যেই জাগিয়া ওঠে প্রেমে,
সংসারের প্রণয়-প্রীতি-রাগিণী য'য় থেমে।
অমনি ফিরে চিত্তে তার মায়ের মুখ জাগে
করিত তারে স্নেহ যে কত মঞ্জুল সোহাগে !
নারীর হয় অন্তরায় সাধনে সবচেয়ে
মমতাটান—চিত্তলোকে তাহার আসে ছেয়ে
ক্ষণে ক্ষণে কোমলতার অলখ অঙ্কুর
স্বজন-স্নেহ-স্মৃতি-সুবাস-সিঞ্চিত মধুর !
হৃদয়লোকে প্রণয়-ফুল বাসনা-ব্রততীরে
উন্মূলিতে চেয়েও তবু চায় সে ফিরে ফিরে।
মর্মে তাই জানিয়াও যে, দেব দেবের বাণী
সত্য সবি—তবু সতীর মমতা অভিমানী
স্বজন-মোহে করিল তারে রুক্ষ ক্রোধভরে
পতির প্রতি দুরভিমান জাগায়ে অন্তরে।

"কিন্তু ঐ কে গূঢ় স্বরে 'যেও না সতী' বলে !
বাহিরি' পথে ফিরিয়া আসে শান্ত হিমাচলে
যেথায় শিব-অঙ্গরাগ মুক্তি-আলো সম
নির্বেদের তুঙ্গতায় বিছায় নিরুপম।
নিম্নে ফিরে প্রীতি-জনতা 'এসো না সতী' বলি'
করে মিনতি পিতার স্নেহভঙ্গিতে উছলি'।
যায় সে কিছুদূর আবার ফিরিয়া শিবে সাধে :
মৌন হ'লে সে—হাসে সতী, হাসিলে কেন কাঁদে!

চতুর্থ স্কন্ধ

শেষে সহসা বিদ্রোহিনী পতিরে বাধা গণি'
চলিল একা পদব্রজে পিতৃগৃহে ধনি।

বিদুর কহে: "বুঝিতে আমি পারি না তপোধন,
রুষ্ট কেন হ'ল শিবানী শুনিয়া সুবচন
ধূর্জটির—পতিরে বরি' প্রণয়ে অন্তরে
চিনিয়া তাঁর মহিমা কেন পিতার স্নেহ তরে
হ'ল সে হেন বিধুরা ?—শিব বুঝালো এত তারে,
তবু সে কেন চাহিল—শিব বাঞ্ছিল না যারে ?"

কহিল মুনি হাসি': "বিদুর! বাসনা যেথা অতি
প্রবল, সেথা দ্বিধায় দোলে হিয়ার শুভমতি।
মানস তবু বোঝালে বোঝে—বোঝে না মূঢ় প্রাণ:
ইন্ধন যে তার নিগূঢ় বাসনা, অভিমান।
পৃথ্বীমুখী বাসনা পায় পৃথ্বীর প্রণয়
যুক্তি আনে সে অগণন, সান্ত্বনা, অভয়।
প্রসাদ তার মনেরে দিয়া তারেও সাথী পায়:
কৃষ্ণ হয় শুভ্র তারি সুলভ করুণায়।
আরো, সে-শিব-দিশারি চির-সহিষ্ণু—ক্ষমায়
প্রণয়ে সমবেদনে ভুল তাঁহার কে ধরায় ?
তাই করে না প্রয়োগ বল—জাগিয়া অনিমেষ
বান্ধবের গভীর সুরে দেয় সে নির্দেশ,
কিন্তু অতি মৃদুল সুরে।—চায় যে ভগবান্
উদ্বোধন, নহে পীড়ন—শিব নিরভিমান।
তাই আমরা যখন চলি বাসনা-অভিযানে
করুণাময় পিছনে থাকি' কহেন কানে কানে:

'ও-পথে নয়—এ-পথে'—তিনি দেন না বাধা তবু,
আত্মনিবেদন কি হয় অনিচ্ছায় কভু ?
তাই মহেশ জানিত—সতী দুঃখ পাবে সেথা,
তবু সে-কারুণিক জায়ারে চাহিল না সে-ব্যথা-
দাহন হ'তে মুক্তি দিতে—প্রমথ অনুচরে
বলিল যেন ছায়ার সম সতীরে অনুসরে।
মধ্য পথে সতীরে তারা আরোহি' বৃষ'পরি
বাজায়ে বেণু শঙ্খ—শিরে ছত্র শ্বেত ধরি'
চলিল যেন মহোৎসবে—মায়ার খেলা হায় ঃ
মরণ যেথা ধ্রুব সেথাও ধায় সে মমতায় !

"দক্ষের সেই যজ্ঞসভায় শিবানী যখন উত্তরিল
প্রজাপতি-ভয়ে প্রিয় পরিজন কেহ না তাহারে সম্ভাষিল।
শুধু মাতা আর ভগিনীরা উঠি' করিল তাহারে আলিঙ্গন,
কিন্তু সভায় শিবের কোথাও নাই দেখি' চিহ্নিত আসন,
স্ফুরিত-অধরা কহিল পিতারে ঃ 'শুনিয়াছিলাম শিবদ্বেষী
তুমি তাত ! তবু প্রত্যয় মোর হয় নাই ঃ তুমি জ্ঞানান্বেষী
সত্যসাধক জানিতাম। তাই সত্যের যিনি অধিষ্ঠান
তাঁহারে কেমনে করিবে যজ্ঞে স্বেচ্ছায় হেন অসম্মান—
বলিতাম আমি স্বগত। কিন্তু দেখিলাম যবে এ-হীনাচার,
বুঝিলাম—আমি মিথ্যা গর্বে ছিলাম অন্ধ বরি' আঁধার
মমতার ম্লান ক্রীড়নক হ'য়ে।' কহিল দক্ষ ক্রুদ্ধ স্বরে ঃ
'অন্ধ হয়েছ আজিকেই তুমি, ছিলে না অন্ধ পিতার ঘরে।
স্পর্ধা তোমার তাই আজি হেন—স্বপ্নেরও যাহা অতীত ছিল
সেই রূঢ়ভাবে কথা কও তুমি তার সাথে আজি—জন্ম দিল

যে তোমারে—দিল দীক্ষা তোমারে মনুষ্যত্বে !—সব হারায়ে
আজি তুমি কত নিঃস্ব জানো না—পড়িয়া নিয়ত তাহারি পায়ে
নাই যার জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা শালীনতা কুল—মত্ত হ'য়ে
তাণ্ডব-তালে আনে বিভীষিকা—কণ্ঠে সর্পমালা ল'য়ে !
পুণ্য যজ্ঞে ভাগ কেন দিব অশিব শ্রীহীন দিগম্বরে,
চিতার ভস্ম মাখিয়া যে নিতি কর্মবিহীন ভুবনে চরে ?
নাই যার শুচি-অশুচির বোধ, শিখে নাই কভু সদাচরণ,
জানে না নমিতে গুরুজনে, শুধু শ্মশানেই যার আকিঞ্চন,
জানি না কী পাপে দিনু তার হাতে তুলিয়া আমার প্রিয় দুহিতা—'

"কহিল শিবানী কম্পিত-স্বরে : 'দুহিতা আমারে বোলো না পিতা,
না না, পিতা কেন বলি' আজো ? তুমি কেহ নও মোর, অনাত্মীয়,
শিববিদ্বেষী যেই হোক, নহে কভু সে আমার আদরণীয়।
তাঁরে দুর্জন বলে যে-সুজন তাহার স্বজন নহে তো সতী :
সুমতি সুজন রাখীবন্ধন যাচে কি তাহার—যে দুর্মতি ?'
বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধ নয়নে ভকতি-অশ্রু উচ্ছলিল !
অগ্নির পটে স্নিগ্ধকান্তি জলধনু যেন প্রতিফলিল !
কহিল মহিমময়ী : 'যাঁর চেয়ে শ্রীমন্ত নাই তিন ভুবনে,
করুণা যাঁহার ঝরে আঁখিপাতে, পড়ে না যে বাঁধা কোটি বাঁধনে,
গরিমার যিনি পূর্ণাবতার—চিরদিন রণে অপরাজেয়
তাঁরে বলো তুমি হীন—পদধূলি যাঁহার দেবেরো চিরপাথেয় ?
কর্ম যাঁহার চরণে লুপ্তি যাচে—নদী যথা অব্ধি-বুকে,
ডাকিলেই বিনা দুর্ভোগ দেয় পলকে মুক্তি যে যুগে যুগে,
অন্যমনেও যাঁহার পুণ্য নাম করিলেই উচ্চারণ,
তাপীদের হয় তাপ-প্রশমন, পাপীদের হয় পাপমোচন,

তাঁরে তুমি আজ বলিলে অশিব অশুচি—স্বর্গে দেবতাগণ
যাঁর পাদোদকে করি' স্নান লভে শুদ্ধি—স্বয়ং চতুরানন
চারি মুখে গেয়ে গুণগান তবু অন্ত না পায় কৃপার যাঁর,
যাঁর বসুদেব-অমল-চিত্ত শ্রীবাসুদেবের লীলাবিহার,
যাঁর চরণারবিন্দপরাগ-আশী মহাজন-মন-ভ্রমর,
প্রার্থী দানবও হয় যদি—দেন অকুণ্ঠে যিনি প্রসাদ-বর,
আদি সমুদ্র-মন্থনে যিনি করিলেন পান তীব্র বিষ
যে-ব্যথায় হ'ল কণ্ঠ তাঁহার নীল—বরষিয়া তবু আশিস
দেবতারে যিনি বিলালেন সুধা—হলাহলে লভি' মরণজয়,
আনন্দনিধি, শান্তি-উৎস—তাঁহারো যে ভবে শত্রু হয়
কেমনে কে জানে ?—তবে বুঝি হায় অসাধুরা নয় সাধুর ম'ত !
সাধু যারে করে নতি তারা হায় বৈরিতা তারি সাধে নিয়ত !
তাই নিন্দিলে তাঁরে পাপমুখে—প্রার্থি' যজ্ঞে সুমঙ্গল
অমঙ্গলের দূষিত প্লাবনে করিলে অবনী অনির্মল !
কিন্তু জানিও—দেব-দিশারির নিন্দার আছে প্রত্যবায়,
মিথ্যা দর্পে পূজ্য-পূজার ব্যতিক্রম যে করে ধরায়
পূজ্য তাহারে ক্ষমিলেও কভু ক্ষমে না চরণধূলি তাঁহার *
সে-ধূলির কাছে অপরাধে সুখ-আলো হয় চোখে কালো আঁধার :
'অনাচারী শিব' বলিয়া যে হাসে, জানে না সে আজো কাহারে বলে
স্বধর্ম তথা স্বপথে-চারণ, দেখেও দেখে না—ধরণীতলে
সকলেরি নয় এক পথ—চায় নিবৃত্তিরেই স্বভাবে যারা
জীবন-সাধনে প্রবৃত্তিপথে পারে না কখনো চলিতে তারা ।'

---

*নাশ্চর্যমেতদ্ যদসৎসু সর্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু ।
সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভি-র্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥ (৪।১৩)

"বাক্‌হীন পিতা মূঢ় সম রয় দাঁড়ায়ে শুনিয়া তিরস্কার
পাবকপ্রতিমা কন্যার মুখে—ত্রাসে যায় নিভে ক্রোধ তাহার
"অন্তিমে সতী বহ্নিমন্দ্রে কহিল : 'তুমি বলিষ্ঠ, জানি--
কিন্তু শিবের করে যে নিন্দা তার ভয়ে নয় ভীতা শিবানী।
কেবল, আমি যে শুনেছি কর্ণে হেন কলুষিত উচ্চারণ,
বলিলে আমারে দিয়েছ জন্ম—হোক আজ সেই পাপমোচন।
কহিল শাস্ত্রে : বিভুর কুৎসা শোনে যদি কেহ কাহারো মুখে,
সমর্থ যদি হয় সে করিবে উন্মূলিত সে-রসনা সুখে।
যদি নাহি পারে—যদি নিন্দক হয় সে-শ্রোতার প্রিয় স্বজন,
শ্রবণ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—বিনা প্রাণ-বিসর্জন।
শত ধিক হেন পাপদেহে—যার উদ্ভব তব অঙ্গ হ'তে !
তোমার কন্যা—এর চেয়ে গাঢ় কলঙ্ক কী বা আছে জগতে ?
নীলকণ্ঠের নিন্দাকারীর তনুজাত এই তনু অসৎ
আমি তাই আজ অনলে আহুতি দিব এ-সভায়—করি শপথ
বলিয়া দীপ্তিময়ী যোগাসনে বসিয়া গিরিশে করি' স্মরণ
যে-দেহলতারে বার বার শিব করিল প্রণয়ে আলিঙ্গন
সে-বরতনুর প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে নাভি হ'তে ভ্রূযুগলের
মাঝে রাখি' করিলেন হুতাশনে আবাহন : ডুবি' দেবদেবের
চরণাম্বুজ-ধ্যানে বিধৌতগ্লানি দেবী—প্রতি অঙ্গে হায়
সমাধির-যোগে-সঞ্জাত-তাপে-দীপ্ত অনল-হেমশিখায়
অপরূপ সেই প্রেমাধার দিল পরমানন্দে বিসর্জন
পার্থিবতার সমিধে সাধিয়া অপার্থিবের উদ্দীপন।"

সাশ্রুনেত্রে কহিল বিদুর : "এক প্রশ্ন জাগে তব
চিত্তে মোর—তুমি দাও বুঝায়ে আমারে আজ প্রভু !

শিবেরে বল্লভ যিনি লভিলেন বহুভাগ্যবলে,
কেন তাঁর হ'ল সাধ দেখিতে সুলভ কৌতূহলে,
সামান্যা নারীর ম'ত, যজ্ঞ সভা প্রিয় পরিজন ?
কৈলাস-সম্রাজ্ঞী কেন প্রার্থিলেন মর্ত্য প্রসাধন
না শুনিয়া শিবের নিষেধ ?"

মুনি কহিল হাসিয়া :
"ভগবান প্রেম যবে দেন উপহার—মর্ত্য হিয়া
পারে না সে-গুরুভার করিতে ধারণ অনুক্ষণ :
সে-প্রেমের স্বভাব-যে নিত্য ঊর্ধ্বমুখে আরোহণ,
তনু মন প্রাণ চিরপৃথ্বীমুখী, পারে না সহিতে
সহজে এ-অভিসার তারা। হয় ধূলি ধরণীতে
দীপ্ত শিখা নিত্য ম্লান। যে-চারণে আনন্দ প্রেমের
স্বধর্মে সে নভচারী, তাই প্রেমে মর জীবনের
স্বস্তি নাহি মিলে বহুদিন—যার অল্পে অভিলাষ
কী করিবে লভিয়া সে গগনের ব্যাপ্তির বিলাস ?
প্রকৃতির পিছুটান, হে বিদুর, জলধারা সম
নিম্নমুখী—ঊর্ধ্ব-নিমন্ত্রণ তাই গণে সে নির্মম :
চাহে সে আপন মতিরতির চিহ্নিত পথে চলি'
সঞ্চিতে আপন সুখ অনল্প-উৎসবে কুতূহলী।
আমাদের মর সত্তা বহু খণ্ডে খণ্ডিত—অস্থির,
বিচিত্র আতিথ্য একই দেহাধারে বহু অতিথির।
কভু হয় অরাজক এ-সাম্রাজ্য, যবে কেহ কারে
মানিতে না চায়—নিত্য নব নায়কের অত্যাচারে
সাম্রাজ্য টলিয়া ওঠে। কভু একজন হ'য়ে বলী
অপর সবারে করে পদানত—কভু হ'য়ে ছলী,

কভু বা কৌশলী। বন্ধু, যে-সুষমা দেবের বাঞ্ছিত
তাহার বিন্যাস শুধু অন্তরাত্মা জানে: প্রতিষ্ঠিত
সে যখন প্রেম-সিংহাসনে—রাজ্য স্বর্গসম হয়,
কিন্তু বিনা সাধনায় হেন রাজ্য অটল না রয়।
সতীর যে দেবী-সত্তা ছিল সে শিবের পূজারিণী
আশৈশব। যবে শিব তার দেহ মন প্রাণ জিনি'
শিবানী করিতে প্রেমে চাহিলেন মানবী-আধার
মানবীর মর্ত্যমুখী তনুমন চাহিত তাহার
মায়ার লালন ফিরে ফিরে। বহু জটিলের জালে
চাহে জীব বন্ধন—বিলাস-সুখ-দুঃখ-গর্ব-তালে।
যবে দেহ নাহি পারে এ-দোটানা সহিতে ধরায়,
মৃত্যু আসে দেহান্তর-দূত হ'য়ে তাঁরি করুণায়।
সতীর মানবী তনু তাই হ'ল ভস্ম—জন্মান্তরে
পার্বতীর নব দেহ ধরি' আলোকিত রূপান্তরে
বরিতে মহেশে—জিনি' মানবতা-দ্বন্দ্ব আপনার
ভবের ভবানী হ'য়ে কৃতার্থতা সাধি' সাধনার
রূপের পরম সিদ্ধি লভিতে আহরি' নরকায়া।
যে-দেহের নিত্য পরাজয়—তারে ত্যজি' মহামায়া
বিজয়ার রূপে সর্ব দাসত্বেরে করি' পরিহাস
সর্ব বন্ধ হ'তে মুক্তি লভিলেন বরি' কৃত্তিবাস
দুরাশার তুঙ্গ-চূড়ে—নাম যার কৈলাস সেথায়
কামনারে নবজন্ম দিয়া প্রেমে অগ্নিপরীক্ষায়।
যে-দেবতা মর্ত্য দেহে রাজে সুগহন সে যে চায়
দিব্যজন্মে হেন মুক্তি মরতার জীবন-লীলায়

"এ-মুক্তির পথে বন্ধু সুমহৎ সহায় ভুবনে
অমৃত-অভীপ্সা, চাওয়া শুভ্র প্রেম একান্ত বরণে,
নিত্য-নির্মলের আলো নাই কভু যাহার নির্বাণ
সতীর সতীত্ব তারে দিল এই মন্ত্র মহীয়ান্,
তাই মানবীর তনু-সাধনায় হ'ল দাক্ষায়ণী
নিখিলশরণ্যা দেবী শিবজায়া গৌরী নারায়ণী।

. .

জীবনের বেদে তাঁর এই মন্ত্র উঠিল ঝংকারি' :—
মানবিক অনুরক্তি ইঙ্গিতের পথে দেহধারী
পায় না দেহের লোকে অমৃত-আস্বাদ চিরন্তন।
মানবিক বাসনার বাষ্পজালে করে সঞ্চরণ
ক্ষণসখী সৌদামিনী—ঝলকি' যে অমনি লুকায়,
তাই অনিত্যের মাঝে নিত্যের সন্ধান-সাধনায়
চাহে জীব শিব হ'তে জিনি' মুক্তি নিষ্কামের ব্রতে,
দেবতার দেবলীলা কামনারে চাহে প্রেমস্রোতে
রূপান্তরিতে—মোরা শুনেও শুনি না, তাই কানে
শুনি যে-অমর বেণু উঠে না রণিয়া হায় প্রাণে!
বাসনার দুর্গ ভবে চিরদিন গৃহ পরিজন,
মমতার পরিখা সে রচে, বলে—'অভয় ভবন
শুধু আমি গড়ি হেথা।' একদিন আসে তবু হায়,
যে-দিন নয়ন দেখে বরাভয় নাই কামনায়
যত কেন অপরূপ ভূষণে সে সাজুক মোহিনী,
ডাক যে শুনেছে নিষ্কামনার—তাহারে বন্ধু জিনি'
সর্ব-স্নেহ-প্রীতি-সখ্য-কর্তব্যের আহ্বান ভূতলে
উচ্চারিতে হবে একদিন : 'চাই কেবল অমলে

আমি : মোর ব্রতচারী জীবনের শেষ উদ্‌যাপন
হোক শুধু বিশ্বপতি-শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ।
ভুবনমোহনী মায়া তাঁর ধরে নিত্য নব বেশ,
আনে সে-ছলনাময়ী স্বর্ণমৃগ-অরণ্য-নির্দেশ
ভুলাতে সাধকে—আনে অপরূপ যুক্তির চাতুরী,
কভু প্রাণোন্মাদী ভ্রান্তি, কভু কোমলতার মাধুরী :—
পিতামাতা, সখাসখী, পতি-জায়া, তনয়-তনয়া,
দেশ, লোকাচার, শিল্পকলা, কীর্তি উদ্‌ভ্রান্তি-নিলয়া,—
যেথা যার আসে মোহ সেথা ধরে সে-কামরূপিণী
সে-আরাধ্যা দেবীমূর্তি নিতে তারে লক্ষ্য হ'তে ছিনি',
অনিত্যেরে নিত্য বলি' কুহক রচিয়া বার বার
রাঙি' দীপ্তি-প্রসাধনে তৃপ্তিহীন কায়া বাসনার।
দুরত্যয়া মায়া বন্ধু, শুধু ভাগবতী করুণায়
হয় জীব মায়াজয়ী—যেদিন সে বলে প্রার্থনায় :
'চাহি না স্বজন, সখা, দয়িত, দয়িতা, যশোগান,
নিরাপদ সুখনীড়—চাহি শুধু আজি আত্মদান
তাঁহার চরণে—যাঁর বরে সর্ব ভ্রান্তি-মোহ হ'তে
মুক্তি লভি' হয় জীব মৃত্যুঞ্জয় শিব এ-মরতে।'
এ-প্রার্থনা প্রতি বক্ষে একদিন ধ্বনিবে বিধুর !—
আজ, নয় কাল, কভু এই জন্মে, কভু বা সুদূর
জন্মান্তরে যুগান্তরে।
অমৃতের নাই অন্য পথ :
শুধু অগ্নিশুদ্ধিবর্ত্মে চলি' পূরে মর্ত্য মনোরথ
যেথা সর্ব সাধনার সমাপ্তি—অম্লান প্রেমদীপ
জ্বলে যেথা ছায়াহীন—নাম যার বীতশোক শিব।' "

নারায়ণের প্রতি লোকপালগণ :

দৃষ্টঃ কিং নো দৃগ্‌ভিরসদ্‌গ্রহৈস্ত্বং প্রত্যগ্‌দ্রষ্টা দৃশ্যতে যেন বিশ্বম্‌
মায়া হ্যেষা ভবদীয়া হি ভূমন্‌ যৎ ত্বং যষ্ঠঃ পঞ্চভির্ভাসি ভূতৈঃ ॥
(৭।৩৭)

হ'য়ে অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ব্রহ্মাণ্ডলীলার, তুমি কেমনে মোদের
ছায়াময় মন প্রাণ বুদ্ধির গোচর হায় হবে হে ভূমন্‌ !
বিশ্বাতীত অচঞ্চলে কেমনে চিনিবে আলো চপল বিশ্বের ?
দর্শন তোমার কভু ইন্দ্রিয় কি পায় ভেদি' মায়া-আবরণ ?

নারায়ণের প্রতি যোগেশ্বরগণ :

প্রেয়ান্‌ ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো
বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথগ্‌ য আত্মনঃ ।
অথাপি ভক্ত্যেশতয়োপধাবতাম্‌
অনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল ॥
(৭।৩৮)

বিশ্বাত্মা তোমারে যারা পৃথক্‌ না দেখে এই বিশ্ব হ'তে নাথ,
তাহাদের চেয়ে কেহ নাই তব প্রিয়তর—জানি জানি, তবু
হে ভক্তবৎসল, করো করুণা অহৈতুকী—প্রার্থি দিনরাত
ঐকান্তিক ভক্তিভরে, তোমার শরণাগত আমরা যে প্রভু !

চতুর্থ স্কন্ধ

নারায়ণের প্রতি ধ্রুব :

যে-অনন্ত শক্তিধর হ'য়ে মোর অন্তর্যামী শক্তিবলে তার
মুহূর্তে করিল সঞ্জীবিত মোর মন প্রাণ বচন ইন্দ্রিয়,
ম্রিয়মাণ ছিল যারা জড়সম এতদিন—নমি বারবার
সে-তোমারে ভগবান্ পরম পুরুষ ওগো, প্রিয় হ'তে প্রিয় !
সুপ্তি যেই ভাঙে—দেখি ফিরে সেই পরিচিত বিশ্বলীলা—যারে
সুপ্তিমাঝে ভুলে থাকি। দেখে চতুর্মুখ যথা তব জ্ঞানবরে
ভুবনরহস্য তব। ভুলিবে কৃতজ্ঞ প্রাণ কেমনে তোমারে
শরণ্য চরণ যার মন্ত্রে আনে সিদ্ধি, সাধনায় রক্ষা করে !

জন্মমৃত্যু হ'তে মুক্তিফলদাতা তুমি ওগো কল্পতরু নাথ !
ইন্দ্রিয়সুখের বর চায় যারা তব পাশে—তোমার মায়ায়
মুগ্ধ তারা : তাই না চাহিয়া ঠাঁই শ্রীচরণে—করে প্রণিপাত
লভিতে সে-স্পর্শকামী দেহসুখ—মিলে যাহা নরকেও হায় !
তব পাদপদ্মধ্যানে কিবা তব ভক্ত-গুণগানের শ্রবণে
যে-পরমানন্দ নাথ, মোক্ষের মাঝেও তারে মিলে না তো কভু,
স্বর্গেও দুর্লভ—তাই সেথা হ'তে আসে জীব ফিরিয়া ভুবনে
সুধা হ'তে সুধা তরে—অতুলনীয়ের তুল কোথা বলো প্রভু ?

তোমারে হৃদয়ে যাঁরা বরিলেন ভক্তিভরে—সে-নির্মলমতি
সাধুদের সঙ্গ যেন লভি—যাহে কথামৃত তব পান করি'
তাঁদের শ্রীমুখ হ'তে—এ ভয়াল ভবার্ণবে দারুণ দুর্গতি
হ'তে পাব মুক্তি নাথ, লঙ্ঘি' মোহসিন্ধু, বাহি' তব নামতরী।

ভাগবতী কথা

চিত্ত যবে হয় তব চরণের অরবিন্দ-গন্ধ-অভিলাষী
সে-পদ্মভ্রমর পুণ্যশ্লোকদের সঙ্গ আশে আমরা মর্ত্যের
প্রিয় স্মৃতিরেও দিই বিসর্জন—ফিরে হ'তে পারি না উচ্ছ্বাসী
দেহাশ্রয়ী বন্ধু-গৃহ-ধন-জন-যশো-মান তরে জীবনের।

(৯।৬,৮—১২)

রুষ্ট পৃথুর প্রতি ভীতা পৃথিবী :

সংবরি' রোষ শুন মহারাজ আমার এ-নিবেদন
মধুকর যথা ফুল হ'তে করে আহরণ মধুসার,
তেমনি ভুবনে মনস্বিতায় যাঁহারা বিচক্ষণ
সব ঠাঁই হ'তে করেন গ্রহণ যা কিছু চমৎকার।

(১৮।২)

পৃথুর প্রতি নারায়ণ :

নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভির্যোগেন বা যৎ সমচিত্তবর্তী।

(২০।১৬)

যজ্ঞ-যোগ-তপস্যায় সুলভ-চিহ্নিত নহি আমি
সমচিত্তচেতনার সহজ বল্লভ—অন্তর্যামী।

নারায়ণের প্রতি পৃথু :

ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ন বিদ্মহে॥

(২০।২৯)

ভগবান ! এই ভুবনে তোমার চরণচিন্তা বিনা
সাধুদের আর সার্থক কাজ আছে কি ? আমি জানি না।

চতুর্থ স্কন্ধ

সনৎকুমারাদির প্রতি পৃথু :

ইন্দ্রিয়মোহে বিমুগ্ধ যারা আমাদের ম'ত হায়,
ভুবন-কর্ম-ক্লিষ্ট—তাদের কুশল প্রভু কোথায় ?
তোমাদের মত আত্মারামের কুশল শুধাতে নাই :
কুশলাকুশল চেতনা-উর্ধ্বে রাজেন যাঁরা সদাই।

(২২।১৩,১৪)

পৃথুর প্রতি সনৎকুমার :

ভক্ত ভাবুক সাধুদের যবে সঙ্গম হয় ভবে,
গভীর প্রসঙ্গের শুধু তারা করে সুখে আলাপন,
বিশ্বের চির-কল্যাণ যায় বিছায়ে সে-সৌরভে,
শ্রোতা ও আলাপী উভয়েরি বহুবাঞ্ছিত সে-মিলন।

(২২।১৯)

তৎ কর্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ ॥

শ্রীহরির যেথা তুষ্টি তাহাই কর্ম সারাৎসার,
যে-শীলনে মতি হয় প্রেমে তাঁর—বিদ্যা তাহারি নাম,
শুধু তাঁর শ্রীচরণ এ-জগতে আশ্রয় সবাকার,
সব মঙ্গলছন্দ-উৎস শুধু সেই প্রাণারাম।

(২৯।৫০)

প্রচেতসদের প্রতি নারদ :

তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥

শুধু সেই মন কর্ম বচন জন্ম জীবন ধন্য জানি
অর্ঘ যাহারা হরিচরণের—তাঁরি সেবাসুখে-নিরভিমানী
(৩১।৯)

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

তরুমূলে জলসেকে উপজায় শাখালতাফুলে সঞ্জীবন,
সর্বপূজ্য হরিরে পূজিলে সব দেবতারি হয় পূজন।
(৩১।১৪)

পঞ্চম স্কন্ধ

মুক্তি মুক্তি মাগোঁ নহীঁ, ভক্তিদান দে মোহি।
ঔর কোই যাচোঁ নহীঁ, নিসদিন যাচোঁ তোহি॥

সৎগুরু সম কো হৈ সগা, সাধু সম কো দাত।
হরি সমান কো হিতূ হৈ, হরিজন সম কো জাত॥

"মুক্তি মুক্তি" করে ওরা—নাথ, ভক্তি আমারে দিও।
শুধু তোমারেই যাচি নিশিদিন, আর কারে নয় প্রিয়!

গুরুর সমান কে আছে স্বজন, কে দাতা সাধুর তুল?
হরির মতন কে বা হিতকারী, ভক্তের ম'ত কুল?

—কবীর

ন তস্য কশ্চিৎ তপসা বিদ্যয়া বা
ন যোগবীর্যেণ মনীষয়া বা।
নৈবার্থধর্মৈঃ পরতঃ স্বতো বা
কৃতং বিহন্তুং তনুভৃদ্বিভূয়াৎ ॥

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্-
যতঃ স আস্তে সহষট্সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্ ॥

যঃ ষট্সপত্নান্ বিজিগীষমাণো
গৃহেষু নির্বিশ্য যতেত পূর্বম্।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জিতারীন্
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ ॥
(৫।১২,১৭,১৮)

প্রিয়ব্রতের প্রতি ব্রহ্মা :

যোগ-তপস্যা-বীর্য-বিদ্যা-মনীষা-ধর্ম-অর্থবান্
আপনার কি বা অপরের বলে লঙ্ঘিতে নারে বিভুবিধান।
(১।১২)

অজিতেন্দ্রিয় বনবাসী যদি হয়, তবু ভয় থাকে তাহার
আপনার মাঝে ছয় রিপু যার করে বসবাস রজনীদিন,
আত্মসত্যে জাগরূক যিনি—ইন্দ্রিয়জয় হয়েছে যাঁর,
গৃহ-আশ্রমে কোথা হানি তাঁর—ভগবানে যাঁর চিত্ত লীন ?
বাধা-রিপুদলে জিনিবে যে আগে গৃহেই সে হোক জয়ব্রতী,
তারপরে হোক কামচারী—যথা দুর্গাশ্রয়ে সেনানী করি'
আপন সেনার রক্ষণ, সাধি' শত্রু-সেনার অশেষ ক্ষতি—
বাহিরায় পরে দুর্জয় বলে নাশিতে তাহার প্রবল অরি।
(১।১২,১৭,১৮)

পুত্রগণের প্রতি বিষ্ণুর অবতার রাজা ঋষভ :

প্রবল-কামনা-অঙ্কুশঘায় শুভ কারে বলে হারায়ে জ্ঞান
ধায় মূঢ়গণ ভোগ-ভ্রমে দুর্ভোগ সঞ্চিতে—দেখে না তারা
রেণুসুখ তরে দুঃখ সহিতে হবে হায় পর্বত-প্রমাণ,
আসিবে বৈরী তাহারি মতন কামোন্মত্ত, দৃষ্টিহারা !
হে তনয়গণ ! গুরু পিতা মাতা দেবতা দয়িত নন্দনের
পদবী কাহারো সাজে না জগতে—চাহিতে সে-পদ প্রত্যবায়
সহিতে তাহারে হবে ঘোর যদি না জানে সে ভববন্ধনের
মরণ-অন্ধকূপ হ'তে কোন্ পথে জীবগণ মুক্তি পায়।
(৫।১৬,১৮)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব :

নহে সুকঠিন মুক্তির বর পাওয়া সাধনায় হরির কাছে,
বহুদুর্লভ ভক্তি, সে-বর কচিৎ সে করে দান।
ভক্তের সে তো শুধু দেব, গুরু, সখা, বল্লভ নয়—সে যাচে
সারথি দুলাল সেবকেরো পদ—রাখিতে প্রেমের মান।
(৬।১৮)

ব্রহ্মজ্ঞ জড়ভরতের প্রতি রাজা রহূগণ :

প্রভু, আপনার চরণকমল-ধূলিরূপ রেণু অঙ্গে ধরি'
বিধৌত-গ্লানি আমার চিত্তে বাসুদেবে প্রেম হ'ল অমল।
বিচিত্র নয় এ-হেন প্রভাব সাধুর—যাঁহার সঙ্গ করি'
ক্ষণতরে—মোর অবিবেক-কালো অন্তর হ'ল আলো-উজল
(১৩২২)

ধর্ম্মপুত্র ভদ্রশ্রবার স্তব :

যেমন জল ভবে মীনের চিরগতি, তেমনি ভগবান্ গতি সবার,
তাঁহারে পরিহরি' মহতও যদি হয় গৃহাশ্রয়ী—রয় তৃপ্ত প্রেয়ে,
কেমন সে-মহিমা ?—যেমন ভর্ত্তার, যে শুধু বয়সেই জায়ার তার
পিতামহের সম—অন্য কোন গুণে শ্রেষ্ঠ নয়, শুধু জ্যেষ্ঠ দেহে।
(১৮।১৩)

পঞ্চম স্কন্ধ

লক্ষ্মীর জপমন্ত্র :

তাঁরেই বলি আমি 'কান্ত'—শ্রীচরণে যাঁহার লভে ভীরু প্রেমাশ্রয়,
আত্মলাভ বিনা অন্যলাভে নাই লালসা বলি' যিনি অকুতোভয় :
কান্ত হেন শুধু তুমিই নারায়ণ !—তারক নিখিলের, চির-স্বাধীন।
বরিলে তোমা বিনা অন্য বঁধু নাথ, ভুবনভয় কভু হয় কি লীন ?

এ-হেন কান্তের চরণ ছাড়া আর কিছু যে-রমণী না জীবনে চায়
সকল সাধই তার পূর্ণ হয়। সাধে বরের বাসনায় যারা তোমায়
তাদের শুধু দাও সে-সুখ বাঞ্ছিত : ভোগের আলো-ঋতু যবে ফুরায়,
চক্রসম কালো নিরাশা আসে ফিরে নিরবসান গাঢ় বিফলতায়।

(১৮।২০,২১)

দেবগণের গীত :

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥

মিথ্যা নয় যে, সাধনে অর্থী তাঁর কাছে পায় সকল বর,
কামনার নাই শেষ, তাই কামী নিতি নববর চায় কেবল।
শুধু নিষ্কাম ভক্ত-যে চায় বরদে তাঁহারি তরে—সফল
হয় সে লভিয়া তাঁর শ্রীচরণ—সকল-তৃষ্ণাহারী-নিঝর।

(১৯।২৬)

দেবগণের খেদ :

অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥

লভিল ভারতে জনম যাহারা—করেছিল কোন্ পুণ্য হায়!
কৃষ্ণের লীলা-সাথী আজ তারা—জাগে সাধ যার দেবহিয়ায়!
(৫।১৯।২১)

প্রহ্লাদাদির নৃসিংহজপমন্ত্র :

মাঽগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ॥

জায়া সুত গেহ ধন জন সখা সাথে আমাদের হে ভগবান্!
অনুরাগ যেন না বাঁধে—মমতা যদি হয় হোক যাঁরা অভয়
ভক্ত তোমার। তারাই তোমারে পায় সুখে যারা আত্মবান্,
তুষ্ট যাহারা যথালাভে—যারা লালসা-লুব্ধ তাহারা নয়।
(৫।১৮।১০)

ষষ্ঠ স্কন্ধ

প্রীতমকো পতিয়াঁ লিখূঁ, জো কহুঁ হোয় বিদেস।
তনমে মনমে নৈনমে, তা কো কহাঁ সন্দেস॥

নৈনোঁ অন্তর আও তূঁ, নৈন ঝাঁপি তোহি লেওঁ।
ন মৈ দেখোঁ ঔরকো, না তোহি দেখন দেওঁ॥

যত দূরে হোক্ প্রিয়তম—তারে লিপিকা তো লেখা যায় :
তনু মন আঁখি মাঝে যে—মিলে না শুধু তার বারতায়!

আঁখি মাঝে তুমি এসো—আঁখি মুদি' রাখিব একেলা করি' :
দেখিব না আর কারে—দেখিবে না তোমারেও কেহ হরি!

—কবীর

যং বৈ ন গোভির্মনসাসুভির্বা
হৃদা গিরা বাসুভৃতো বিচক্ষতে।
আত্মানমন্তর্হৃদি সন্তমাত্মনাং
চক্ষুর্যথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্ ॥

ধর্মস্তু সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরাঃ মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধর চারণাদয়ঃ ॥
(৩।১৬,১৮)

যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জনানাং
যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং
স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্ ॥
(৪।৩৪)

ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎ-
পতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র।
ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো
যো দুর্লভোঽকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ।
(১১।২৩)

ষষ্ঠ স্কন্ধ

যমদূতের প্রতি যম :

নয়ন যেমন দেখে এ-ভুবনে, ভুবন দেখে না নয়নে,
আমাদের মন প্রাণ ইন্দ্রিয়
পায় না দেখিতে অবর্ণনীয়
লীলার অতীত সে-জীবননাথে লীলা যার ছায় জীবনে
(৩।১৬)

আপনি ভগবান করিল প্রণীত যে-ধর্ম গহনের চেতনে
দেবতা মুনি ঋষি পায় না দিশা তার—মানব পাবে বল কেমনে ?
(৩।১৮)

অনিল যবে আসে কুসুমদূত হ'য়ে গন্ধবহ রূপে, তারে সে-খনে,
পরাগ বলি' যবে বরণ করি—তার পবনরূপ আর রহে না মনে,
তেমনি অন্তর যখন আমাদের যে-রঙে ওঠে রঙি'—সে-রঙে করি
তোমারে কল্পনা হে অন্তরযামী, বর্ণহীন তব রূপ পাসরি'।
(৪।৩৪)

ইন্দ্রের প্রতি বৃত্র :

ধর্ম কাম অর্থ তরে সাধনা হ'তে হরি
বিরত করে ভক্তে তার কত করুণা করি' !
ঈশ্বরীয় ভাবের তাই প্রথম পরিচয়
অহেতু বৈরাগ্যে লভি। সবার নাহি হয়
এ-অনুভব জীবনে : শুধু দীন প্রেমিক পায়
দুর্লভ এ-স্বাদ তাঁহারি প্রেমের মহিমায়।
(১১।২৩)

বিষ্ণুর প্রতি বৃত্র :

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥
অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥

তোমা বিনা নাথ চাহি না কীর্তি, যোগের সিদ্ধি, মোক্ষধন,
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-রাজ্য, ব্রহ্মলোকের গৌরবে,
অজাতপক্ষ বিহগশাবক মাতারে কুলায় চায় যেমন,
ক্ষুধায় গাভীর বৎস জননী তরে কাঁদে যথা করুণ রবে,
প্রবাসী কান্ত তরে বিরহিণী কান্তার করে মন-কেমন,
তেমনি আকুল অন্তর মোর বন্ধু, তোমার চায় মিলন।
(১১।২৫,২৬)

ইন্দ্রের প্রতি বৃত্র :

প্রাণগ্লহোঽয়ং সমর ইষ্বক্ষো বাহনাসনঃ।
অত্র ন জ্ঞায়তেঽমুষ্য জয়োঽমুষ্য পরাজয়ঃ॥

যুদ্ধ চিরদিন ইন্দ্র, দ্যূতক্রীড়া সম—যেথা প্রাণ
গণ্য তুচ্ছ পণ্য সম। অক্ষসম যেথা ধনুর্বাণ।
সৈন্যরথগজবাজী—চালনার বল, কেহ যেথা
জানে না—কাহার হবে পরাজয়, কে হবে বিজেতা।
(১২।১৭)

শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিত :

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।

ধূলিসম অগণন চিরদিন প্রাণী বসুন্ধরায় ;
তাহাদের মাঝে হয় কতিপয় রত শ্রেয়সাধনায় ;
হেন ব্রতচারীদের মাঝে মুনি, শুধু কতিপয় হয়
মুক্তিপ্রার্থী ; তাহাদের মাঝে পায় শুধু কতিপয়
মুক্তি প্রতি সহস্রে ; এ-হেন মুক্তের মাঝারেও
হরিপরায়ণ হায় কয়জন ?—কোটিতেও কেহ কেহ।

(১৪।৩-৫)

চিত্রকেতুর প্রতি নারদ ও অঙ্গিরা :

যথা প্রযান্তি সংযান্তি স্রোতোবেগেন বালুকাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ॥

স্রোতের মুখে বালুকাকণা কভু গুটিকা বাঁধে,
পরক্ষণে চূর্ণকণা ধায় উধাও সাধে।
কালের মুখে ক্ষণাত্মীয় রয় তেমনি প্রাণী
মমতাডোর কাটিয়া পরে ধায়, কোথা না জানি'।

(১৫।৩)

ভাগবতী কথা

ভগবানের প্রতি চিত্রকেতু :

বিদিতমনন্ত সমস্তং তব জগতাত্মনো জনৈরিহাচরিতম্ ।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ ॥

জগতজীবন তুমি অনন্ত, অন্তর্যামী, জানো সকলি—
কে কোথায় করে কোন্ আচরণ ভুবনে ।
তোমারে তাই কী নিবেদিব নাথ ? সূর্যের কাছে জোনাকি জ্বলি'
জানাবে আলোর আবেদন বলো কেমনে ? (৬৷৪৬)

চিত্রকেতুর প্রতি ভগবান্ :

সুখায় দুঃখমোক্ষায় কুর্বাতে দম্পতী ক্রিয়াঃ ।
ততোঽনিবৃত্তিরপ্রাপ্তির্দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥

দম্পতী করে কত না যতন কত আশা ধরি' বুকে,
সুখেরি সুযোগ চেয়ে নিতি—নয় দুঃখের দুর্ভোগে ।
শুধু হায় তারা পায় না মিলনে বহুবাঞ্ছিত সুখে,
পায় দুঃখেরি বহুপরিচয় বিচিত্র যোগাযোগে ।
(৬৷৬০)

পার্বতীর প্রতি মহাদেব :

তস্মান্ন বিস্ময়ঃ কার্যঃ পুরুষেষু মহাত্মসু ।
মহাপুরুষভক্তেষু শান্তেষু সমদর্শিষু ॥

মহাত্মা যে শান্ত সমদর্শী হরিভক্ত—কাছে তার
'শ্রেষ্ঠ আমি'—চিন্তা হেন গরবে কভু এনো না মনে আর ।
(১৭৷৩৫)

সপ্তম স্কন্ধ

জো আওয়ৈ তো জায় নহীঁ, জায় তো আওয়ৈ নাহি।
অকথ কহানী প্রেমকী—সমঝ লেহু মন মাহি॥

মালা তো করমে ফিরৈ, জিভ ফিরৈ মুখ মাহি।
মনুওয়া তো দহুঁ দিসী ফিরৈ, য়হ তো সুমিরন নাহি॥

আসে যদি আর যায় না সে, যদি যায় তো আসে না আর :
প্রেম কী যায় না বলা—শুধু মন জানে তার সমাচার।

মালা ফেরে হাতে, রসনা সে ফেরে বচনে অবিশ্রাম,
মন ফেরে দিকে দিকে ছুটে—নয় স্মরণ তো এর নাম।

—কবীর

ভাগবতী কথা

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্।

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয় যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥

এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া॥

কামাৎ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং প্রভো॥

(১।২৫,২৭—৩০)

সপ্তম স্কন্ধ

যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদ :

জীবনে শুভতম—হরির নিরন্তর স্মরণ,
বরিয়া তাঁরে বৈর কাম ভক্তি স্নেহ ভয়ে
মনের যোগ তাঁহার সাথে সাধি' আকিঞ্চন
করিবে—শুধু লভিতে তাঁরে নিবিড় পরিচয়ে।

ভ্রমর তার আপন নীড়ে শ্রীহীন কীটে রুদ্ধ যবে করে
বন্দী কীট স্মরিয়া তারে দ্বেষ ও ভয়ে তাহারি রূপ ধরে।
তেমনি কেহ কেহ শ্রীভগবান্
কৃষ্ণে গণি' বৈরী—বিদ্বেষ-
বশে নিয়ত তাঁহারি করি' ধ্যান,
শুদ্ধি লভি'—মিলনে সে-অশেষ
মায়ামানবে পেয়েছে : বলো ভবে
লীলার তাঁর কে পায় পার কবে ?
শঙ্কা কাম ভক্তি স্নেহ অথবা দ্বেষভাবেও অনুখন
চিত্ত করি' যাহাতে লীন পেয়েছে তাঁরে জীবনে কত জন।

কংস পেল স্মরিয়া তাঁরে ভয়ে,
গোপীরা কামে লভিল হৃদিমাঝ,
যাদবকুল—স্বজন-পরিচয়ে,
বিদ্বেষেরে বরিয়া চেদীরাজ,
তোমরা তাঁরে জিনিলে স্নেহপথে,
আমরা ঋষি—ভকতি-ধ্যান-ব্রতে॥

১৷২৫,২৭—৩০

প্রহ্লাদ

অজেয় দেবারি হিরণ্যকশিপুর তনয় প্রহ্লাদ গুরুর গেহে
যাপিয়া কৈশোরে বরষ কতিপয় আসিলে ফিরি'—পিতা গভীর স্নেহে
টানিয়া শিশুসুতে অঙ্কে কহে : "বলো কোন্ সে পন্থা বরেণ্যতম
শুনিতে চাই—যাহা শিখেছ তুমি গুরু-আলয়ে এতদিন বৎস মম ?"

কহে সে : "যে-নিলয় অন্ধকূপসম, আঁধারে মজি' যার বুদ্ধিহীন
মানব উদ্বেগে আত্মঘাতী হয়—সে গৃহ পরিহরি' নির্মলিন
হরির আশ্রয় প্রাপ্তি' তাঁরি চির-চরণকমলের বন্দনে
প্রণয়-আবাহনে বিজন বনে বাস শ্রেষ্ঠ গণি আমি এ-জীবনে।"
বিষ্ণু যার চির-শত্রু সেই মহাদনুজরাজ শুনি অবোধভাষী
পুত্রমুখে হেন উক্তি বিপরীত বালক ভাবি' তারে মৃদুল হাসি'
কহিল আপনার অসুর অনুচরে : "ছদ্মবেশী হরিভক্ত কেহ
পারে না যেন আর আনিতে আবিলতা বুদ্ধিলোকে ওর, শিখায়ো শ্রেয়
কাহারে বলে—আর কখনো বৈষ্ণব-মন্ত্র ভুলিয়াও উচ্চারিত
না হয় যেন মুখে অবোধ বালকের। অসদালাপ মোর অবাঞ্ছিত।"

ত্রস্ত বিস্মিত যুগলগুরু ভয় গোপন রাখি' তাঁরে আদর করি'
ফিরায়ে আনি' গেহে শুধালো : "প্রহ্লাদ ! ভ্রষ্টাচার হেন কেমনে বরি'
স্তবিলে নারায়ণে ?—এ-হেন বিপরীত মন্ত্র কানে তব কে দিল আনি' ?
যেজন পর তারে গণিলে আপনার, আপন জনে পর সমান মানি' !

কহিল প্রহ্লাদ হাসিয়া শঙ্কিত নয়নে তাহাদের রাখি' নয়ন
আত্মভোলা সম সরল ঝঙ্কারে গুরুরে নাহি গণি' বিচক্ষণ :

"আপন পর এই ভ্রান্তি, ওগো গুরু, আনে আঁধার যাঁর মায়ালীলায়
অবোধ বুদ্ধিরে করি' বিপথচারী—প্রণমি সেই ভগবানের পায়।
যাঁহার অর্চনে লুপ্ত হয় পলে পাশব বুদ্ধির ভেদজ্ঞান,
স্বরূপ যাঁর কভু পারে না বর্ণিতে মুগ্ধ অবিবেকী,—করিয়া ধ্যান
পায় নি বেদবাদী চতুরানন আদি অমরগণ আজো যাঁহার পার,
সেই নিয়ন্ত্রণ করিল মতি মোর—তোমরা বলো যারে ভ্রষ্টাচার!
ভ্রষ্ট!—হায়, যদি অয়স্ আসে মণি-অয়স্কান্তের কাছে—তাহার
জড়তা যায় ঘুচে, ধায় সে চুম্বকপানে: তেমনি মন আজ আমার
চক্রপাণি পানে অহেতু প্রেমে ধায়—তাঁহারি টানে আমি অপ্রমাদ
নিবৃত্তির পথে চলি—প্রবৃত্তির ত্যজিয়া মোহময় কামনা সাধ।"

বরষ হ'লে গত দৈত্যরাজ যবে স্মরিল শিশুসুতে—গুরুযুগল
আসিল ল'য়ে দুরবগাহ শিষ্যেরে—কহিল মহারাজ স্নেহ-উছল:
"গুরুগৃহে ফিরি' বরষকাল রহি' শিখিলে কোন্ নীতি বলো আমায়,
শিক্ষা শুভতম কাহারে বলে—শুনি বৎস, কী শিখিলে গুরুকৃপায়।"
কহিল প্রহ্লাদ: "হরির কীর্তন, চরণসেবা, পূজা-অর্চনা,
দাস্য প্রণয়ের, শ্রবণ কীর্তির, স্মরণ প্রতি কাজে, বন্দনা,
সখ্য-প্রার্থনা, আত্মনিবেদন—নবধা ভকতির আরাধনায়
তাঁহার আবাহন আমার মনে হয় শিক্ষা শুভতম এ-বসুধায়।
যুগল গুরু পানে চাহিয়া ক্রোধে কহে দেবারি গর্জিয়া: "রে দুর্মতি,
আমার শত্রুর স্তবনে হেন মোর তনয়ে কী সাহসে করিলি ব্রতী!"
কহিল তারা: "প্রভু মিথ্যা কেন ক্রোধ করো নিরপরাধ মোদের'পরে?
আমরা ভুলিয়াও শিক্ষা বিপরীত দিই না কারে—হেন বুদ্ধি ধরে
স্বভাবে শৈশব হ'তেই যুবরাজ—আমরা নিরুপায়।" পুত্রপানে
চাহিয়া সম্রাট্ কহিল তবে: "দিল হেন কুমতি সে কে তোমার কানে?

কহিল প্রহ্লাদ হাসিয়া "অপরাধ আমার নহে পিতা, বৃথা এ-রোষ,
কুমতি নহে—যদি সত্যে মানে কেহ সত্য বলি'—সেথা কোথায় দোষ ?

যারা গৃহব্রত, বিষয় ভোগে-রত, শুধুই চর্বিতচর্বণের
তৃপ্তিলেশহীন আঁধারটানে ধায় ইন্দ্রিয়ের সুখে—মতি তাদের
বিষ্ণুমুখী হবে কেমনে—চলে যারা অন্ধসম হায় দেখায়ে পথ,
তাদেরি মত জনমাঝে স্বার্থের বহির্মুখী ডাকে মুগ্ধবৎ ?
হয় না শুভমতি সঙ্গ বিনা সাধু মহাজনের চিরনিরত্তিমান,
সাধুর পদরজে অঙ্গ অভিষেক না করি'—শ্রীহরিরে আত্মদান
করিতে কে বা পারে ? ভবে অনর্থের মন্ত্রণার মায়া লুপ্ত হয়
কেবল সে-লগনে—যখন লভে জীব ভক্ত চরণের প্রেমাশ্রয়।"

ক্রোধান্ধ হিরণ্যকশিপু তনয়ে নিক্ষেপি ভূতলে অশনিমন্দ্রে
কহিল : "উহারে ঘাতকেরা যাক ল'য়ে বধ্যভূমে—পরমানন্দে
যন্ত্রণা-নিবিড় মৃত্যু-অভিশাপে শাস্তি হোক ওর—যে-হরিভক্ত
কুলাঙ্গার সে তো স্বভাবে—তাহারে করে যেন গ্রাস সাগরাবর্ত,
কালান্তক অগ্নি, জ্বালাময় বিষ, শূল, ঝঞ্ঝা, কি বা ঘোর মাতঙ্গ,
যে-পন্থায় হোক বিনাশো উহারে—ছিন্ন করো ওর কোমল অঙ্গ।"

নিষ্ঠুর করালদংষ্ট্রা ভীমাকার রাক্ষস ঘাতক উল্লসি' তূর্ণ
ভৈরব গর্জনে শূল হানি' দেখে সবিস্ময়ে শূল হ'ল বিচূর্ণ
পাপমুখী মন পায় না যেমন বহু পুণ্যকর্মে অভীষ্টসিদ্ধি
নিখিল-নিলয় নারায়ণমুখী প্রহ্লাদের দেহ মারণবৃত্তি
কৃতান্ত রাক্ষস পারিল না আর সঁপিতে দারুণ মরণলক্ষ্যে।

শুনিয়া বারতা হিরণ্যকশিপু আদেশিল রোষ-আরক্তচক্ষে :

"সর্পের দংশন, করীর পেষণ, অভিচার, বিভীষিকার সৃষ্টি,
ভূগর্ভে নিরোধ, হলাহলপান, অনাহার, ঘোর হিমানীবৃষ্টি,
যে-পন্থায় হোক হনন উহার করো সবে মিলি' ঘাতকমন্ত্রী।"
ভক্ততনু তার আবরি' কৃপায় বর্মসম হরি পরাণহন্ত্রী
আপন মরণমায়ারে রুধিল মরণ-অতীত লীলাবিভঙ্গে:
কণ্টক-বেদন যাঁহার চরণ-মলয়ে মঞ্জরে কুসুমরঙ্গে
কে পারে তাঁহার স্নেহের দুলালে পলকেরো তরে করিতে স্পর্শ ?

প্রগাঢ় বিস্ময়ে হিরণ্যকশিপু কহিল স্বগতে: "কোন্ আদর্শ
লভিয়া পেলব তনু তনয়ের পায় প্রতিপদে অভয় মুক্তি ?
কার ধ্যানে করে দুঃখেরে বরণ পরিহরি' সুখ বিলাস-যুক্তি ?
প্রভাব এ-হেন লভিল বাল্যে যে, সাধিবে যৌবনে সে মোর মৃত্যু:
একান্ত নিশঙ্ক যে-জন স্বভাবে—মরণ যে তার চরণ-ভৃত্য।"

দৈত্যরাজের দেখি' হেন ভাব কহিল গুরুযুগল:
"অকারণে কেন চিন্তায় হেন ম্লানমুখ হে প্রবল!
প্রতাপে যাহার ভীত ত্রিভুবন কী করিবে শিশু তার ?
অবোধ শিশুর কোথা গুণ দোষ ? আনন কেন আঁধার ?
করিলে আদেশ—দিব সুশিক্ষা রাখি' সাবধানে স্নেহে
যতদিন পিতা শুক্রাচার্য না আসেন ফিরি' গেহে।
সে-মহাসঙ্গে—শুনিয়া অমোঘ বিধান তাঁহার হবে
আবার সুমতি অবোধ শিশুর হরি-প্রেম-পরাভবে।"
চিন্তায় ম্লান দনুজেশ দিল অনুমতি জপি' তার
শেষ আশা: "বহু প্রয়াস-অন্তে লভিবে রাজকুমার
স্বধর্মে রুচি!" প্রহ্লাদ মাস কতিপয় অচপল
গুরু-গৃহে রয় পেয়ে সাথী যত দৈত্য-শিশু সরল।

শিখায় যুগল গুরু সযতনে লোকপালনের রীতি :
দৈত্য-ধর্ম কারে বলে, কারে বিজয়ী কামের নীতি।
পাঠ লয় শিশু—শোনে না কিছুই। একদিন নির্জনে
বলে সতীর্থদের ভকতির গভীর উচ্চারণে :

"দৈত্যকুমারগণ! এ-মানবজন্ম সুদুর্লভ :
শুধু এ-তনুতে হয় শ্রীহরির আরাধনা সম্ভব।
তবু পার্থিব পরমায়ু ক্ষণজীবী—কৌমারে তাই
ভাগবতী সাধনার পথে চায় দীক্ষা জ্ঞানীরা ভাই!
প্রাণের পরম লক্ষ্য—তাঁহার শ্রীচরণ-আশ্রয়,—
আত্মার যিনি বান্ধব প্রিয়, ঈশ্বর বরাভয়।
না প্রার্থিলেও দুঃখ যেমন দেখা দেয় খনে খনে,
ইন্দ্রিয়সুখও তেমনি সুলভ দেহীদের এ-জীবনে।
হেন ভোগে পুরুষার্থ কোথায়?—এ শুধু আয়ুক্ষয় :
নাই যেথা হরিচরণাম্বুজ-প্রেম মঙ্গলময়।
তাই ধরাতলে যতদিন দেহে শক্তির আলো জ্বলে,
যেন সে-আলোয় মঙ্গল-মুখে চরণ নিয়ত চলে।
শৈশব কাটে খেলায়, বিদ্যাশিক্ষায়—কৈশোর,
বিবশ জরায় অন্তিমে কাটে বিংশবর্ষ ঘোর।
যৌবন কাটে সেবি' বলীয়ান্ অতৃপ্ত কামনারে,
প্রৌঢ়তা কাটে প্রমত্ত মোহে বরি' গৃহ পরিবারে।
যে-গৃহীরে বাঁধে গাঢ়বন্ধনে নীড়সাথে স্নেহ তার
সে কেমনে নভোমুক্তি সাধিবে, সেবক যে লালসার?
যে-ধন প্রাণের চেয়েও কাম্য, প্রাণেরে রাখিয়া পণ
বণিক্ দুরাশী তস্কর করে যাহার আকিঞ্চন,

কে তৃষ্ণা তার করে পরিহার পড়িলে লোভের জালে ?
তাই বলি ভাই, ভক্তিদীক্ষা চাও শৈশব-কালে।
নহিলে যখন লভিবে প্রেমিকা-জায়ার-সঙ্গমধু,
নির্জনে করি' আলাপ জানিবে—শুধু তুমি তার বঁধু,
কলভাষ শিশুসন্তানদের শুনিবে—বন্ধু-প্রীতি
লভিবে যখন, ছাড়ি' আসঙ্গ কেমনে হবে অতিথি
অচিন হরির প্রসাদের—কভু দেখ নি নয়নে যারে,—
ত্যজিয়া নয়নানন্দ স্বজনে কেমনে বরিবে তারে ?
সংসারী যারা—রহে না তুষ্ট শুধু ইন্দ্রিয়সুখে :
সুখের দুর্গ-ভ্রমে আপনার কারা রচে যুগে যুগে
কর্মসাধনী লক্ষ তন্তু দিয়ে—রচে কীট যথা
আপনার গুটি আপন সুতায় রহিতে বন্দী সেথা।

"মুগ্ধ বিলাসী দেখেও দেখে না—পরিজন-পোষণের
তরে আয়ু তার বৃথা করে ক্ষয়—লভি' বহু দুঃখের
আঘাত নিত্য—রোগে শোকে তাপে জীর্ণ হয় সে—তবু
বৈরাগ্যের অশোকামৃত করে না বরণ কভু।
আরো নিদারুণ সহে ব্যথা গৃহী জর্জরতায় হায় :
কামনার নাহি শান্তি—অর্থকামী তাই বসুধায়
স্বজনের তরে পরস্বহারী হয়, জানি' মনে—তার
শাস্তি অশেষ ইহ-পরলোকে—নাই যার প্রতিকার।
এ-হেন মতিভ্রম সংসারে শুধু অবোধেরি হয় ?
কে বলিল ?—ভবে জ্ঞানী-যে তারো কি নাই স্খলনের ভয় ?
স্বীয়-পরকীয়-সীমাবোধ হ'য়ে লুপ্ত, জ্ঞানের লোক
হারায়ে কি জ্ঞান-হীনেরি মতন সহে না সে দুর্ভোগ ?

হয় না নারীর খেলার পুতুল ? হয় না কি শিশু তার
মূর্ত নিগড়—তবু শৃঙ্খল মনে করে কামনার !
তাই বলি ভাই, দৈত্য-বালক-সাথীর সঙ্গ ছাড়ি'
আজি হ'তে সবে হও আদিদেব-নারায়ণ-সহচারী—
বীতবন্ধন বলি' যাচে যাঁর চরণাম্বুজ নিতি
বন্ধনভীত মুক্তিকামীরা। সাধো সবে তাঁর প্রীতি—
চিরনির্মল আনন্দঘন অন্তরযামী যিনি,
কী বা দুর্লভ থাকে এ-ভুবনে হ'লে প্রসন্ন তিনি,
আসুরী হিংসা ত্যাজিয়া মৈত্রী-দয়াধর্মেরে করি'
বরণ তাঁহার সাধো পরিতোষ। বলো : 'দয়াময় হরি!
শুধু তব সার শ্রীচরণ ধ্যান করিব আমরা সবে,
শুধু তব সুর সাধিব—অর্থ কাম সাধিয়া কী হবে ?—
আমরা ধর্ম মোক্ষও আর চাহিব না আজি হ'তে,
শুধু তব প্রেমসাধনার র'ব সাধক জীবনব্রতে।'

রাখিও স্মরণ পরমের বাণী : জন্মমরণশীল
এ-জীবন হয় পার শুধু সে-ই মতি যার অনাবিল
হয় লভি' রতি ভগবৎমুখী—চায় যে তাঁহারে যিনি
নিখিল প্রাণীর অন্তর্যামী ; জানে যে—লুব্ধ তিনি
তস্কর সম ভক্তহৃদির ভক্তিধনের লাগি'।
সাধনায় তাঁর বহুপ্রয়াস নাই—মন বৈরাগী
যাঁহার সর্ব-ব্যাপী সৌরভ তরে, পরিহরি' হেন
সর্বসফল বন্ধুরে হবে বিফলতামুখী কেন ?
অন্তরলোকে যিনি চিরাসীন, নিয়ন্তা করুণায়,
না লভিলে তাঁরে—স্বস্তির পথে আঁধারে কি চলা যায় ?

কে বলিল তিনি বহুদুর্লভ ?—অসার এ-হেন কথা।
নহে দান তপ শৌচ যজ্ঞ ব্রত বা বহুজ্ঞতা
তাঁর সাধনার দিশারি—কেবল অমলা ভক্তি চাই,
এ-ফল না মিলে যে-সাধনে বৃথা সে-সাধনে কাজ নাই।"

শুনিয়া মধুর বচন তাহার দৈত্যসুতেরা সবে
উল্লসি' তার বাণীরে গ্রহণ করিল হরির স্তবে।
দেখিয়া তাদের নারায়ণমুখী মতিগতি—শঙ্কায়
দৈত্যগুরুরা তূর্ণ পড়িল দৈত্যপতির পায়।

শ্বসিত সর্পের ম'ত দৈত্যপতি ঘোর রূপ ধরি'
কহিল আনতনেত্র প্রহ্লাদেরে তিরস্কার করি':
"রে অধমাধম মন্দবুদ্ধি কুলাঙ্গার দুঃশাসন !
আপন পিতার হাতে মৃত্যু তোর ললাট-লিখন।
সংহারের পূর্বে শুধু আজিকে শুধাই : মূঢ়, বল্
যে-আমার ক্রোধ হেরি' ত্রিভুবন কম্পিত বিহ্বল
কার বলে সে-ত্রিলোক-ভয়ালের ইচ্ছা শঙ্কাহীন
অবজ্ঞায় শিশু তুই করিস লঙ্ঘন অনুদিন ?"

কহিল প্রহ্লাদ : "তাত ! শুধু কি আমারি বল তিনি
অতি বলীয়ান-দেহে করেন সঞ্চার বল যিনি ?
মহৎ মলিন, চল অচল সবারি নিয়ামক
যিনি চিরদিন শুধু তিনি বিনা কে ভবে পালক ?"

সিংহাসন হ'তে উঠি' জ্বালাময় চক্ষে দৈত্যরাজ
কহিল ভ্রূভঙ্গি' পুত্রে : "মতিচ্ছন্ন তুই—তাই আজ

পিতারে শত্রুর সম গণিলি—" তনয় কহে হাসি' :
"শুধু এক শত্রু পিতা রহে সঙ্গোপনে তনুবাসী,
সে বিদ্রোহী মন—সে যে আসুরী উন্মার্গ পথে চলে,
সমতায় অবিচল মন তাই বাঞ্ছিত ভূতলে।
সেই মন আজি হ'তে হোক তাত তব প্রার্থনীয়,
ঐকান্তিক ধ্যান যার অনন্তের পুণ্য অর্ঘ প্রিয়।
ইন্দ্রিয় না করি' জয় করিতে যে চায় দিগ্বিজয়
তাহারি নিয়তি-নভে ঘনায় নিরস্ত শত্রুভয়।
জিতেন্দ্রিয় যে-ধীমান্, সর্বভূতে সমভাব যার :
সে-সাধুর কোথা মোহ, নির্মোহ যে, কোথা শত্রু তার?"

হিরণ্যকশিপু কহে গর্জি' : "তুই মন্দবুদ্ধি, তাই
আত্মশ্লাঘা করি' সুর সাধিস যে, আত্মঘাত চাই!
ধ্বংস যার ললাটিকা প্রলাপ তো ভাষণ তাহারি,
মরণান্ধ! তাই বুঝি শিখিলি না দেখিতে—আমারি
ভয়ে ধায় চন্দ্র সূর্য অনল অনিল—মহাকাল
আমারি তো আজ্ঞাবহ—কে আমারে করিবে আড়াল?
আমি বিনা বল্ কোথা ভগবান্ নিখিল-বন্দিত?"

কহিল প্রহ্লাদ : "তাত! আর যেন মুখে উচ্চারিত
না হয় তোমার হেন দুর্বচন। তিনি বিনা পারে
কে আর বলিতে : 'আমি ভুবনেশ ভুবন মাঝারে'?"

কহিল ফুঁশিয়া অমরারি : "ঘৃণ্য অন্ধ চাটুকার!
হেন হীন কথা মুখে উচ্চারিলি কেমনে আমার

মহাকুলে জন্ম লভি' ?—ভুবনেশ বলিস কাহারে—
নাই যার চিহ্নলেশ কোথাও এ-ভুবন-মাঝারে ?"
কহিল প্রহ্লাদ মৃদু হাসি : "পিতা, অন্ধ নহি আমি
অন্ধ সে—যে দেখিয়াও দেখিতে না পায় দিবাযামী
কে আছে এ-বিশ্ব ছেয়ে—অণু হ'তে ব্যাপি' নীহারিকা
কাহার চেতনা জ্বালে চরাচরে প্রাণের বর্তিকা।

হিরণ্যকশিপু কহে চণ্ডরবে : "ওরে দুর্বিনীত !
মূঢ় তুই, তাই হেন প্রলাপেই রহিস তপিত।
ভুবনে সে ব্যাপ্ত যদি—তবে স্ফটিকের স্তম্ভে কেন
নাই সে ?" প্রহ্লাদ কহে : "অজ্ঞানে যে ভ্রান্ত তারি হেন
নিত্য হয় মোহ। বিনা নিশ্বাস যাঁহার লহমায়
পবন স্তম্ভিত—বিনা কোমলতা যাঁর বসুধায়
নন্দিত নিকুঞ্জ হয় মরু ম্লান—অঙ্গ হ'তে যাঁর
কঠিনের উপাদান লভি' ধরে আকাশ আকার
বস্তুপুঞ্জে—তিনি নাই স্তম্ভে ? পাও শুনিতে কি—কাঁপে
অট্টহাস্যে জলস্থল আজি পিতা তোমার প্রলাপে ?"

"তবে সে করুক রক্ষা পারে যদি তোরে কুলাঙ্গার !
যবে করি তোরে ছিন্নমুণ্ড খড়্গে—" বলি' ভীমাকার
বাহু উৎক্ষেপিয়া ঊর্ধ্বে স্তম্ভ করি' দীর্ণ দৈত্যমণি
ধায় শিশুপুত্র পানে।
সিংহনাদে কাঁপায়ে অবনী
স্তম্ভের গহ্বর হ'তে দুর্নিরীক্ষ্য ঘোরমূর্তি ধরি'
প্রলম্ফিয়া বাহুবন্ধে দৈত্যেন্দ্রে ধরিল বেষ্টি' হরি

অর্ধ-সিংহ-অর্ধ-নর-বিগ্রহ বিলোল বিভীষণ
দানবারি দানবেরে উরু 'পরে করিয়া পাতন
মুহূর্তে নখরে তার দৃঢ় বক্ষ করি' বিদারণ
করিল ভূতলে তার হৃতপ্রাণ তনুরে ক্ষেপণ।
দৈত্যরাজে ভূলুণ্ঠিত দেখি' লক্ষ লক্ষ দৈত্যদল
আক্রমিল সে-অদ্ভুত অভ্যুদয়ে। ত্রাসি' ধরাতল
হুঙ্কারে নৃসিংহদেব মত্তকরী সম পলে জিনি'
নিষ্পেষিয়া করিলেন চূর্ণ সেই দৈত্য-অনীকিনী!
সে-সংক্ষুব্ধ আন্দোলনে দেবলোক হ'তে দেবগণ
নামিয়া ধরণীতলে—সে-করাল মূর্তিরে স্তবন
করে সবে ভক্তি-ভয়ে বিহ্বলি'। শুধু সে-ভীমকায়
দেবেশের কে স্পর্শিবে পদযুগ—লক্ষ্মী ভয় পায়
সম্ভাষিতে যারে? দেখি' কহে ব্রহ্মা প্রহ্লাদে ডাকিয়া:
"বৎস! করো তুমি আজ প্রসন্ন নাথেরে অভ্যর্থিয়া।"

প্রহ্লাদ অকুতোভয়ে নৃসিংহদেবের পদতলে
কৃতাঞ্জলি করিল প্রণাম। দেখি করুণাকোমলে
রাখিলেন বরাভয় কর তাঁর ভক্তশিশুশিরে
সর্বনাথ। রোমাঞ্চিত-তনু শিশু নয়নের নীরে
সিঞ্চিয়া চরণ তাঁর উঠিয়া আনন্দে মেলি' তার
প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টি আরম্ভিল স্তব চিত্ত-চমৎকার:

"তত্ত্ববিৎ যাঁরা, গুণের যাঁহাদের অবধি নাই, হেন তাপসগণ
পারে নি যে-তোমার সাধিতে পরিতোষ পারেনি দেবগণ, চতুরানন,—
সে-তুমি মোর স্তবে কেমনে প্রীত হবে—জাত যে অসুরের বংশে হীন?
ভরসা শুধু—তুমি প্রতিভা সাধনার সাধ্য নহ, তুমি ভক্তাধীন।

কান্তিসম্পদ-শক্তিকুলতপ-বুদ্ধি-আবাহনে প্রভু তোমায়
পায় নি—পেয়েছিল যেমন গজরাজ গ্রাহের মুখে দীন প্রার্থনায়।

"তোমারে তাই ডাকি : চরণে দিও ঠাঁই—যত না গুণহীন হই হে নাথ,
চণ্ডালেও যবে করুণা করো—যদি ভক্তি থাকে ধরো তাহারো হাত।
বিদ্যা-কুল-শীল-দানাদি গুণে যদি ভূষিত হয় দ্বিজ—তবু সে নয়
তেমন প্রিয় তব যেমন চণ্ডাল—যদি সে শুধু হরিভক্ত হয়।
নিত্যানন্দ হে আত্মসমাহিত! আমার ম'ত যারা অকিঞ্চন
তাদের মানদানে চাহো না তুমি মান, জানি—পূজায় কোথা তব পূজন?
তোমারে করি দান যা-কিছু, ফিরে পাই—মুকুরে যথা হ'য়ে বিম্বিত
কান্তি কমনীয় কান্তিমানে করে তৃপ্ত—তুমি নাথ বন্দিত
হ'য়ে তেমনি দাও তুচ্ছ বন্দনা ফিরায়ে শতধারে তব সাধের
প্রসাদ-দর্পণে—দাসেরি তরে করো অঙ্গীকার তুমি পূজা দাসের।
কী সুখ সংসারে? প্রিয়ের বিচ্ছেদ, অপ্রিয়ের সাথে নিত্য বাস,
কুসুমে কীট কাঁটা, ভোগে বিপর্যয়, শোকানলের ধূমে চিত্তাকাশ
ক্ষণে ক্ষণে হয় মলিন—ইন্দ্রিয়সুখের পরে সেই অন্তহীন
দুঃখ পরিতাপ—যাহার প্রতিকারো দুঃখ আনে বহি' রজনীদিন!

"আমারে করো তাই তোমার দাস ওগো পরম কারুণিক, চির-স্বজন!
এ সংসারে যদি রাখিতে চাও, দিও সঙ্গ তাহাদের—যারা চরণ
বরিল তব—যারা তোমারে শুধু চায় কামনা-বাসনারে করি' বিদায়
তাদের সাথে গাহি' তোমার কীর্তন, শুনি' তোমার কথা, র'ব ধরায়
শোকের বুকে তব অশোক প্রতিনিধি—তোমারি প্রেমে, বিনা সে-আশ্রয়
দেহীর আছে বলো কী অবলম্বন?—নাই ভয়ার্তের ভবে অভয়,
শিশুর নাই পিতামাতার স্নেহনীড়, তুফানে নাবিকের তরণী নাই,
অমৃত বিনা কোথা হলাহলের প্রতিবিধান?-শূন্যতা—যেদিকে চাই।

তবু কী মায়ামৃগতৃষ্ণা এ জীবন! যে-ভোগ দূর হ'তে ডাকে মোহন,
কাছে রূপের তার চিহ্নলেশো আর রহে না—তবু জীব বধূবরণ
নিয়ত করে তারে—তৃপ্তিহীন লোল কামনা-বহ্নিরে শমিতে হায়!—
শুধু যেথায় চিরশান্তি রাজে—বৈরাগ্যকোলে—সেথা মুখ ফিরায়!

"দেখেছি ব্যর্থতা ভোগের আমি নাথ! রাজরাজেন্দ্রেরো কোথা প্রতাপ?
উগ্র মদিরায় শান্তি-সুখ কোথা? কামনা বর নয়—সে অভিশাপ!
ক্ষণায়ু সিদ্ধির পলকে হয় লয়, অভিমানের তাপে কীর্তি ম্লান:
আজিকে আমি তাই চরণে তব চাই সেবার অধিকার নিরভিমান।
কোথায় রাজসিক অসুরকুলজাত তামস জীব আমি হায়—কোথায়
তোমার গাঢ় অনুকম্পা নারায়ণ!—ব্রহ্মা-শিব-রমা-শিরে কৃপায়
রাখোনি আজ তব যে-করপল্লব করিল যবে তারা স্তব তোমার,—
রাখিলে সেই কর ইন্দীবরসম আমারি শিরে ওগো করুণাধার!
পক্ষপাত নয় এ তব—জানি, নাই মহতে হীনে তব ভেদজ্ঞান,
নিখিলবান্ধব তুমি-যে জানি, জানি—কল্পতরু তুমি, নিত্য দান
করো বরার্থীরে যে-বর বাঞ্ছিত, সে তার সেবারি-যে ফল প্রসাদ।
তোমার করুণা-যে অহৈতুকী জানি, স্বভাবে প্রেমাশিস বিলাও নাথ!
প্রার্থি তবু আমি—আপনি দীন বলি'—দীনেরে দাও প্রভু তব অভয়—
মুগ্ধ কামনায় যাহারা আঁখিহীন, স্বার্থতরে অরি বন্ধু হয়,
রুক্ষ শঙ্কায় যাদের কাটে কাল—কাহার ভোগে হবে কাহার শোক,
কাহার মানে কার অহেতু অপমান, মিলনে কার হবে কার বিয়োগ:
এ-হেন পরাধীন আশা ও নিরাশার যাহারা ক্রীড়নক—হ'য়ে তাদের
অকূলে কাণ্ডারী সবারে লহ নাথ বৈতরণীপারে এ-জনমের।
আর্তবন্ধু হে! আর্তে করো তুমি তারণ করুণায় প্রার্থি তাই:
দুঃখী অন্ত্যজনে চরণ দাও—আমি আপন মুক্তির বর না চাই।

তোমার ভক্তের দাসানুদাস আমি, তাদের সাথে গেয়ে তোমার গান
লীলার, কীর্তির, রূপের, প্রণয়ের লভি সুধাস্বাদ নিরভিমান।
তাই 'এ-ঘোর ভববৈতরণী তব করো হে পার'—আমি বলি না নাথ!
যাহারা হায় পরমার্থ নাহি চায়, বরিয়া ইন্দ্রিয়মোহ-প্রমাদ
অন্তহীন মায়াসুখের বহে ভার, সুখভ্রমে দেয় দুঃখে কোল,
তোমার তীর্থের তারকাদিশা ছাড়ি' ধায় যে-পথে ডাকে গরবদোল,
লালসা-কণ্ডূতি—বিরাম নাহি যার, শুধুই আছে হায় কণ্ডূয়ন—
তাদের দাও তব মুক্তি-মঙ্গল—দিব্যদৃষ্টির উন্মীলন।
তাপস মুনি যারা দেখেছি প্রায় তারা বিজনচারী—শুধু সাধে আপন
সাধনা মুক্তির মৌন-ব্রত ধরি'—হৃদয়ে নীলমণি করি' গোপন:
তাপিতপানে তারা চাহে না ফিরিয়াও—কে দিবে তাহাদের শরণদান
না দিলে তুমি? ছাড়ি' তাপিতে আপনার মোক্ষ তরে মোর কাঁদে না প্রাণ।"

দেবতা অভয়কান্তি কহিল: "প্রহ্লাদ! শান্তি আনি আমি বন্ধ্যা বেদনার,
পূরাই আঁধারতৃষা তুফানে দীপিয়া দিশা—সহ বর ভক্তির তোমার।
প্রীত নহি যার 'পরে—ধরি না তাহার তরে মূর্তি আমি দিতে বরদান:
আমার দর্শন পায় বারেকও যে বসুধায়—দুঃখ তার হয় অবসান।"

প্রহ্লাদ করিয়া নতি কহিল: "হে রত্নপতি, ভক্তি কবে বরমাল্য চায়?
কামনা-কুহক আশা? সুখ স্বার্থ তার ভাষা—পরমার্থ-পথে অন্তরায়।
তবে কেন এ-ছলনা? যে কামনা কুহস্বনা, উষাপথে আনে নিশাভ্রম,
সে-ভ্রান্তিবিলাস হ'তে প্রার্থি মুক্তি শুভব্রতে তোমারি অসীমে প্রিয়তম!
জানি জানি ডাকো কেন ললিত লিপ্সায় হেন রাঙি' যেন সোনার হরিণ:
দেখিতে—ও-অমলিনা কৃপা লাগি' রয় কি না প্রেম মোর জেগে নিশিদিন,
দেখাতে—তটিনীরঙ্গে আশার নটিনীভঙ্গে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলায়ে কোথায়
করে মোহ লক্ষ্যহারা ভুলায়ে জ্যোৎস্নার তারা যেথা মরীচিকা ঝলকায়!

সৌদামিনী-চমকনে ধাই মোরা যৌবনে অনন্তে কল্পনা মনে করি' :
কে চিত্তে সংশয় আনে : 'অরূপে কি কেহ জানে ?
এসেছে সে কবে রূপ ধরি' ?'
গায় তৃষ্ণা : 'তনুমন চায় শুধু আভরণ, প্রসাধন বিচিত্র-বিলাস।'
ধরণীর নৃত্য নাটে আবর্তনে তাল কাটে, ঝরে ফুল—মিলায় উচ্ছাস !

"তবু এ কেমন মায়া ! বিমোহিনী ধূপছায়া ক্ষণফুলে সাজায় কানন !
পলে অনুপলে ভাঙে সে-মায়া,আবার রাঙে ঝ'রে-যাওয়া কুসুম-স্বপন !
শুধু সে তো ফুল নয়, কাঁটাও প্রচ্ছন্ন রয়—করি' লালসারে লেলিহান :
ঝরায় সে রক্ত যত প্রসূন-প্রণয়ে তত গায় মোহ তারি কলগান।
প্রাণ শক্তিমদভরে জীবনে অতৃপ্তি বরে, মণি-লোভে কালফণী সাধে
কিরণ-সাধনা যার নাই মণি নয় তার—জানে, তবু ধায় সে প্রমাদে !
অন্ধ তো জানে না নাথ আহরণে আশীর্বাদ মিলে না মিলে না শুভদার :
আপনারে প্রদক্ষিণ করে যে রজনীদিন—কেমনে পোহাবে নিশা তার ?
কাটে তার সারা বেলা ল'য়ে অর্থহীন খেলা—
স্রোতে দাগ—মুহূর্তে মিলায় !
দেখে না সে স্বপ্নচূড়ে কার জয়ধ্বজা উড়ে গ্রহ-শশি-তপন-তারায়।
বাসনার যবনিকা ঢাকে তব নীহারিকা যে-দীপালি জ্বলে বরাভয়ে
করি' শূন্য ব্যোম আলা যেথা গাঁথে তব মালা কমলা নক্ষত্র-দেবালয়ে।"

"হেন ধ্রুবতারা-বাঁশি বাজালে যদি উদাসী, জাগাও সে-রাগে তব প্রীতি,
অন্তরে যে অন্তঃশিলা বহাও তাহার লীলা উদ্বেলিয়া অমৃত-বারিধি।
ছুটুক সে ফুলে ফুলে অসাঙ্গ আনন্দে দুলে তব অমরণী মোহানায়
যেথা আত্মসমর্পণে সর্বহারা বিসর্জনে মন্ত্রহারা মন্ত্রদিশা পায়।
বৈরাগী-দীক্ষায় তব হে স্নিগ্ধ মহানুভব ! রিক্ত মোরে করো চিরতরে :
কূলেরে বিদায় দিয়া উঠি যেন উচ্ছলিয়া অকূলের অশঙ্ক নির্ভরে।

করি নাথ অঙ্গীকার : দিব আছে যা আমার
পারাপার-প্রশ্ন নাহি গণি' :
আমি-যে জগদ্ধাত্রী করুণার তীর্থযাত্রী,
লক্ষ্য যার—ভক্তি চিরন্তনী।
শুধু তব প্রেম জানি' ধনী আমি, অভিমানী—
চাহি না তো অন্য মণিমান।
অন্তরে তোমারে ডাকি সে নহে বরের লাগি'—
শুধু আপনারে দিতে দান।
বরের প্রসাদ তরে যে তোমার সেবা করে
সে নহে সেবক—সে বণিক্।
যে-প্রভু প্রতিষ্ঠা আশে সেবকেরে ভালোবাসে,
সেও নহে প্রভু—তারে ধিক।*

"বহুছলনায় নিতি কামনার কলগীতি
দান-প্রতিদানে জেগে রয় :
করি' তারে চিহ্নহীন জাগো হৃদে ভক্তাধীন!
প্রেমে তব করিয়া তন্ময়।

ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো॥
নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥
আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥

মন্ময়তা সূক্ষ্মতম হোক আজি প্রিয়তম
স্বেচ্ছানত চরণে তোমার :
বর নাথ, দিবে যদি, প্রার্থি আমি—নিরবধি
কিছু নাহি রাখি আপনার।
যাহা কিছু আপনার, হোক তব সাধনার
রূপান্তরিত আরোহিণী,
শুধু তব শ্রীচরণ করি যেন আকিঞ্চন—
তাহ'লে বাসনা বিদেশিনী
হবে সেই বিনির্মল আনন্দ-সাম্রাজ্যে, ছল
সেথা আর পাবে না আশ্রয় :
যা কিছু তোমারে করি উৎসর্গ—অমনি ধরি'
নবমূর্তি অর্ঘ-রূপ লয় :—
সুর হয় সংকীর্তন, সুখ হয় শিহরণ,
উদারতা হয় আত্মদান,
কামনা-মলিন আশা অভীপ্সার পায় ভাষা,
সাধুবাদ হয় স্তবগান,
রূপরতি আত্মসুখী সুষমার সূর্যমুখী
হয় নিষ্কামনার যৌতুকে,
স্ফুলিঙ্গও হয় মণি করিতে জয়ধ্বনি
আদিত্যের তব যুগে যুগে।

অষ্টম স্কন্ধ

লিখালিখী কী হৈ নহীঁ, দেখাদেখি কি বাত।
দুলহা দুলহিন মিলী গয়ে, ফীকী পড়ী বরাত॥

জো কোই সমঝে সৈন মে, তা সে কহিয়ে বৈন।
সৈন বৈন সমঝে নহীঁ, তা সে কছু নাহি কহন॥

এ তো নয় লেখালেখির মহল, দেখাদেখি হেথা চাই।
বর-সাথে-বধূ-মিলন-স্বাদের আহূত কী জানে ভাই?

ইঙ্গিতজ্ঞ যে-সুজন তারি সাথে কথা কোয়ো গুণী!
সে-ভাষার নয় মরমী যে—তারে কী কথা বলিবে শুনি?

—কবীর

ন যস্য দেবা ঋষয়ঃ পদং বিদুর্জন্তুঃ পুনঃ কোঽর্হতি গন্তুমীরিতুম্।
যথা নটস্যাকৃতিভির্বিচেষ্টতো দুরত্যয়ানুক্রমণঃ স মাবতু ॥
দিদৃক্ষবো যস্য পদং সুমঙ্গলং বিমুক্তসঙ্গা মুনয়ঃ সুসাধবঃ।
চরন্ত্যলোকব্রতমব্রণং বনে ভূতাত্মভূতাঃ সুহৃদঃ স মে গতিঃ ॥
ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম বা ন নামরূপে গুণদোষ এব বা।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি ॥

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্যকর্মণে ॥
নম আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে।
নমো গিরাং বিদূরায় মনসশ্চেতসামপি ॥

মাদৃক্প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায় মুক্তায় ভূরিকরুণায় নমোঽলয়ায়।
স্বাংশেন সর্বতনুভৃন্মনসি প্রতীত-প্রত্যগ্‌দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে ॥

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥

জিজীবিষে নাহমিহামুয়া কিমন্তর্বহিশ্চাবৃতয়েভযোন্যা।
ইচ্ছামি কালেন ন যস্য বিপ্লব-স্তস্যাত্মলোকাবরণস্য মোক্ষম্ ॥
(৮৩—১০,১৭,২০,২৫)

অষ্টম স্কন্ধ

বিষ্ণুর প্রতি গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রের স্তব :

লীলার যাহার চির-অচিন ধারা,
স্বরূপ তাহার কেউ কি আজো জানে ?
অমর যোগী ঋষিরাও হারা
হয় নিয়ত যার অচিন্ত্য ধ্যানে !

মর্ত্যলোকের অবোধ পশু আমি
কেমন ক'রে পাব তোমার পার ?
শুধু শরণ চাই বিপদে স্বামী,
রক্ষা করো দয়ার অবতার !

সে-ই গতি মোর—যার করুণা শুনি
সর্বসুহৃদ : যাহার শুভঙ্কর
দর্শন-আশে গহনব্রত মুনি
গৃহ ছেড়ে হয় অরণ্যচর।

তোমার শরণ চেয়েই পশুর বাঁধন
যায় ঘুচে—তাই মুক্তিরে আজ যাচি।
করুণা যে তোমার সর্বসাধন
তাই আমি তার পথ চেয়ে আজ আছি।

অলয় তুমি, নিত্য-আসীন প্রেমে,
অন্তরেও তুমিই অন্তর্যামী :
তাই ডাকি আজ—বন্ধু এসো নেমে
বিশাল বরাভয়ে জীবন-স্বামী !

ভাগবতী কথা

যারা তোমায় চায় হে ভগবান্
একান্ত সাধনায়—তারা ভবে
চায় না কিছুই প্রসাদ-বরদান ঃ
বর পেয়ে কী বলো তাদের হবে—

যারা তোমার বিচিত্র কীর্তনে
আনন্দ-সমুদ্রে নিশিদিন
দেয় ডুব—রয় তোমারি বন্দনে
আপনহারা—তোমাতে বিলীন ?

জন্ম কর্ম নাম-রূপের পারে
রাজি'—তবু ধরার ত্রাণ-তরে
মূর্তি ধরে যে-জন বারে বারে
তাকেই আমার হৃদয় প্রণাম করে

অনন্ত যার ঈশিত্ব-বৈভব
অরূপ হ'য়েও ধরে ক্ষণে ক্ষণে
রূপ—করি' অসম্ভবে সম্ভব,
নমো নম তারই শ্রীচরণে।

প্রদীপ হ'য়ে ভায় যে প্রাণপুরে
অপ্রকাশের প্রকাশতরে নিতি
মন ও বচন হ'তে বহুদূরে,—
তারি কৃপার আজ আমি অতিথি।

অষ্টম স্কন্ধ

দেখতে নয়ন শেখে ধীরে ধীরে
কামনাতে নেই তো চিরত্রাণ :
বিনা মোহলুপ্তি এ-তিমিরে
দেহের মুক্তি চায় না আর এ-প্রাণ।

তাই, নিয়ে এ-পশুর দেহ মন
মিটবে আমার কোন্ সুচিরের সাধ ?
সব দিকে যার আঁধার-আবরণ
অজ্ঞানেরই মুক্তি সে চায় নাথ !
(৩৬—১০, ১৭, ২০, ২৫)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব :

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ।
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ॥

অপরের তাপনিবৃত্তি তরে দুঃখ সহেন সাধুগণ :
সকলের হৃদে রাজেন যে-হরি এই তো তাঁহার আরাধন।
(৭।৪৪)

মহাদেবীর প্রতি মহাদেব :

অহো বত ভবান্যেতৎ প্রজানাং পশ্য বৈশসম্ ।
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতাৎ কালকূটাদুপস্থিতম্ ॥
আসাং প্রাণপরীপ্সূনাং বিধেয়মভয়ং হি মে ।
এতাবান্ হি প্রভোরর্থো যদ্দীনপরিপালনম্ ॥
প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ পান্তি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ ।
বদ্ধবৈরেষু ভূতেষু মোহিতেষ্বাত্মমায়য়া ॥
পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে ! সর্বাত্মা প্রীয়তে হরিঃ ।
প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচরঃ ।
তস্মাদিদং গরং ভুঞ্জে প্রজানাং স্বস্তিরস্তু মে ॥

দেখ দেখ হায় ভবানী, জীবের ভাগ্য-বিপর্যয় !—
মন্থি' সিন্ধু অমৃতের আশে—গরল-অভ্যুদয় !
অন্তক সম ছায় বিষ—যাচে মোর আশ্রয় সবে :
দীনের পালনে অভয়শক্তি প্রকাশিতে মোরে হবে ।

ক্ষণভঙ্গুর প্রাণ দিয়ে করে যুগে যুগে সাধুগণ
নিখিল প্রাণীর রক্ষা, কৃপায় তাদেরো করে তারণ
প্রাণের হিংসা করে যারা মূঢ় বৈরাচরণে নিতি ।
দুর্গতে করে দয়া যারা—সাধে দয়াল হরির প্রীতি,

তাঁর সে-প্রীতির প্রসাদ আমিও পাই চরাচর সাথে :
তাই বিশ্বের মঙ্গল তরে ভখিব গরল সাধে ।

(৭।৩৭—৪০)

অষ্টম স্কন্ধ

লক্ষ্মীর দুঃখ

(সমুদ্র মন্থনের সূচনায় বিষোদ্গারের পরে শিব গরলপান ক'রে হ'লেন নীলকণ্ঠ। তারপর উঠল কামধেনু সুরভি, তুরঙ্গ উচ্চৈঃশ্রবা, কুঞ্জর ঐরাবত, মণি কৌস্তুভ, কল্পতরু, পারিজাত প্রভৃতি। তার পরেই লক্ষ্মীর উদয়। লক্ষ্মীর উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি সম্পর্কে আমি শ্রীধর স্বামীর টীকাই অনুসরণ করেছি।)

উদিল কমলা মথিত সিন্ধু দলি'
কান্তি-ছটায় উজলিয়া দশদিশি!
গাহিল দেবতা কিন্নর উচ্ছলি'
নমিল কৃতাঞ্জলি যোগিমুনিঋষি।

চারিদিকে চেয়ে দেখিল বিম্বাধরা:
সিদ্ধ যক্ষ সুরাসুর ঋষি মুনি!
কারে দিবে বরমাল্য স্বয়ংবরা?
আছে কি হেথায় নিষ্কলঙ্ক গুণী?

গভীর চিন্তা করে ইন্দিরা মনে:
নিখিলবাঞ্ছিতার বাঞ্ছিত বর
আছে কি নিখিলে—নাই যার ত্রিভুবনে
দোসর—যে চির-অনিন্দ্যসুন্দর?

দুর্বাসা আদি মুনি? না না, নাহি চাই।
বিনা ক্রোধজয় কী ফল তপস্যায়?
বৃহস্পতি?—সে জ্ঞানী বটে—তবু নাই
নিষ্কাম জ্ঞানগৌরব তার হায়!

ভাগবতী কথা

ব্রহ্মা চন্দ্র ? মহান্ তাঁহারা জানি।
কিন্তু স্বভাবে কামজয়ী আজো নয়।
ইন্দ্র ? সুরেশ কেমনে তাহারে মানি—
অসুর যাহারে বার বার করে জয় ?

শুক্র, পরশুরাম ?—ধার্মিক তারা ঃ
কিন্তু কোথায় সর্ববান্ধবতা ?
শিবিরাজ ? ধিক্ হেন ত্যাগীদের—যারা
লভে নাই ত্যাগে সুমতি মুক্তি-ব্রতা !

কার্তবীর্য ? সেথায় বীর্য রাজে ঃ
কালাধীনে তবু কেমনে বলিব—'প্রিয়' ?
মার্কণ্ডেয় ? দীর্ঘায়ু সেথা আছে,
না না—শীলহীন, দুর্বল-ইন্দ্রিয়।

বলে হিরণ্যকশিপু অপরাজেয়,
তবু স্থিরতা নাই জীবনের তার !
শিব ? আয়ু বলে মহীয়ান্—তবু সেও
অমঙ্গলই যে করিল কণ্ঠহার !

শুধু একজন দেখি অনিন্দনীয়,
সর্বগুণেশ্বর সে—কিন্তু হায়,
হরি যে পূর্ণকাম !—হেন বরণীয়
করে না বরণ কামিনীরে কামনায়

রাজর্ষি সত্যব্রতের স্তব :

অচক্ষুরন্ধস্য যথাগ্রণীঃ কৃতস্তথা জনস্যাবিদুষোঽবুধো গুরু।
তমর্কদৃক সর্বদৃশাং সমীক্ষণো বৃতো গুরুর্নঃ স্বগতিং বুভুৎসতাম্॥
ত্বং সর্বলোকস্য সুহৃৎ প্রিয়েশ্বরো হ্যাত্মা গুরুর্জ্ঞানমভীষ্টসিদ্ধিঃ।
তথাপি লোকো ন ভবন্তমন্ধধী-র্জানাতি সন্তং হৃদি বদ্ধকামঃ॥
(২৪।৫০,৫২)

অন্ধ অন্ধে অগ্রণী যদি করে
যেমন সহায় পায় সে পথচলায়,
অবোধ শিষ্য যদি কভু হাত ধরে
অবোধ গুরুর—তেমনি দিশারি পায়।

তাই হে চিরন্তন, তোমারেই আমি
সূর্যদৃষ্টি-স্বরূপে বরণ করি :
সবার আঁখির আলো-যে তুমিই স্বামী,
আপন গতির পথে লও মোরে হরি !

সর্বলোকের হে গুরু, প্রিয়েশ্বর,
আত্মা, ইষ্টসিদ্ধি, বন্ধু, জ্ঞান !
অন্তরে আছ—কামনা-অন্ধ নর
তবুও তোমারে জানে না হে ভগবান্ !

বলির দীক্ষা

করায়ে অমৃতপান দেবগণে যবে নারায়ণ
জ্বালিলেন তাহাদের প্রাণদীপে নব উদ্দীপন
সমুদ্র-মন্থন-অন্তে : দৈত্যকুল সংক্ষুব্ধ অন্তরে
আক্রমিল চিরশত্রু দেবতারে। সে-ঘোর সমরে
দনুজেশ বলি হ'ল বজ্রাহত যবে—নিরাশায়
আহত নায়কে ল'য়ে দৈত্যচমূ বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
অস্ত-পর্বতের কোলে করিল প্রয়াণ মুহ্যমান্।
সেথা করুণার্দ্র দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য মহীয়ান্
মহাতপোলব্ধ মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে তাঁর
করিলেন উজ্জীবিত মুমূর্ষু বলিরে। তপস্যার
হেন পরিচয় লভি' ভৃগু শুক্র আদি তাপসের
পদতলে যাচি' নব শৌর্যদীক্ষা সাধি' তাঁহাদের
সমর্থনে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সুমহান্ সে লভিল
দিব্য রথ অশ্ব ধ্বজ ধনুর্বাণ। সেই সাথে দিল
পিতামহ শ্রীপ্রহ্লাদ তারে ম্লানিহীন পুষ্পমালা।
গুরু দিল জয়শঙ্খ : নবোৎসাহের দীপ জ্বালা
হ'ল অসুরের ম্লান মর্মে। লভি' ঋষি-আশীর্বাদ
দিগ্বিজয়ী হ'ল বলি। মিটাতে সে প্রতিহিংসা-সাধ
দিল হানা স্বর্গপুরে ল'য়ে তার অজেয় বাহিনী :
অবরুদ্ধ দেবপুরী বিনা যুদ্ধে নিল দৈত্য জিনি'।
বিলাসী ত্রিদিবগণ হৃতবীর্য, সাম্রাজ্য-বিহীন,
ধরিয়া বৈদেহ-রূপ রহিল শঙ্কায় শৃঙ্খলীন।

* *
*

* *
*

দেবমাতা অদিতির প্রাণে
কোথা গেছে কেহ নাহি জানে,
মানে না বারণ…একদিন
ফিরিয়া কশ্যপ—হেরি' দীন
"চিরদিন যে-মুখকমলে
সেথা কেন আলো নাহি জ্বলে?
যে-গৃহ-আশ্রমে বিধি আছে
যারা যোগ হৃদয়ে না যাচে—
স্বজন-সোহাগে অন্যমনা
অতিথি না লভিয়া অর্চনা

নাই সুখ শান্তি—পুত্রগণ
জননীর হৃদয়-বেদন
সমাধি-উত্থিত হ'য়ে ঘরে
মূর্তি তার শুধাল সাদরে:
সুখ-হাসি দেখেছি সকল,
বিপ্রের কি হ'ল অমঙ্গল?
তাহাদেরো যোগসাধনের
অকুশল হ'ল কি ত্যদের?
দেখ নি কি চাহিয়া—দুয়ারে
গেল ফিরে সন্ধ্যার আঁধারে?"

ঘরণী কহিল অভিমানে:
অন্য কোনো চিন্তা যার প্রাণে,
কেন সে? ব্যথার রমণীর
কারে বলে স্নেহ, আঁখিনীর,
গৃহধর্মে হয় নি স্খলন,"—
"হৃতমান যার পুত্রগণ
হয় কভু নাথ, শুধু জানি'—
স্বর্গসিদ্ধি কেমনে বা মানি—
হয় দানবের হাতে নিতি?
তপস্বীর উদাসীন রীতি
পুণ্যের যদি না জয় হবে,
কোন্ কীর্তি? সৃষ্টি আজ যবে

"ধর্ম বিনা নাই ধরাতলে
মুখকমলের কথা বলে
কেন চাহে বার্তা?—জানে না যে
জানে মাত্র—অভিধানে আছে!
কহিল কাঁদিয়া অশ্রুমুখী:
দৈত্যপরাক্রমে—সে কি সুখী
পতি তার মহর্ষি কশ্যপ?
দেবতার যদি পরাভব
করো প্রভু করুণা আমারে,
বুঝি না—রেখো না অন্ধকারে:
তপস্যায় হায় মুনি সাধে
ম্রিয়মাণ অসুর-সংঘাতে!"

কহিল কশ্যপ হাসি' : "মায়ার মোহন বাঁশি রমণীরে খেলায় কেমনে!
বার বার দুঃখ পায় গাঢ় স্নেহ-মমতায়—তবু সে মায়ারি আকিঞ্চনে
যায় ভুলে বারবার—ধরণীতে কে কাহার পতিপুত্র? কে কার সহায়? *
শুধু এক নারায়ণ আপনার, প্রাণমন স'পিয়া দাও লো তাঁরি পায়।
শুধু তাঁরে ডাকো যাঁর কৃপা বিনা নাই পার অকূল-পাথার বেদনায়। †
তিনি দেখা দেন যদি, লভি' শান্তি নিরবধি তরিবে অশান্তি-তমসায়।
'শ্রীহরিতোষণ' ব্রত সাধিয়া চরণে নত হও তাঁর সম্পূর্ণ শরণে,
তিনি বিনা কেবা ত্রাণ করিবে? অভয়দান আর কার সাধ্য ত্রিভুবনে?
দেখিবে কামিনী কবে চিরতীর্থপথ—যবে তীর্থ চেয়ে অশ্রু প্রিয় তার?
শুকায় সে-অশ্রুমালা বার বার—তবু বালা করিবে তারেই কণ্ঠহার!
তবু তপস্বীরো হায় যুগে যুগে এ কী দায়!—বুঝালেও বুঝে না যে-সতী,
তারেই ঘরণী করি' দাও তার কেন মরি, প্রজাবৃদ্ধি তরে প্রজাপতি?"

* * * * * *

সে-ব্রত গহন করিয়া পালন ডাকে সাধ্বী নিশিদিন :
"নমো নমো নাথ, করো আশীর্বাদ, দয়া যার শ্রান্তিহীন।
বেদনা-বিধুর প্রাণ হ'তে দূর করো করো অন্ধকার,
তুমি বিনা আর আশ্রয় কাহার যাচিব করুণাধার?
তুমি কর্ণধার, তরণী তোমার দোলাও তুফানে তব,
অন্ধ পারাবারে জ্বালি' বারে বারে আশা-তারা নব নব।

---

* অহো মায়াবলং বিষ্ণোঃ স্নেহবদ্ধমিদং জগৎ ॥
ক্ক দেহ ভৌতিকোঽনাত্মা ক্ক চাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ।
কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্ ॥ (১৬ অ)

† উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দনম্।
অমোঘা ভগবদ্ভক্তির্নেতরেতি মতির্মম ॥ (১৬ অ)

নব ঘনশ্যাম তুমি অভিরাম' অসুন্দর করো দূর—
যন্ত্রণার রোলে আনি' প্রেমদোলে বরাভয় সুমধুর।
জননীর হিয়া ওঠে যে কাঁদিয়া, তুমি না বুঝিবে যদি,
মমতার বাঁশি বাজায়ে উদাসী কেন করো বিশ্বপতি ?
পতিত-পাবন, জগত-তারণ !—আমি কি জগৎ-ছাড়া ?
করুণা তোমার ঝলকি' আবার এসো হে অকূলে-তারা !"

* * *

সহসা অনিন্দ্য মূর্তি উদ্ভাসিল সর্বব্যথাহারী :
পীতবাস, চতুর্ভুজ—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী !
আনন্দে বিহ্বলা মৌনময়ী কৃতাঞ্জলি···ঝরঝরি' *
ঝরে অশ্রুধারা······এ কী অপরূপ কান্তি, মরি মরি !

কহিল শ্রীহরি : "সতী ! ব্রত তব হয়েছে পালন।
লভিবে তোমার গর্ভে জন্ম এক অপূর্ব বামন।
করিব সে-নবরূপে নব লীলা, আমি, অবতার :
দৈত্যের বিক্রম হবে লীন, দূর হবে অন্ধকার।
পূজিলে আমারে যবে—বর তুমি লভিবে নিশ্চয়,
অকূলে মিলিবে কূল, চিতাভস্মে জলিবে অভয়। †
আন্তর প্রার্থনা নতি পরশিলে চরণ আমার
বাঞ্ছিত প্রসাদরূপে লভে রূপান্তর। তমিস্রার
যুগান্তর হয় পলে মোর বহ্নিকণায় জননী
কেমনে—দেখিবে মোর বিচিত্র বিগ্রহে—আগমনী

* সোত্থায় বদ্ধাঞ্জলিরীড়িতং স্থিতা নোৎসেহ আনন্দজলাকুলেক্ষণা।
বভূব তূষ্ণীং পুলকাকুলাকৃতিস্-তদ্দর্শনাত্যুৎসবগাত্রবেপথুঃ॥

† মমার্চনং নার্হতি গন্তমন্যথা শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ॥ (১৭ অ)

উঠিবে শঙ্খিয়া যবে বিসর্জনীবুকে—অসুরের
প্রতাপ-মধ্যাহ্ন-রবি অস্ত যাবে চক্রান্তে বিপ্রের।
বলিও না কারেও একথা : দেবগুহ্য সুগোপন
রাখিলেই হয় তার মন্ত্রগুপ্তি সফলসাধন। *

* * *

যথাকালে দেবমাতা অদিতিগর্ভ হ'তে জনমিল হরি রূপ ধরিয়া
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-চতুষ্পাণি—জ্যোতি যেন পড়ে নির্ঝরিয়া!
তুষারশিখর হ'তে উল্লোলে ঝরে যথা নবারুণ প্রফুল্লকান্তি :
যেদিকে ধায় সে-আলো মিলায় যুগের কালো, রজনীরে মনে হয় ভ্রান্তি।
বিস্ময় মানে সবে শিশুর কর্ণে দেখি' মকরাকৃতি হেমকুণ্ডল,
হৃদয়ে শ্রীবৎসের চিহ্ন অনিন্দিত, কটিতে পীতাম্বর প্রোজ্জ্বল।
বাহুতে বলয় চারু অঙ্গদ সুন্দর, শিরে শিখিচূড়া—যেন স্বপ্ন!
শ্রীকণ্ঠে বনমালা, শ্রীচরণে কিংকিণি, শ্রীবক্ষে কৌস্তুভ-রত্ন।
কশ্যপ জয়গান করিল যেমনি—হরি ধরিল মানবরূপ পুনরায় :
দেবতাদীপ্তি ধূলি-ধরণী সহিতে নারে, চকিত চমকে তাই সে লুকায়।
"যুগ যুগ ধরি' আশা ছিল বিষণ্ণ—আজ হবে কি সফল?" পুছে সকলে।
মঞ্জরে শত শত সরসে ইন্দীবর, বন্ধ্যা বৃন্তে ফুল উছলে।
বিহঙ্গ গায় গান পল্লবনীড়ে সুখে অকালে বসন্তের ছন্দ!
দিকে দিকে নিরাশার নিশান্তে ঝংকৃত নন্দিনী ঊষা—কী আনন্দ!
স্বর্গেও পড়ে সাড়া : অপ্সরা রঙ্গিণী ঝরালো চরণে নবনর্তন-
বিভঙ্গে লাস্যতরঙ্গ, অতুল সুরে কিন্নরীকুল সাধে কীর্তন।
জলদের ছায়া হ'ল রূপান্তরিত ছবি অসংখ্য রেখা রঙে গগনে।
ধরায় শিশির হ'ল রূপরঞ্জিত সুখ-প্রদীপ ফলিয়া বুকে তপনে।

* সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্॥ (১৭ অ)

অষ্টম স্কন্ধ

কতিপয় বর্ষ পরে শিশু পদার্পণ
করিল কৈশোরে যবে—ঋষিগণ আসি'
দিল তারে দ্বিজজন্ম—পুণ্য-উপবীতে!
কশ্যপ পরাল পুত্রে মঞ্জুল মেখলা।
পৃথ্বী দিল কৃষ্ণাজিন। বনস্পতি সোম
দিল দণ্ড। দিল মাতা অদিতি কৌপীন।
স্বর্গ দিল আতপত্র, ব্রহ্মা—কমণ্ডলু,
ঋষিগণ—কুশ, সরস্বতী—অক্ষমালা,
যক্ষপতি—ভিক্ষাপাত্র। আপনি পার্বতী
ভগবতী-রূপ ধরি' দিল ভিক্ষাদান।
হেন বহু-অর্ঘে-সংবর্ধিত মাণবক
করিল শ্রদ্ধায় হোম অগ্নি-আবাহন।

* * *

নর্মদার তীরে ভৃগু শুক্র আদি মুনি
বলির উদার মহাচরিত্রের গূঢ়
আকর্ষণে অসুরের সিদ্ধিলাভ তরে
করে অশ্বমেধ যজ্ঞ। বীর্যে অদ্বিতীয়,
সংযমে সুষমাময়, দানে দীপ্যমান্,
কর্মে অতন্দ্রিত, দৃঢ় নিষ্ঠায় তাপস,
হেন শ্রীবলির কীর্তি আদিত্যের সম
দিকে দিকে বিচ্ছুরিল। প্রার্থী কেহ কভু
আসিয়া অপূর্ণকাম না যায় ফিরিয়া।
প্রজাগণ সবে গৃহে সুখে নিদ্রা যায়
খুলি' দ্বার। আততায়ী-আঘাতে পথিক
হারায়-না এক ক্লান্ত পথের পাথেয়।

"ধন্য রাজা!"—বলে সবে—"বিচিত্র প্রতাপী
কবে কে দেখেছে হেন—কলহ-মুখর
ধরণীর কোলাহলে?
প্রেরিয়াছে বলি
নিমন্ত্রণ দশদিশি। রাজগণ আসি'
করে স্তব, উপায়ন রত্ন-মণি-রথ-
গজ-বাজী অর্ঘ সম সঁপিয়া চরণে
ঘেরি' তারে কৃতাঞ্জলি কৃতার্থের সম।
উঠে সুগম্ভীর ঋঙ্‌মন্ত্র স্থণ্ডিলের
পুরোহিত-বৃন্দমুখ হ'তে—যার মাঝে
কেন্দ্রপতি ইন্দ্রজিৎ শোভে বলিরাজ
বিষ্ণুবক্ষে কৌস্তুভের মধ্যমণি সম।
* * *
সকলে চমকি' চায়ঃ ধীরপদক্ষেপে
আসে কে ও-দীপ্যমান্ বিচিত্র অতিথি!
মাণবক? সত্য—তবু নহে তো মানব!
হেন দীপ্তি ধরে কভু ক্ষণজন্মা তনু?
স্ফটিকের অন্তরালে অলক্ষ্য অনল
স্ফটিকেরে করে যথা স্বর্ণকান্তি দান,
বামনের স্বর্ণদেহ তেমনি আবরি'
রয়েছে অদৃশ্য কোন্ অমিত-প্রদীপ!
(কে ঢাকিবে অনিরুদ্ধ দিব্য জ্যোতির্মণি?)

বক্ষে শুভ্র উপবীত, বেষ্টিত শ্রীকটি
মুঞ্জ-মেখলায়, বামস্কন্ধে অজিনের
কান্ত উত্তরীয়, অঙ্গে ভস্মের বিভূতি,

শিরে জটাভার, করে দণ্ড কমণ্ডলু—
সুহৃঃসহ তনুতেজে তাঁর অভিভূত
ঋত্বিক্ অশীতিপরও উঠিল বিস্ময়ে
দাঁড়ায়ে—আচার্য শুক্র ভৃগু আদি মুনি।
বলিজায়া বিন্ধ্যাবলি পতির সংকেতে
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে বারি আনিয়া আপনি
ধরিল চরণমূলে ক্ষুদ্র অতিথির।
শ্রীবলি প্রক্ষালি' তাঁর বালক-চরণ
ধরিল সে-পাদোদক শিরে আপনার।
পরিজন, রাজবৃন্দ, গুরু পুরোহিত
সভাসদ সবে হ'লে পুন সুখাসীন
কহিল সাদরে নৃপ ঃ
"স্বাগত ব্রহ্মন্!
স্বাগত নয়নানন্দ! পিতৃকুল মোর
পবিত্র তোমার আবির্ভাবে। অশ্বমেধ-
উৎসব কৃতার্থ আজি লভি' তোমাসম
বিবস্বান্ তাপসেরে। প্রসাদে তোমার
ভাগ্যবান্ আমি তপোধন—যজ্ঞানল
আহরিল নবদীপ্তি অঙ্গ হ'তে তব।
ব্রহ্মচারী! প্রার্থী যদি হও সম্পদের,
বলো কী প্রার্থনা তব—ধেনু বা কাঞ্চন,
সুরম্য নিলয়, কিবা স্নিগ্ধ অন্ন, পান,
গ্রাম, অশ্ব, গজ, সৈন্য, কন্যা তিলোত্তমা
কিঙ্কর-কিঙ্করী-রত্ন-মণিহার সহ—
যাহা ইচ্ছা বলো—আমি দিব ভূরিদান।"

কহিল অতিথি : "সাধু সাধু জনপতি !
সাধু হে উত্তমশ্লোক কান্ত প্রিয়ংবদ !
প্রতি ভঙ্গিমায় তব আত্মপ্রত্যয়ের
তাপ আভা হ'য়ে ঝরে। বচন তোমার
যোগ্য তব—পিতামহ যাহার স্বয়ং
শ্রীপ্রহ্লাদ—কুলে যার জন্মে নাই কভু
আতুর কৃপণ হেন—যাচক ব্রাহ্মণে
যে করেছে প্রত্যাখ্যান। জানি হে রাজন্,
তব কুলকীর্তি-কথা। জানে না কেবল
বধির যাহারা জন্ম হ'তে। মহাভাগ !
বংশের তোমার আচরণ অনুষ্ঠান
শুধু জনশ্রুতি নয়—পুণ্য ইতিহাস।

মূঢ় যারা, গণে অবিস্মরণীয় শুধু
শুষ্ক ছিন্ন ঘটনার পঞ্জিকা শ্রীহীন,
কোন্ মন্বন্তরে ছিল মনু কোন্ জন,
সূর্যবংশ-চন্দ্রবংশ-রাজ-তরঙ্গিণী,
ছিল প্রতিপক্ষ কার কোন্ ধনুর্ধারী,
কোন্ মুনি কারে দিল কবে অভিশাপ !
—নহে নহে। সত্য ইতিহাস বলি তারে
যবে চিত্রণীয় তার হয় সুচরিত
সাধু-সজ্জনের, মহাপুরুষের—যবে
কোন্ অবতার আনি' কোন্ নব ভাব
জাগালো সে-কোন্ আলো কোন্ নব সুরে
—হেন কাহিনীর গাঁথে সার্থক মালিকা !

ঘটনা-স্মৃতিলিপির আছে প্রয়োজন—
মানসের কৌতূহলী জিজ্ঞাসা সেথায়
তৃষ্ণাবারি কিছু পায় বলি'। শুধু কেন
ঘটনার পঞ্জি নয় প্রেমের পাথেয়,
চেতনার আরোহিণী। প্রেম উদ্বোধিত
হয়—যবে শুনি শ্রদ্ধা কীর্তির কাহিনী,
শুনি যবে—হিংসামত্ত ঝটিকায়ো মাঝে
তোমা-সম লোকপাল কেমনে রাখিল
অম্লানের আদর্শেরে অক্ষত আহবে।
শুধু তোমা-সম মহাপ্রাণ ধরাতলে
জন্ম লয় বলি' আজো সূর্য চন্দ্র উঠে
আনন্দের-প্রতিশ্রুতি-দীপ্ত আবর্তনে।

"মহত্ত্ব—মহিমময় স্পর্শ-মণি সম,
বরে যার কৃষ্ণা হিংসা হয় হিরণ্ময়ী,
হত্যাবঙ্কে ফলে বীর্য-বনস্পতি—শুধু
তোমা সম শৌরী বুনি' ঔদার্যের বীজ
বন্ধ্যা রণক্ষেত্র করে প্রাণের শোণিতে
উর্বর বলিয়া—দাও তোমরা ধর্মের
হোমে প্রাণাহুতি-দীক্ষা বলি'। মৃত্যু আজো
রূপান্তরিয়া ধরে মূর্তি মহিমার
মৃত্যুহীন মাহাত্ম্যের আশ্চর্য নির্দেশে।
তোমরাই ঐতিহ্যের রচো অভিধান:—
করি' আশা ফিরিবে না প্রার্থী শূন্য হাতে,
যাচিয়া দ্বৈরথ রথী ফিরিবে না কভু

দ্বৈরথ না লভি': মূঢ় দর্পিত স্পর্ধায়
আহ্বানিলে কেহ—হবে দিতে শাস্তি তারে
রাজকীয় গর্বে প্রাণ গণি' তুচ্ছ পণ।'
অশঙ্কার হেন চিত্র প্রতিমার সম
মর্মের মন্দিরে আজো রহে জাগরূক—
আত্মার আরতিদীপে তোমরা পূজারী
আজো করো পূজা বলি'। তাই আমি আজ
যাচি এই কুণ্ঠাহীন প্রতিশ্রুতি: তুমি
দিবে দান মোরে—তিনপাদে আমি করি
যত ভূমি অধিকার সাম্রাজ্যে তোমার।"

কহিল হাসিয়া বলি: "বিচিত্র যাচক!
বচন-বিন্যাস তব কবিরেও দেয়
লজ্জা—মানি: কিন্তু দেখি বুদ্ধিতে আজিও
শিশুরো কনিষ্ঠ তুমি। তাই আসি' আজ
ত্রিভুবনাধীশ্বরের দুয়ারে—প্রার্থিলে
মাত্র ভূমি তিনপাদ!! ওই ক্ষুদ্র পদে
যত ভূমি অধিকার করিবে ধীমান্,
লক্ষ গুণ করো যদি—মিলিবে না তবু
এককের জীবিকার সঞ্চয়। অতিথি!
শুন নাই বুঝি মোর দানের কাহিনী,—
তাই কুণ্ঠা প্রার্থনায়? আমার দুয়ারে
একবার প্রার্থী যাহা পায় তার পরে
হয় না সে আমরণ জীবনে কাহারো
প্রসাদ-ভিখারী আর। হে অবিচক্ষণ!

সুখে প্রাণধারণের তরে তুমি যত,
প্রয়োজন তব বলো : সে-বিস্তীর্ণ ভূমি
দিব ব্রহ্মোত্তর আমি। কিম্বা যদি চাও
রাজ্যপদ—বলো : শুধু প্রার্থিও না আর
তুচ্ছ তিনপাদ ভূমি শিশু-উচ্চারণে।"

কহিল বামন : "সাধু, সাধু মহারাজ।
রাখিও স্মরণে—আমি জানি কীর্তি তব।
তুমি অদ্বিতীয় দানে—শিশুও যে জানে।
কিন্তু মহারাজ, শোনো নাই কি তুমিও—
কামনার নাহি শান্তি? যাহা প্রয়োজন
তাহার অধিক তাই জিতেন্দ্রিয় কভু
নাহি চায়। জলতৃষ্ণা মিটে জলপানে,
কিন্তু কামনার তৃষ্ণা—সে যে লোল শিখা :
উপাদান হয় শুধু ইন্ধন সেথায়—*
যত পায় তত চায়, তত বাড়ে জ্বালা,
সুখ তো দুঃখেরি বন্ধু, নামান্তর ভবে।
আমার ভরণে যবে প্রয়োজন শুধু
ত্রিপাদ-ভূমির—বলো কী করিব আমি
তপস্বী—যাচিয়া ধন ললনা ললাম?
বিপ্রের প্রার্থনা নহে কামনা-কাঙাল,
অসন্তোষ নহে তার মূল। বিপ্রাচার
নহে অসাধুর বৃত্তি। ভোগ কবে বলো
লক্ষ্য তার? দেহও সে করে না কামনা

* অর্থৈঃ কামৈর্গতা নান্তং তৃষ্ণায়া ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ (১৯ অ)

বিলাসের তরে। তারে করে সে লালন
দেহরাজ্যে দেহাতীতে আনিতে আহ্বানি'।
হেন দেহ তরে মোর প্রয়োজন প্রভু
ত্রিপাদ ভূমির—তার অধিক চাহি না।
শুধু বীর, আছে এক নিবেদন মোর।
মানবের মন ক্ষণে ক্ষণে ওঠে রণি'
সংঘাতের আলোড়নে। আজ যাহা করি
সংকল্প—হিমাদ্রিসম মনে হয় যারে,
কাল দেখি সে দুর্বল বল্মীকের স্তূপ।
তাই করি' স্পর্শ পুণ্য যজ্ঞবারি দাও
প্রতিশ্রুতি তিনবার—দিবে দিবে দিবে
যত ভূমি ত্রিপাদে করিব অধিকার।"

হাসিয়া কহিল বলি: "তবে তাই হোক্,"
চাহিয়া মহিষী পানে কহিল: "শুনিলে
অবোধের অনুরোধ? কোথা যজ্ঞবারি?
আনো কাছে, স্পর্শ করি' করিব শপথ
এক্ষণে—"
সহসা শুক্রাচার্য নিবারিয়া
রাজ্ঞীরে, চমকি' সবে, কহিল বলিরে:
"যত চাও করো ভূমি দান হে সরল
মহাবীর!—শুধু হেন প্রতিজ্ঞা অদ্ভুত
করিয়ো না—শুন উপদেশ: ধ্যানে আমি
জেনেছি—বামন নহে সামান্য মানব,
ছদ্মবেশী নারায়ণ তিনি—দেবমাতা

অদিতির গর্ভে লভি' জন্ম—তব দ্বারে
এসেছেন প্রার্থিরূপে দেবস্বার্থ তরে
হরিতে সর্বস্ব তব—জিনি' ছলনায়
ত্রিপাদে ত্রিলোক। করি' বিষ্ণুরে প্রদান
ত্রিভুবন—কোথা তুমি করিবে রাজন্
অবস্থান? কেমনে বা প্রতিশ্রুতি তব
রাখিবে—কোথায় পাবে অস্তহীন ভূমি
তৃতীয় চরণ তাঁর করিতে ধারণ।
এক পাদে মর্ত ব্যাপি' অন্য পাদে যবে
স্বর্গ ব্যোম অধিকার করি' বিশ্বরূপ
ধরিবেন মূর্তি মহাকায়? জ্ঞানী কভু
সে-দানের নাহি করে প্রশংসা ভূয়সী,
ফলে যার জীব তার হারায় জীবিকা।
আপনার তরে রাখি' তবে দান বিধি।
কহে শাস্ত্র: 'ধর্ম অর্থ যশ কাম তথা
স্বজনপোষণ তরে রাখি' ধন—তবে
দাতা দান করিবে ধরায়।' "
কহে বলি:
"করিয়াছি উচ্চারণ একবার যবে
দিব দান—করি বা না করি অঙ্গীকার,
প্রতিশ্রুতি তারে জানি। বলে মোর মন:
কর্তব্য যাহারে জানি—উচ্চারণই তার
অঙ্গীকার। তাই কোরো ক্ষমা অন্তর্যামী,
লংঘি যদি নিরাপদ উপদেশ তব—
অন্তর-নির্দেশে শুনি' স্বধর্ম-আহ্বান।

দাতার স্বধর্ম দুই : সত্য তথা দান।
এ-যুগল ধ্রুব সত্যে করিব কেমনে
ক্ষুদ্র স্বার্থভয়ে দেব, আজি অবমান?"

কহে শুক্রাচার্য : "মূঢ়! সত্য বলো কারে
সত্য নহে আকাশের : মর্তেই তাহার
চির-বিবর্তন। সত্য—দেহ-বিটপির
পত্র ফুল ফল—জানি, কিন্তু সে-তরুর
মূল ধৃত নয়—শুদ্ধ সত্যে। মর্তধামে
বিশুদ্ধ সত্যের আত্মা ধরে না বিগ্রহ।
জীবনের তলদেশে স্বার্থ ও বাসনা
আছে যবে সুপ্রচ্ছন্ন—কেমনে সেথায়
নিষ্কাম সত্যেরে প্রাণী করিয়া আশ্রয়
সুরক্ষিবে তার প্রাণবায়ু দেহাধারে?
সর্ব বাসনারে করো উন্মূলিত যদি
ত্যাগ-মোহে—দেহ-শাখী মুহূর্তে শুকাবে
রসোদ্দীপনা নাহি লভি' মূলাধারে। *
প্রবীণ শাস্ত্রীরা তাই দিল এ-বিধান
যুগে যুগে—সামান্য মিথ্যায় নাহি দোষ।
আরো এক কথা : যদি সর্বস্বদানের
করো হেথা অঙ্গীকার অন্ধ অহংকারে,

সত্যং পুষ্পফলং বিদ্যাদাত্মবৃক্ষস্য গীয়তে।
বৃক্ষেঽজীবতি তন্ন স্যাদনৃতং মূলমাত্মনঃ॥
তদ্‌যথা বৃক্ষ উন্মূলঃ শুষ্যত্যুদ্বর্ততেঽচিরাৎ।
এবং নষ্টানৃতঃ সদ্য আত্মা শুষ্যেন্ন সংশয়॥ (১৯ অ)

নির্নৈত্রের আছে প্রত্যবায়। দান নহে
শুধু নাট্যরঙ্গ—দীপ্র পাদপ্রদীপের
ক্ষণিক ঝলক নয়—জীবনলীলার
সে সার্থক অঙ্গমাত্র! একটি অঙ্গের
বিকাশবাহুল্যে যথা নিত্য হয় হানি
সুন্দর দেহের পূর্ণ কান্তির—তেমনি
সর্বস্ব-দানের অঙ্গীকার মহত্তর
দেহধারণের সত্যে করে প্রতিবাদ।
উচ্ছ্বাসের অহংকারে তাই যদি কেহ
করে কভু উচ্চারণ—দিবে সব দান,—
প্রত্যাহারে তার সত্যভঙ্গ নাহি হবে।
কোন্ সত্যে দান রহে বিধৃত—চিন্তিয়া
দেখ ধীরমনে নরোত্তম!—যার নাই
কিছুই জীবনে—দান করে না সে কভু।
সর্বস্ব বিলায় দানগর্বে যে—সে নহে
প্রতিষ্ঠিত দান-সত্যে। সত্য নহে শুধু
ঝঙ্কার-সর্বস্ব: প্রাণসুষমার সাথে
জড়ায়ে সে এ-দেহের অস্থিতে মজ্জায়,
ধমনীর রক্তদোলে, বুকের নিশ্বাসে।
সঙ্গতির চাই রক্ষা সত্য-ব্রত তরে।
বিনা সে-সঙ্গতি ব্রত হয় অর্থহীন
ধরাতলে—অসম্ভব হয় কি সম্ভব
শুধু নটভঙ্গিমায়? দাতা ও অর্থীর
না রহে প্রভেদ যদি—কে দিবে কাহারে?
'স্বার্থতরে ভোগতরে করিব সঞ্চয়

কেবল জীবনে'—হেন টঙ্কার যেমন
নহে ধর্ম-ধানুকীর—(সত্য-লক্ষ্যভেদ
সেথা নাহি হয় বলি')—জানিও তেমনি
'পরার্থের তরে দিয়া সর্বস্ব বিলায়ে
হব ভিক্ষু'—এ-শপথো মন্ত্রসত্য নহে।
মিথ্যা বলি' মনে হয় যাহারে ধীমান্,
নহে অবিমিশ্র মিথ্যা! কাব্যের পরম
সত্য ঝঙ্কারিল ছন্দোবন্ধে বলি' কবে
অছন্দের বাক্যালাপ দিয়েছে মনীষী
বিসর্জন মিথ্যা জানি'? আজো পঙ্কজিনী
ফোটে না কি পঙ্কবুকে? মিথ্যা যদি হ'ত
হীনতা সর্বতোমুখী—রহিত কি ঘেরি'
প্রাণের প্রবাল দ্বীপ সে সিন্ধুর সম
চিরদিন দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে?
সর্বত্যাগ নহে সত্য—তাই সন্ন্যাসীও
অন্নের ভিখারি আজো গৃহীর দুয়ারে।
'মিথ্যা সাথে তিল সন্ধি করিব না'—হেন
দর্পিত প্রতিজ্ঞা জপি' কে পারে করিতে
গ্রহণ এ-দেহলোকে একটি নিশ্বাস?
তাই দিল বিধি শাস্ত্র: 'লঘু পরিহাসে,
প্রাণসঙ্কটের লগ্নে, জীবিকার তরে,
রমণীরে আনিতে স্ববশে, নির্দোষীর
জীবন করিতে রক্ষা—মিথ্যাচার নহে
নহে সত্যভঙ্গ।' প্রণমিয়া আচার্যেরে
কহিল বিনম্র দৃঢ় কণ্ঠে বলিরাজ:

"তিরস্কার তব গুরু গণি চিরদিন
আশীর্বাদ। জানি—নাই শিষ্যের ধরায়
হিতার্থী গুরুর সম। বজ্রজ্ঞতা তব
স্বভাব-ভূষণ—জানি। অজ্ঞান-তিমিরে
জ্ঞাননেত্র তুমি বিনা কেবা উন্মীলিত
করিবে জীবনে? তাই অতিথির গূঢ়
অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটিলে স্বরূপ তাঁহার
প্রকাশি' আমার কাছে। সত্য—ভাবি নাই
মহান্ অতিথি হেন ছলী চক্রী রূপে
আসিবে দুয়ারে মোর ত্রিপাদ-ভূমির
অর্থী হ'য়ে। কিন্তু তবু ক্ষমিও আমারে
মুনিবর—যুক্তি তব যদি মনে মোর
সত্যের অভ্রান্ত চির-আনন্দ-স্পন্দনে
নাহি বাজে। আমি দেখি—শাস্ত্র চিরদিন
কল্পতরু সম—যেথা যে-ফলার্থী চায়
যে-বিধান—পায় তারে বাঞ্ছিত স্বাদনে।

"বাহিরের শাস্ত্র গুরু তাই আমি কভু
মানি নাই। আমি শুধু এক শাস্ত্র জানি:
অন্তরতলের গূঢ় অভ্রান্ত নির্দেশ।
শাস্ত্র যবে যুক্তিজাল বুনে সাবধানে,
সে-জটিল কাঁটাবনে আজন্ম সরল
বলিষ্ঠ প্রতিভা মোর চলিতে না চায়।
আজন্ম বিদ্রোহী আমি, উচ্চশির মোর
অব্যাহত অভ্রকামী—শাস্ত্র মন্দিরের

ভাগবতী কথা

সংকীর্ণ-নিষেধ-বিধি-বর-অভিশাপ-
তর্জন-গণ্ডিত কারাগারে চাহি নাই
প্রবেশিতে কভু দীন, হেঁটমুণ্ড ভীরু
স্তাবকের সম। ভয় করি নি কাহারে
জীবনে—সে হোক ইন্দ্র, স্বয়ম্ভু, ধূর্জটি,
করাল কৃতান্ত—তুমি জানো গুরুদেব
দাম্ভিক শিষ্যেরে তব। আমি করি নতি
শুধু মহত্ত্বেরে আর অন্তরগহনে
বিরাজে যে বিভু—নাম বিবেক যাঁহার।
শাস্ত্রের বিধান নহে অলঙ্ঘ্য জীবনে।

"কে রচিল শাস্ত্র ?—শাস্ত্রী—আমারি মতন
মর্ত্যজীব ভ্রান্তিভরা: কেন তাঁহাদের
মানিব আমার সত্যসন্ধানের পথে—
আরো দেখি যবে যুগে যুগে রূপান্তর
লভে শাস্ত্রবিধি নিত্য যুগ-প্রয়োজনে ?
আচার-পদাঙ্ক অনুসরি' শাস্ত্র চলে
কিন্তু গুরুদেব, সত্য-সন্ধানের পথে
আচার দিশারি নহে—সে শুধু পঞ্জিকা
বিধি-নিষেধের—বহু ক্ষুদ্র মন হ'তে
উদ্ভব যাহার। তাই উদার মানব
শাস্ত্রদ্রোহী হ'য়ে তারে করি' যুগে যুগে
তিরস্কার—চলে মহাসত্যের সন্ধানে।
কিন্তু প্রভু তর্কে কী বা ফল ? নহি আমি
কথায় কুশলী: বীর, কর্মী, রাজা আমি।

বলিয়াছি—আমি শুধু জানি এক বেদ :
(মাতা তার—শ্রেয়োবুদ্ধি, বিবেক—জনক।
রক্তে মোর উভয়ের শুনি পদধ্বনি)
সে আমারে বলে আমি স্বধর্মে সম্রাট্,
বীর-নীতি চিরদিন মোর পালনীয়।
বলে সে—গভীর স্বনে—'ভুলিও না কভু
কুলের আদর্শ তব ক্ষুদ্র স্বার্থ মোহে।'
প্রহ্লাদ আমার পিতামহ গুরুদেব,
করিলেন তুচ্ছ যিনি প্রাণ বারবার
অন্তরের আজ্ঞা মানি', চাহিয়া কেবল
বিষ্ণু ভগবানে। বিরোচন মোর পিতা,
যিনি করিলেন তাঁর পরমায়ু দান—
দেবগণ এল যবে অর্থী হ'য়ে দ্বারে।

"প্রাণ তুচ্ছ, আজ আছে কাল নাই হায়!
হেন প্রাণবৃত্তি তরে হারাব সত্যেরে—
লক্ষ্য যার চিরন্তন?—ক্ষম অপরাধ :
বলিয়াছি দিব দান যবে একবার,
পালিব তাহারে, পরিণাম যদি হয়
সর্বনাশ—নাহি ডরি। ডরি আমি শুধু
অধর্মের আচরণে—আর কারে নহে।
মোর কাছে মুনিবর, অধর্মের আছে
শুধু এক মূর্তি—অসত্যের অভিসার।
শৈশবে শুনেছি প্রভু—আজো বাজে কানে—

পৃথ্বীর ক্রন্দন সেই অসাঙ্গ-ঝঙ্কার : *
'সর্ব ভার পারি আমি সহিতে বসুধা,
শুধু মিথ্যাবাদি-ভার সহে না সহে না !'
মনে পড়ে আজো আলোকিত প্রাণদান
দধীচির হীন দেব তরে। মনে পড়ে :
চাহিল স্বয়ম্ভু যবে শিবিরাজ গৃহে
করিতে আহার তার তনয়ে—উদার
সেবাব্রতী শিবিরাজ পুত্রেরে বধিয়া
করিল পরিবেষণ অতিথিরে তার।

"এ-ই রাজধর্ম দানধর্ম চিরন্তন,
যুগে যুগান্তরে যার নাহি রূপান্তর :
দান—দান—সর্বদান—প্রশ্নহীন দান,
পরিণাম-চিন্তা ছাড়ি' নিত্য পরতরে।
হে মহর্ষি ! যুদ্ধে প্রাণ করে বলিদান
লক্ষ লক্ষ বীর : কয়জন করে দান †
সর্বস্ব অকুতোভয়ে ? আমি গণি তারে
বীরোত্তম—নিঃশঙ্কে যে পারে বিঘোষিতে :
'কীর্তিতরে সত্যরক্ষাতরে পারি আমি

---

* ন হ্যসত্যাৎ পরোধর্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্।
সর্বং বোঢ়ুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্॥ (২০ অ)

† সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে হ্যনিবৃত্তাস্তনুত্যজঃ।
ন তথা তীর্থ আয়াতে শ্রদ্ধয়া যে ধনত্যজঃ॥ (২০ অ)

সর্বত্যাগ সহিতে হেলায়।' "
রোষভরে
কহিল দানবাচার্য : "গণিলি পণ্ডিত
আপনারে—গুরুবাক্য অবহেলি' মূঢ়
অবিনয়ী শাস্ত্রপরাঙ্মুখতায়, তাই
গুরু তোরে দিল অভিশাপ—হবে তোর
লুপ্ত ত্রিভুবন-আধিপত্য চিরতরে,
রহিবে না ধরণীতে লক্ষ্মী তোর গৃহে।"

চাহি' অতিথির পানে কহিল ধীমান্
দৃঢ়কণ্ঠে পুনরায় : "নাহি ভয় তব।
করিয়াছি উচ্চারণ যবে একবার—
'তোমারে ত্রিপাদভূমি দিব দান'—মোর
হবে না অন্যথা সেই বচনের। তব—"
বলি' মহিষীর পানে চাহিয়া সম্রাট্
কহিল প্রশান্তকণ্ঠে : "আনো সতী মোর
সমীপে যজ্ঞের বারি—কোনো কথা নহে।"

দুরু-দুরু-হিয়া সাধ্বী পতির সকাশে
ধরিল ভৃঙ্গার সাশ্রুনেত্রে। স্পর্শ করি'
সে-পুণ্যসলিল বলি করিল ঘোষণা
জলদ-গম্ভীর স্বরে :
"যোগী মুনি ঋষি
জায়া পুত্র কন্যা বন্ধু মন্ত্রী সভাসদ—
সর্ব সাক্ষী—করি আমি ত্রিসত্য-শপথ :

দিব দিব দিব বিপ্রে ভূমি তিন পাদ
যদি সে-ত্রিপাদ বিস্তারিয়া এ-মায়াবী
করে মোর সর্বগ্রাস—তথাপি আমার
অঙ্গীকার রবে অবিচল। হে অতিথি!
স্বজন বান্ধব প্রিয় পরিজন চেয়ে,
বিশ্বে কীর্তিপ্রতিষ্ঠার চেয়ে, যজ্ঞ যাগ
পূজা হোম অশ্বমেধ দিগ্বিজয় চেয়ে
সত্যের অনুমরণো প্রিয় মোর কাছে।
নহে নাট্যরঙ্গ ইহা: সত্য মোর কাছে
নহে নিরুদ্দেশযাত্রা ছায়াতীর্থ তরে:
রক্তের স্পন্দনে তারে করি অনুভব
শিরায় শিরায়—সে যে আবেগচঞ্চল
জীবন্ত বিগ্রহ মোর প্রাণের মন্দিরে,
অদ্বৈত আরাধ্য—মূর্ত স্বপ্ন জাগরণে।
জীবন তো ম্লান ভস্ম বিনা সত্যশিখা।
নিয়েছি তাহার নাম রসনায় যবে
একবার—সাঙ্গহীন ঝঙ্কার তাহার
বাজিবে আমার প্রাণে—বাজে যথা বাঁশি
ব্রজগোপিকার কানে—যতক্ষণ তার
আহ্বানের পথে বাহিরিয়া অভিসারে
না হয় উধাও সতী—রহে না তাহার
জলে রস, স্থলে স্থিতি, নিশ্বাসে আরাম"।

উঠিল বাজিয়া ত্রিদিবে বাদিত্র :
আনক পণব মৃদঙ্গ শঙ্খ,
বাজিল মুরজ মুরলী সঘনে,
পুষ্পবৃষ্টি হ'ল বিনিঃশঙ্ক
মহাপুণ্যশ্লোক বলিরাজ-শিরে,
বাজিল অর্বুদ দুন্দুভি মন্দ্রি' :
"ত্রিভুবন দান করিল সম্রাট"—
ঘোষিল গন্ধর্ব কিন্নর নন্দি'।
"দেখেছি আমরা বীর্য বসুধায়,"
গাহিল সপ্তর্ষি, "দেখি নি নেত্রে
—হরণের তরে এল যে, তাহারে
করে সর্বদান ভোগের ক্ষেত্রে।
দেখেছি অমৃত তরে প্রাণপাত,
যন্ত্রণাবরণ লভিতে সিদ্ধি,
কৃচ্ছ্রব্রত দূর মোক্ষলাভ তরে,
আয়ু-বিসর্জন—যাচিয়া কীর্তি।
দেখি নাই—বিনা ইহ-পর-লোকে
পুরস্কার-আশা, প্রসাদ-প্রাপ্তি
অশঙ্কে যা আছে সর্ব বিসর্জন,
হেন মহিমার নাহি সমাপ্তি!"

বামনের ক্ষুদ্র দেহ লভি' স্ফীতি
হ'ল মহাকায় আশ্চর্যকান্তি!
এক পাদে তিনি ব্যাপিলেন মহী,
অন্যপাদে—স্বর্গ! স্বপন-ভ্রান্তি—

সম মনে হয় সবার—যখন
লভিল সে-তনু প্রসার তূর্ণ :
দ্বিতীয় চরণে করি' অধিকার
জল স্থল অদ্রি অনন্ত শূন্য !
নিরখিল বলি বিস্ময়ে—তাঁহার
চরণবিভঙ্গে ছুলিছে মর্ত্য,
পদতলে—রসাতল, সুবিশাল
জঠরে উত্তাল সমুদ্রাবর্ত।

বসনে সন্ধ্যার গাঢ় চেলাঞ্চল,
নাভিতে অম্বর, লোচনে সূর্য,
কেশে কৃষ্ণমেঘ, বুদ্ধিতে স্বয়ম্ভু,
মূর্ধায় স্বর্গের চিরমাধুর্য।
দিবা ও শর্বরী আছে ঘেরি' তাঁর
যুগল গভীর নয়ন-পক্ষ্ম,
ভ্রূভঙ্গে নিষেধ-সংহিতা-নিচয়
অধরে লোভের বাহিনী লক্ষ।

ত্বকে লোল কাম, নখে শিলা, রোমে
ওষধি, মোহিনী মায়া সুহাস্যে,
অস্রে নদনদী, উন্নত ললাটে
ক্রোধ, বক্ষে রমা, অনল আস্যে।
স্তনদ্বয়ে শোভে প্রিয় ও সত্য,
কণ্ঠে ঝঙ্কারিত ধ্বনি ও মন্ত্র,
নাসায় পবন, কর্ণে দিগ্বলয়,
জঘনে অসুর, মানসে চন্দ্র।

অষ্টম স্কন্ধ

ইন্দ্রিয়ে দেবতা ঋষিগণ, গাত্রে
প্রাণিসমারোহ, ছায়ায় মৃত্যু,
বাক্যে বেদছন্দ, জিহ্বায় বরুণ,
—মহাবিশ্বরূপ অপাপবিদ্ধ !

* * *

বলির সখা স্বজন সাথী আজ্ঞাবহ যত
স্তব্ধ হ'য়ে রহিল চেয়ে বিহ্বলের ম'ত।
বামনদেব বিশ্বরূপ ধরিয়া মহাকার
আবরিলেন জল-স্থল-ব্যোম দ্বিপাদে তাঁর।
তৃতীয় চরণের এখন কোথায় ঠাঁই হবে ?—
জিজ্ঞাসাও মৌন হ'ল ব্যাপ্তিবৈভবে !
বিষ্ণু-পারিষদ যাহারা স্বর্গে ছিল—ছুটি'
ধরায় আসি' ভক্তিভরে হরিচরণে লুটি'
ধরিল সংকীর্তনের মহাজয়ধ্বনি।
ব্রহ্মলোক হ'তে এলেন নামি' কমলযোনি
আপন ধামে দীপ্তিরবি সহসা দেখি' ম্লান
হরিচরণ-নখশশীর উল্লাসে মহান্।
আসিল যত তাপস ঋষি স্বয়ম্ভু-সনাথ,
হরিচরণে উচ্ছ্বসিয়া করিল প্রণিপাত।
মিলিত বন্দনে তাদের ভরিল ত্রিভুবন,
উদ্বেলিল দিগ্বলয়ে সে-মহানিস্বন :
চতুরানন-কমণ্ডলু হ'তে উছল নীর
চরণ করি' প্রক্ষালন বিষ্ণুর—অধীর
মহাগগনগঙ্গাধারে ঝরিল বসুধায়—
পরশে যার আজিও সব সন্তাপ জুড়ায়।

অনন্তর বামন দেহ সঙ্কুচিত করি'
মানবরূপ ধরিলে—তাঁর আদেশ অনুসরি'
গরুড় যবে করিল বলিরাজেরে বন্ধন,
মৌন বলি দিল না বাধা, জাগিল ক্রন্দন
হাহাকার সে-সভার মাঝে। কৃতাঞ্জলি সতী
বিন্ধ্যাবলি অভিমানিনী কহিল: "হে শ্রীপতি!
তোমারে বিনা-প্রশ্ন, সুখে, করিল সব দান
যে-মহাভাগ—তাহার কেন করো এ-অপমান?
বীরহৃদয়ে সকলি সহে—সহে না শুধু হায়
মহত্ত্বের হেন অহেতু দুর্গতি ধুলায়।
জানিয়া অভিসন্ধি তব, গুরুর অভিশাপ
সহি' যে দিল সকলি প্রভু তোমারে—কোন্ পাপ-
প্রত্যবায় ঘটিল তার—অবোধ নারী আমি
বুঝিতে নাহি পারি—কেমন বিচার তব স্বামী?"

কমল-করে ঝাঁপিয়া মুখ কাঁদিল মহারাণী,
কাঁদিল সখী স্বজন সবে। শ্রীবলি অভিমানী
দৃপ্ত সুরে বলিল: "রাণী! যোগ্য তব নহে
অসংযম—বীররমণী বীরেরই ম'ত সহে।"

অশ্রুমুখী নীরব হ'ল। হাসিল রমাপতি:
"বীরের আজ দম্ভ কোথা রহিল মহামতি!
যে যাহা চায় করিতে দান পারো এ-চরাচরে—
করিয়াছিলে অহংকার, মনে কি প্রভু পড়ে?
বামন এক—ক্ষুদ্রতম চরণতল যার,
তার ত্রিপাদ-পৃথ্বী দান করিতে যে-রাজার

শক্তি নাই—সঘনে কেন করে সে বিঘোষণ :
তাহার কাছে সফল হয় সকল প্রার্থন ?
দ্বিপাদে আমি করেছি ধরা স্বর্গ অধিকার,
রাখিবে বলো কেমনে তবু প্রতিজ্ঞা তোমার ?
দুরভিমানী ! দানের ছিল গর্ব তব ঘোর,
প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ যবে করিলে—সুকঠোর
শাস্তি লও পাতিয়া মাথা—নরকে করো বাস
একাকী শতবর্ষ—ছাড়ি' রাজ্য, স্ত্রী, বিলাস।"

* * *

শঙ্কাহীন দৃপ্তকণ্ঠে কহিল প্রবীর
বলিরাজ : "প্রভু, আমি প্রতিজ্ঞা আমার
করিব না ভঙ্গ কভু : তৃতীয় চরণ
রাখো শিরে মোর। আমি করি অঙ্গীকার :
যতদিন নাহি হবে মরণ-আঁধারে
নিষণ্ণ এ-শির মোর—ততদিন রবে
হ'য়ে তব পাদপীঠ সেবার বেদিকা।
যে-উত্তুঙ্গ শীর্ষ চিরদিন ছিল নাথ
করাল ভুজঙ্গ-ফণা সম—দেখে যারে
বজ্রধরও পেত ভয়—আজি হ'তে হোক
চরণ-বাহন তব।"
রাখিল বামন
তৃতীয় চরণ নম্র শিরে দেবারির।
সে-অপূর্ব দৃশ্য দেখি' ছায় জয়ধ্বনি
বিশাল মণ্ডপতলে কণ্ঠে সবাকার।

প্রিয়পরিজন-নেত্রে অশ্রুমুক্তা জ্বলে
কম্প্র দীপদ্যুতি সম গভীর বিস্ময়ে।
মৃদুল গুঞ্জন ঋষিকণ্ঠে হয় শ্রুত :
"কোন্ পথে নারায়ণ কারে দীক্ষাদান
করেন অচিন্ত্য ছলে—জানে কভু কেহ ?
হিমালয়-স্পর্ধী ছিল দম্ভ যার—সেই
দেবদ্রোহী আনমিল তার দৃপ্ত শির
হেন ভক্তিভরে হরি-চরণের তলে !
অপ্রমেয় হে মহান্, মহিমা তোমার !"

স্তব্ধ হ'লে সেই সম্মিলিত জয়ধ্বনি,
নিরুত্তাপ শান্ত কণ্ঠে কহে দৈত্যাধিপ
(নবীন-স্পন্দনে ভরা, অশ্রুর আভাসে
গাঢ়—কিন্তু নাই চিহ্ন আত্মধিক্কারের) :
"দম্ভ মোর আছে দেব, তাই তো তোমারে
পেয়েছি অতিথিরূপে মোর দর্পহারী !
তিরস্কার তব আমি রাজ-প্রসাধন
সম বরি। জানি—আজ করেছ আমারে
পরাজয় বলে তব—দেখায়ে যে, বিনা
সমর্থন তব ভবে অস্থির সকলি
কম্পিত পল্লবে বিন্দু শিশিরের ম'ত,
এ-মুহূর্তে যে উচ্ছলে ধরিয়া অধরে
রবির চুম্বনস্বর্ণ—হায় পরক্ষণে
লুটায় ধুলায় ম্লান—পবন-ফুৎকারে !
পূর্বাহ্ণ-লগনে ছিল যে নিখিলপতি

মুনি-ঋষি-স্তুত—মধ্যাহ্নে তাহার কোথা
ঐশ্বর্যের চিহ্ন ?—আছে দীন ভিক্ষুকেরো
যে-গতির স্বাধীনতা—নাই মোর আজ :
বরুণের পাশে বদ্ধ, লাঞ্ছিত, মলিন !"

স্তব্ধ হ'ল বলিরাজ—সভাস্থলে শুধু
নারীদের গূঢ় ক্রন্দনের ধ্বনি আসে
ভেসে রহি' রহি'—অশ্রুমুখী বিন্ধ্যাবলি
দুহাতে ঢাকিয়া আঁখি রহে স্থির, শুধু
ক্ষণে ক্ষণে দেহলতা ওঠে কাঁপি' কাঁপি'
রুদ্ধকণ্ঠ রোদনের দুর্বার উচ্ছ্বাসে।

* * *

নামায়ে চরণ হরি রাখিল ভক্তের
নয়নে নয়ন স্নিগ্ধ-সৌদামিনী-দ্যুতি।
করুণায় অভিভূত কহিল শ্রীবলি
গভীর অশ্রুল স্পন্দে : "কিন্তু তবু নাথ,
সত্যের মহিমা করো তুমিও দর্শন :
ছিল বলি' সত্যনিষ্ঠ অন্তর আমার
শ্রীচরণ তব আজ দিতে হ'ল দান
আমারে রাখিতে বন্দী। নহিলে এ-দেহ
হ'ত সমুচ্ছ্রিত সূর্যকরে নিষ্কাসিত
অনিরোধ্য অসি সম ধাঁধিয়া দেবের
ভীরু নেত্র।" বিদ্যুতের আভা পুনরায়
ঝলকিয়া ওঠে তার কল্পনায় হেন।
পরক্ষণে ম্লান কণ্ঠে কহে সে শমিয়া

আসুরিক ক্রোধ তার : "কিন্তু তুমি বাধা
দিলে যবে ধরি' তনু নব ছলনায়,
করিতে দেবেরে রক্ষা জন্মিলে ভূতলে,
হ'ল মোর পরাজয়—মানি। তবু মোর
বীর তনু বন্দী করি' রাখিতে তোমারে
কোন্ মূল্য দিতে হ'ল প্রভু ? শ্রীচরণ
পড়িল বন্ধকী চিরতরে প্রতিদানে !"

চমকি' উঠিল সবে রাজন্য, পার্ষদ,
মুনি ঋষি পুরোহিত—বিচিত্র বর্ণনে !
নব গভীরতা-রেশ কণ্ঠে ওঠে বেজে
দেবারির। কহিল সে : "তবে দেখ নাথ,
এ কি পরাজয় মোর ? যে-চরণ তব
শিব-ব্রহ্মা-ইন্দ্র-আদি অমরবাঞ্ছিত,
যে-চরণ সর্বতাপহারী, বরে যার
বিলাসে বৈরাগ্য ছায়, যার আকিঞ্চনে
বিশ্বপতি ভস্ম মাখি' শ্মশানবিহারী
হয় যুগে যুগে, শুধু নহে যোগিমুনি,
যে-চরণ তরে তব প্রেমিক সন্ন্যাসী
সুখ-বিসর্জনে খোঁজে প্রেম-স্পর্শমণি,
অধ্রুবের দুরাশায় ছাড়ি' ধ্রুব ভোগ,—
এ-হেন চরণ নাথ পেয়েছি-যে আজ
বিনা আরাধনে—এ কি সত্য পরাজয় ?

পুনরায় দীপ্ত প্রত্যয়ের সুর ওঠে
বাজিয়া সঘনে কণ্ঠে তার, কহে বলি :

"শুধু জানি হে মায়াবী, অন্তরে আমার
যে-কৃপা পেয়েছি তব, প্রস্তুতিতে তার
অলক্ষ্যে তুমিই দীক্ষা দিয়েছ আমারে
আশৈশব—কীর্তি-বীর্য-দান-যশোমুখী।
সত্য, চিনি নাই আমি তারে দীক্ষা বলি',
ঘোষিয়াছি : 'বীর্য শক্তি—আমার, আমার।'
তবু অভিমান মাঝে করেছ আমারে
তুমিই অনল্পব্রতী—তাই সুখে আমি
লভি নাই তৃপ্তি—সাস্ত যাহা কিছু ভবে,
গণি নাই গণ্য কভু। তুমি জানো প্রভু,
সুখ তরে প্রার্থি নাই সাম্রাজ্য স্বর্গের।
কীর্তি মোর চির-স্বপ্ন : চেয়েছি জীবনে
চিরদিন সেই ঋদ্ধি—অন্ত নাহি যার।
কনকের আছে ক্লান্তি, ইন্দ্রিয়ভোগের
আছে অবসাদ, নারীলাবণ্যের আছে
বিস্ময়ের অন্ত, যৌবনের অবসানে
লালসারে মনে হয় ম্লান দৈনন্দিন :
শুধু জগন্নাথ, এই জগতে তোমার
কীর্তির প্রসার দীপ্তি সমাপ্তি-বিহীন।
তাই প্রভু চিরদিন কীর্তি তরে মোর
অন্তর বৈরাগী। দেবগণ কেন পাবে
অমৃত তোমার—যারা নহে কীর্তিমান্?"

নয়নে জ্বলিয়া পুন উঠিল বলির
ক্রোধের ঝলক—জ্বালাময় উচ্চারণে

কহিল অধর দংশি, ক্ষোভে : "শোনো ঐ
স্বর্গে দেব-জয়ধ্বনি—মোর পরাজয়ে!
লজ্জা নাই দেবতার! তোমারে আপনি
নরজন্ম হ'ল ভবে করিতে গ্রহণ
তাহাদের অকীর্তির ম্লান রাজধানী
তাদেরে ফিরায়ে দিতে! অসুর চাহে নি
কভু হেন সুখভোগ—যেথায় তাহার
নাই বিক্রমের অধিকার। পলাতক
ফেরু সম ভীরু যারা সিংহ-আবির্ভাবে,
অহর্নিশি করে ভয়—শুধু দনুজেরে
নয় হায়—প্রতি মহাতপস্বীরে, পাছে
তপস্যায় জিনিয়া সে লয় তাহাদের
কীর্তিহীন অধিকারহীন রাজধানী!—
পাঠায়ে অপ্সরা চায় তপোভঙ্গ তার
করিতে যাহারা লজ্জাহীন!—যোগ্যতায়
পারে না রাখিতে যারে—চায় স্বত্বহীন
সে-ভোগের অমরতা—ধিক্ শতবার
সে-দেবত্বে! তবু—"

তার কণ্ঠে অভিমান
উঠে কাঁপি' : "হেন প্রাণী, লভি' নারায়ণ,
শুধু তব সমর্থন—সমুদ্র-মন্থনে
লভিল অমৃত—যারে বীরত্বে অর্জন
করিতে অক্ষম—তারে শুধু তব বলে
আত্মসাৎ করি' হেয় প্রাণ আপনার
করিল অমর। তাই প্রতিজ্ঞা আমার

ছিল : আমি দেবগণে দেখাব—কেবল
আপনার বীর্যবলে, দান-কীর্ত্তি-বলে,
অমৃত-বঞ্চিত জীবও অমৃত-ছলানে
লাঞ্ছিয়া সমরে পারে জিনিতে ত্রিলোকে
পদ অদ্বিতীয়। তাই দানব-কেশরী
মোর ভয়ে দেবগণ শৃগালের সম
সূক্ষ্মদেহে বায়ুলীন হ'ল কামরূপী।
আজি তারা সিংহনাদ করে স্বর্গপুরে !
যারা লজ্জাহীন নাথ কে পারে তাদের
লজ্জা দিতে ? ছলনার পৌরোহিত্যে তব
যে-ত্রিদিব পেল ফিরে—সেথা করে তারা
নৃত্য গীত সোমপান ! প্রণিধান যারা
করিতে পারে না আজো—কেন মানে হার
বার বার দুর্দৈবের হাতে—করে তারা
কেমনে ঘোষণা বন্ধ্যা দেবত্ব তাদের !
সত্য যদি দেব তারা—শুনিল না আজো
কেন দৈববাণী তব—তুমি তপস্যার,
আর কারো নও ? যারা নিল দেব-নাম
নামের প্রণামী চায় কেন—না অর্জিয়া
দেবত্ব-পদবী ? শিখিল না কেন
সংযমের বাণী আনন্দের অভিধানে ?
দেখিতে চায় না কেন মুগ্ধ বীর্যহারা
বিলাসিনী-জার-দল—বিনা মহত্ত্বের
আরোহিণী শুধু ভোগ আনে রসাতলে ?
দানে ব্রতে যজ্ঞে ত্যাগে প্রাণের তর্পণ।

দৈত্য নহে হীন সৃষ্টি—তাই বার বার
দেবতারে বিতাড়িত করে শৌর্যবলে।"

সহসা নয়নে তার অগ্নি আসে নিভি',
কণ্ঠে বেজে ওঠে নব মিড় বেদনার,
কহে বলি রাখি' নেত্র হরির নয়নে ঃ
"ক্ষমিও আমারে দেব, হেন বিস্ফারিত
অভিমান-প্রগল্‌ভতা। জেনেছি আজিকে
কীর্তির অন্তিম দীপ্তি নাই অভিমানে,
গর্বে নাই চিরঞ্জীবী সার্থক বিলাস।
কতটুকু তৃপ্তি গর্বে ? চরিতার্থ প্রাণ
কবে হয় অহঙ্কারে ? কীর্তির পরম
বৈকুণ্ঠ পায় না কেহ বিনা তব শুভ
সম্মতি—জেনেছি আজ। তবু হে শ্রীপতি,
কীর্তিও বিভূতি তব—নহিলে সে কভু
লভিত না সমর্থন তোমার নিয়ত
অসুরেরো সাধনায়। তার হুহুঙ্কারে
কোথাও ঝঙ্কার তব বাজে—তাই আজো
হয় নি সে রুদ্ধকণ্ঠ। তোমার সত্যের
রেণুও যেথায় নাই—নাই যেথা তব
অণু-অনুমতি—নাই নাই সে কোথাও।
বিন্দু কাঁপে ক্ষণতরে—তারপরে যায়
শুকায়ে—তবুও আজো জ্বলে যে ধরায়
খণ্ড মুহূর্তের বুকে—কেন ?—শুধু তব
সিন্ধু তার বুকে আছে লুকায়ে বলিয়া

যা কিছু মহৎ এই জীবনলীলায়
স্ফুলিঙ্গের কণা হ'তে ব্যাপ্ত নীহারিকা
জুড়িয়া যা কিছু জ্বলে প্রদীপ্ত ভাস্বর,
নিমেষে নিলীন হ'ত না কি—যদি নাথ,
তুমি না জ্বলিতে সেথা প্রসন্ন দীপনে ?
কীর্তিরে উচ্চাশী তাই করে আকিঞ্চন
অনন্ত অকুতোভয়ে—শিল্পে, বীর্যে, ত্যাগে :
তামসের অকীর্তির নীরন্ধ্র গহ্বর
হ'তে কীর্তি হয় উদারের আরোহিণী।
কীর্তির ক্ষুধার নাই অবধি—সেথায়
অসীমের আবিষ্কার নিরবধি বলি'।
তাই যুগে যুগে মোরা কীর্তি-সাধনায়
তোমারেই সাধি প্রতি ঊর্ধ্ব-অভিসারে।
'তুমি বিনা কোথা কীর্তি ?'—এ-প্রশ্নও নাথ
জাগে—যবে লভে প্রাণ পার্থিব কীর্তির
তুঙ্গতম অভ্রচূড়া—দেখে সে যখন :
মৃত্তিকার আছে শেষ, নাই নীলিমার।

"আজি তুমি মহাকায় ধরিয়া ভূমন,
কীর্তির বৈষ্ণব বিভা-উল্লাসে দেখালে :
পারে না জিনিতে দর্প কীর্তির শিখর—
বামন দীনতা মাঝে শুধু কীর্তি পায়
ব্যাপ্ততম বিকাশের পরম সন্ধান !
তাই বলি—নহি আমি আজিও নির্জিত
আপনি আসিলে যবে ধরি' মরতনু

কীর্তির দুয়ারে মোর—আপন কীর্তির
পরম প্রোজ্জ্বলতায় দীক্ষা দিতে মোরে
তোমার অমরলোকে—মর কীর্তি যেথা
চিরম্লান। লভিলাম তাই ভক্তাধীন,
ভুবনে চরম কীর্তি—যবে তুমি আজি
তৃতীয় চরণ তব রাখি' এই শিরে
হ'লে মোর চিরবন্দী—আমারে অধীনে
রাখিতে—আপনি প্রেমে মানিলে আমার
অধীনতা, ছলী, মোরে করিতে তোমার
দাস বাঁধা রেখে শ্রীচরণ।

নমো নমো

হে মহাকরুণাপতি! এ কী লীলা জ্যোতি
উদ্ভাসিলে চক্ষে মোর হেন আবির্ভাবে!
কোথা আমি হীন দৈত্য ক্লিন্ন পঙ্কময়,
কোথা তুমি দেবদেব অবৃন্ত পঙ্কজ!
তবু, হেন-তুমি-হরি—এ-ব্রহ্মাণ্ড যার
অণিমা ইচ্ছার সিদ্ধি—আসিলে আমারি
সিংহদ্বারে বামনের অকিঞ্চন বেশে—
উদ্‌ঘাটিতে দীনতার অপার মহিমা,
দেখাতে—তোমার ক্রোধ শুধু অনুগ্রহ
ছদ্মবেশে! হে অকল্পনীয় কামরূপ,
জ্যোতি যার কৃপাঘন প্রকাশ-প্রতীক,
অতলের মাঝে লীন শিখর-গরিমা
করে যে প্রমূর্ত তার বামন-লীলায়,
নরকে-নন্দনে যার দৃষ্টি সমস্নেহ,

বিন্দুবুকে রাখে বন্দী যে সিন্ধুবিস্ময়
তারে কে চিনিতে পারে—যদি সে আপনি
নাহি দেয় অচিন্তিত পরিচয় তার !
তাই আজি অভিমানী অসুরের দ্বারে
আসি' প্রার্থী হ'য়ে বুঝি দেখালে তোমার
এ-নবলীলায়—করুণার ভাষা তব
নহে মর্ত্য মানসের অধিগত দেব !
বুঝালে কি এ-বিচিত্র অভ্যুদয়ে তব
করুণা তোমার নহে যোগ্যতা-বিচারী ?—
যে-জন শ্রীহীন অন্ধ প্রেমপরাঙ্মুখ
সেই জানে করুণার গুহ্য গাঢ়তম।
পাতালে মুমূর্ষু যবে—হেরি চমকিয়া
অভ্রচুম্বী অমরণী মূর্তি আপনার
ছাড়িয়া এসেছি যারে দুরভিমানের
আত্মঘাতী রসাতল-বুভুক্ষায় !—যারে
ফিরায়েছি অন্ধ মোহে—সে নহে বিমুখ,
ভ্রান্তি মাঝে দেয় নবদর্শন কান্তির
মহান্ মহিমময় !—হেন করুণার
কতটুকু দেখে হায় দীনদৃষ্টি আঁখি—
নিত্য মরীচিকাবুকে দেখে যে সরসী !
এ-ছলে দেখালে নাথ—ভ্রম বলি যারে,
প্রবর্তনে যার নামি সুধালোক হ'তে
অজ্ঞাতে গরলকুণ্ডে—তারো সার্থকতা
আছে বলি' ভ্রম আজো আছে—বিকাশের
অনন্ত পথের লভি অসাঙ্গ ইঙ্গিত

তার অন্ধকূপে। তুমি দেখাও ভুবনে
যুগে যুগে—অস্বীকার-মর্মেও বিরাজে
দীপ্ত অঙ্গীকার, নরকেরো অভিজ্ঞতা
নহে পূর্ণব্যর্থ কভু। যা-কিছু জীবনে
আসে উপলব্ধি হ'য়ে—সেথা তুমি তব
কোনো সত্যকণা করো প্রমূর্ত—মহান্
লীলায় তোমার: যার দিশা মর্ত্য আঁখি
কভু নাহি পায়। তাই যে চায় অসীমে,
অল্পে যে রহে না তৃপ্ত—তার অশান্তির,
বিদ্রোহের, জিঘাংসারো ব্যাপ্তিবুকে তুমি
মূর্তি ধরো নারায়ণ, সমাপ্তি-বিহীন!
নহিলে কি স্বৈরাচারী উচ্চণ্ড দানবো
নম্রফণা হ'ত প্রেমে তব?

রাখো নাথ,
শ্রীচরণ শিরে মোর—নয়ন-সলিলে
শিখাও আজিকে অভিসিঞ্চিতে তাহারে।
অতীতের দর্প, গর্ব, কীর্তি হোক ম্লান
প্রশ্নহীন আত্মদান-কীতির কিরণে।
কারে বলি কীর্তি?—যাহা তুঙ্গ, দুরারোহ
অভিমান-সাধনায় আছে কীর্তি, তবু
সাধ্য তাহা সাধনায়: যেমনি তাহার
হোক না সর্পিল পথ, চিনি তার বাধা,
সহায়, নিষেধ, সিদ্ধি। কে চিনেছে তব
করুণার পরা মূর্তি?—যে নিরভিমান।
গরিষ্ঠ যে-জ্ঞান, ব্যাপ্তি, আনন্দ, প্রত্যয়

—তার উপলব্ধি শুধু মিলে করুণায়.
তারে পাওয়া যায় শুধু—(যাহা সব চেয়ে
দুরায়ত্ত দুরাশীর)—অভিমানহীন.
প্রশ্নহীন, দ্বিধাহীন, আত্মনিবেদনে।
ছদ্মবেশী আবির্ভাবে দিলে হরি মোরে
সেই নিবেদনদীক্ষা—বিদ্রোহেরে মোর
রূপান্তরিয়া প্রণিপাতে। মোর দৃঢ়
অপ্রেমেরে প্রেমতীর্থ-মুখে তব নিতে
নিরভিমানীর বেশে দিলে দেখা—এলে
বামনের রূপ ধরি' ওগো মহাকায়,
দেখাতে : করুণা তব চায় দীন হ'তে—
মহিমারি মন্ত্রসিদ্ধি তরে। নাথ, আমি
লভেছি উজ্জ্বল কীর্তি যত এ-জীবনে,
দানে, ব্রতে, যাগ-যজ্ঞে, রাজ-সমারোহে,
পরাজয়-পরে দীপ্ততর অভ্যুদয়ে,
সব আজি বিনিষ্প্রভ এ-কীর্তির পাশে :
ত্রিভুবনেশ্বর দৈত্য যাচিল যখন
দান-সত্য-ব্রতে নারায়ণের চরণে
সুচির প্রণাম নম্রশিরে স্ব-ইচ্ছায়।"

কহিল বামন হাসি' অনিন্দ্যসুন্দর
শ্রীকরে করিয়া তার শৃঙ্খলমোচন,
রাখিয়া কমলকর নবশিষ্য-শিরে :
"লভিলে আজিকে বন্ধু তৃতীয় নয়ন
স্বেচ্ছাব্রতী সুমহান্ আত্মদানে তব,

জিনিলে উত্তুঙ্গ কীর্তি-চূড়া, লাঞ্ছনার
অতল গহ্বর হ'তে নিরখি' আমার
দুর্নিরীক্ষ্য বিশ্বরূপ অনন্ত-সঞ্চারী।
তাই ওগো কীর্তিমান্, লভিলে অক্ষয়
কীর্তি—মোরে সত্যরক্ষাতরে করি' দান
ত্রিভুবন : গুরুবাক্য করিয়া লংঘন,
জানিয়া আসন্ন সর্বনাশ—তবু তুমি
অচল-প্রতিজ্ঞা-চূড়ে রহিলে অটল
অটুট—জানিয়া তব আসন্ন পতন
নিরানন্দ লাঞ্ছনার গহন গহ্বরে :
বরিয়া গুরুর শাপ, সহি' মহিষীর
করুণ ক্রন্দন বীর, অধ্রুবের তরে
স্বেচ্ছায় শক্তিরে তব করিলে নিয়োগ
দ্বিধাহীন দানের সাধনে। যে-অতিথি
অনাত্মীয়, গুরুমুখে জানিয়া তাহার
দেবদৌত্য, হ'য়ে দেবদ্রোহী, তবু তুমি
মুহূর্তে নিঃশঙ্কচিত্তে করিলে প্রদান
ত্রিলোক-সাম্রাজ্য—যাহা বহু বীর্যবলে
করেছিলে আহরণ বহু বর্ষ ধরি'।
শৃঙ্খলিত হ'য়ে তবু প্রণমিলে তারে
ছলে যে করিল তব সর্বস্বহরণ।
ছিলে দৈত্যরাজ—আজি হ'তে পেলে নাম
ত্যাগিরাজ চিরতরে। হারায়ে চঞ্চল
কীর্তির সাম্রাজ্য পেলে অচঞ্চল প্রেমে
দীক্ষা। ত্রিভুবন ভয় করিত যাহারে

আজি হ'তে তার পুণ্য চিরজীবী নাম
দিবে বরাভয় সবে। জয়মাল্য যার
দুলিত প্রদীপ্ত কণ্ঠে—দুলিবে সেথায়
বৈকুণ্ঠের বৈজয়ন্তী মালা অপরূপ
গাঁথা প্রেম-পারিজাতে অম্লান-সুরভি।"

কহিল কোমল কণ্ঠে ক্ষণ পরে দেব
নারায়ণ প্রেমে ধরি' মূর্তি চতুর্ভুজ:
"হরি মোর নাম বন্ধু, করি বলি' গ্রাস
সর্বমোহ, সিংহসম ক্রোধরূপী প্রেমে।
বন্ধন-লজ্জায় আজি বাঁধিনু তোমারে
দেখাতে মুক্তির পন্থা। বন্ধু, চিরদিন
ভক্তেরে আমার করি নিঃস্ব—দুঃখানলে
দহিয়া মালিন্য তার তিলে তিলে, তারে
বিশ্বাতীত বিশ্ব দান করিতে মরতে। *
ধরি রুদ্ররূপ—বিনাশিতে কামনার
মায়াছল। ক্রোধ শুধু প্রসাদ আমার
ছদ্মবেশে, অভিশাপ—প্রেমবরদান।
নহিলে কি তুমি বীর, প্রণতি-দীক্ষার
চিনিতে মহিমা কভু—ত্যজিয়া নিমেষে
উগ্রতার তাপ, বরি' অশ্রু-সুকোমল
প্রশ্নহীন আত্মদানে? দিতে কভু ঝাঁপ
কীর্তির শিখর হ'তে অকীর্তি-গহ্বরে?

* ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্। (২২অ)

এ-লীলা চাহিনু আমি—মোর করুণার
অচিন্তিত ছবি এক অঙ্কিতে তোমার
অভিমানী দানশীলতার দীপ্ত পটে।
আজিকে তোমারে বর দিনু মহাভাগ :
সাবর্ণি মন্বন্তরের ইন্দ্র হবে তুমি।
যতদিন সেই মন্বন্তর নাহি আসে,
করো বাস বিশ্বকর্মা-নির্মিত সুতলে,
দেবেরো বাঞ্ছিত লোকে। তোমারে সেথায়
স্বজন মহিষী মিত্র প্রজাগণ সহ
রক্ষিব আপনি আমি। নিয়ত আমারে
দেখিবে তোমার বন্ধু, অন্তর মন্দিরে
অন্তর্যামী সখা গুরু। হবে মুক্ত তুমি
আসুরী প্রকৃতি হ'তে প্রভাবে আমার।
তোমার দীক্ষার এই অপূর্ব কাহিনী,
বিদ্রোহের রূপান্তর—ভাগবত প্রেমে,
জ্বলিবে ভক্তের হৃদে অবিস্মরণীয়
আদর্শ-আলেখ্য হ'য়ে, ঘোষি'—করুণার
একই সূত্রে বাঁধি আমি নিত্যনব রূপে
স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলে, দেবতা-দানবে।

নবম স্কন্ধ

হঁস হঁস কান্ত ন পাইয়া, জিন পায়া তিন রোয়।
হাঁসী খেলে পিউ মিলৈঁ, তো কৌন ছুহাগিনি হোয় ॥

সব ধরতী কাগদ করূঁ, লেখনি সব বনরায়।
সাত সমুন্দকী মসী করূঁ, গুরু গুন লিখা ন জায় ॥

মিলে না কান্তে হাসির মেলায়, কান্নায় মিলে শুধু
সাধ ক'রে হ'ত দুঃখিনী সে কে সুখে দেখা দিলে বঁধু ?

ধরিত্রী যদি হয় পত্রিকা, লেখনী—বেণুর বন,
সাত সমুদ্র হয় মসী—গুরুগুণ না যায় লিখন

—কবীর

অম্বরীষের অভিজ্ঞান :

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুত সৎকথোদয়ে
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
(৪।১৮,১৯)

দুর্বাসার প্রতি নারায়ণের উক্তি (অম্বরীষ প্রসঙ্গে) :

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥
সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্তুঃ কুরুতেঽশিবম্।
তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে।
তে এব দুর্বিনীতস্য কল্পতে কর্তুরন্যথা॥(৪।৬৩-৬৬,৬৮,৭০)

অম্বরীষকে দুর্বাসার অনুতাপোক্তি :

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ॥ (৫।১৫)

নবম স্কন্ধ

ভক্তাধীন

বৈবস্বত শ্রীমনুর তনয় নাভাগ ছিল ধর্মভীরু রাজা পুণ্যশীল,
পুত্র তার স্নিগ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় অম্বরীষ, চরিত্রে মহান্ অনাবিল,
ধর্মের ধারক, নিত্যপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবের দান ধ্যান ব্রত-আচরণে,
নিশিদিন ছিল যার মন লিপ্ত নারায়ণে নর্মে কর্মে শয়নে স্বপনে,
সপ্তদ্বীপা ধরিত্রীর সম্রাট সে হ'য়ে তবু সম্পদেরে জানিয়া নশ্বর
বাসনার বিসর্জনে অনিন্দ্য নিরভিমানে কৃষ্ণভক্তি সাধি' নিরন্তর
লভিল শ্রীভগবানে অন্তরের অন্তর্যামী, সর্বজনে সমমৈত্রীপ্রীতি,
ফলে যার বিশ্বধন গণিল ধূলার সম কেশবের সে-ধন্য অতিথি।
মন সে অর্পিল শুধু কৃষ্ণের চরণে—কণ্ঠে তাঁরি গান গাহিয়া নিয়ত
কর ছিল রত শুধু কৃষ্ণের সেবায় নিত্য অকুণ্ঠিত, অশ্রান্ত, জাগ্রত।
শ্রবণ করিত পান তাঁরি কীর্তি-কাহিনীর অমৃত-আসার বিমোহন,
নয়ন দেখিত দীনতম জনে আবির্ভাব দীনবান্ধবের অনুক্ষণ।
চাহিত আনন্দে শির প্রণাম বৈষ্ণব-পায়, ঘ্রাণ শুধু যাচিত সুবাস
বিগ্রহ-চরণাশ্রিত তুলসীর, রসনার ছিল শুধু প্রসাদের আশ।
চরণ চঞ্চল ছিল তীর্থ হ'তে তীর্থান্তরে শ্রীনিবাস-নিবাসে চিন্ময়,
কামনা নির্মাল্য সম হ'য়ে কৃষ্ণ-নিবেদিত, কামনার সাধিত বিলয়।
নিষ্ঠায় নিটোল ছিল দৈনন্দিন আত্মদান, সর্ব কর্ম করি' সমর্পণ
পদ্মনাভ নারায়ণে ব্রাহ্মণের মন্ত্রণায় করিত সে পৃথিবী-পালন।
অনুষ্ঠিয়া বহুযজ্ঞ মহাযজ্ঞেশ্বর ভূপ আরাধনা সাধি' শ্রীহরির,
ধীরে ধীরে জায়া-সুত-ধন-জন-যশোমানে লভিল বৈরাগ্য সুগভীর!

ভক্তাধীন ভগবান ভক্তেরে রক্ষিতে দিল আজ্ঞা সুদর্শন-চক্রে তার :
অলক্ষিত বিষ্ণুচক্র রহিত রাজার কাছে নিবারি' অশুভ অনিবার।

* *　　　　* *
*　　　　*

ভক্তিমতী মহিষীর সাথে বর্ষকাল সাধি' দ্বাদশীর ব্রত, মহাপ্রাণ
ব্রতান্তে ত্রিরাত্রি করি' উপবাস যথাবিধি কালিন্দীর নীরে করি' স্নান
মধুবনে মাধবের করিয়া অর্চনা, কোটি গাভী দান দিয়া অভাজনে,
অন্নপানে বহু বিপ্রে তুষি' রাজা পারণের তরে যবে আসীন আসনে,—
আচম্বিতে মহামুনি দুর্বাসার আবির্ভাব! অন্ন ছাড়ি' নমিয়া তাঁহারে
নিমন্ত্রিল উপবাসী আতিথ্য স্বীকার তার করিতে মুনিরে বারে বারে।

"সাধু সাধু," কহে মুনি. "শুধু তিষ্ঠ ক্ষণকাল, আসি আমি যমুনার নীরে
স্নান জপ সমাপিয়া—এখনি আসিব," বলি' করিল প্রয়াণ নদীতীরে।

*　*　*

উত্তীর্ণ দ্বাদশী তিথি হয় প্রায়, মহামুনি আসে না ফিরিয়া তবু হায়!
শুধালো ঋত্বিকে রাজা বিধেয় কী আচরণ নাহি যেথা লেশ প্রত্যবায়।
দ্বাদশীর পরে নাহি আহার—অতিথি কবে ফিরিবে কেহই নাহি জানে :
চিন্তিয়া কহিল স্মার্ত : "শুধু জলপানে নাহি তিলদোষ, স্মৃতির বিধানে
ভোজন ও অভোজন বিকল্পে সলিলপান—শাস্ত্রে কহে," শুদ্ধ ব্রতচারী
নৃপতি করিল পান শুধু জল। ক্ষণপরে মুনি আসি' ক্রোধে হুহুঙ্কারি'
কহিল : "রে দুর্বিনীত! লুব্ধসম অতিথির পূর্বে তুই করিলি ভোজন!
রাজ্য-মদমত্ত, তোর এ-পাপের শাস্তি শুধু বিপ্ররোষে অকাল-মরণ।"
বলি' জটাহ'তে বেণী এক করি' ছিন্ন, মুনি সৃজিল মারক লহমায়;
খড়্গাধারী সে-রাক্ষস আসে ধেয়ে হুহুঙ্কারি', দেখি' ত্রাসে সকলে পলায়,

প্রতিহারী দাসদাসী প্রিয়পরিজন, রাজরাণী নারীগণ মুরছায়,
বিহারে-সংহারে সমজ্ঞান অম্বরীষ শুধু বিনিঃশঙ্ক রহে প্রতীক্ষায়।

* *　　　　　　　* *
*　　　　　　　　*

অলক্ষিতে সুদর্শন আচম্বিতে রুদ্রমূর্তি ধরি'
ঘাতকেরে করে বধ নিজতেজে তেজ তার হরি'।
আতঙ্কে দুর্বাসা কাঁপে—উদ্যত সে-চক্র আক্রমণ
করে তারে : 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে মুনি করে পলায়ন।
বিচ্ছুরি' অনলশিখা সুদর্শন পিছে তার ধায়,
সকলে বিস্ময় মানে দেখি' শূন্যে চক্র বহ্নিকায়
ছুটে পিছে মহর্ষির—যেথা যায় মুনি, সুদর্শন
অনুসরে—লংঘি' নদ, নদী, সিন্ধু, কান্তার, কানন,
তুঙ্গ, শৃঙ্গ, উপত্যকা, আঁধার পাতাল, জ্যোতিষ্মান্
নীলাম্বর—যেথা লভে ক্ষণাশ্রয় যোগী—লেলিহান
ভুজঙ্গ-ক্ষুধার্ত দাবানল সম গর্জে সুদর্শন
তেজে করি' দুর্বাসার জটা রোম শ্মশ্রুরে দাহন।

অবশেষে ব্রহ্মলোকে উত্তরিয়া ব্রহ্মার চরণে
লুঠে ঋষি : "রক্ষা করো প্রজাপতি, হেন অঘটনে।"

কহিল স্বয়ম্ভু : "আজো জানো না কি—ত্রিভুবনে নাই
হরি বিনা রক্ষাকারী কেহ ? দেবতার ধাম পাই
আমরা লভিয়া তাঁরি আশ্রয়। তাঁহারি অভিলাষ
বিশ্বের নিয়ন্তা, বিধি, বিধান—আমরা শুধু দাস
লীলা-অনুচর তাঁর ! কোথা তুমি পাবে পরিত্রাণ
হরিভক্ত-দ্রোহী ?"

লভি' কমলযোনির প্রত্যাখ্যান
যাচিল শরণ মুনি কৈলাসে শিবের। কহিল সে :
"আমরা অক্ষম বৎস বিষ্ণুচক্র-সুদর্শন-রোষে।
রক্ষা যদি চাও—ছাড়ি' হেন শিশুসম আচরণ
জলে স্থলে রসাতলে অশক্তের চরণে ক্রন্দন
করি' পরিহার—যাও ক্ষমা চাও শ্রীহরির পায়।
তিনি না করিলে ত্রাণ ত্রিভুবনে তারক কোথায়?

* * *

চক্র-লাঞ্ছিত কাতর দুর্ভাগা পড়িল শ্রীহরির চরণে লুটি'
"করেছি অপরাধ, করো হে ক্ষমা, আমি মুহ্যমান্ তিন ভুবনে ছুটি'।
জানিত কেবা—নিতি তোমার ভক্তেরে আপনি তুমি নাথ রক্ষা করো?
করুণাময়! তব করুণা-সিঞ্চনে সুদর্শন-তাপ আজিকে হরো।"

কহিল ভগবান্ : "হে দ্বিজ, জানো নাকি—স্বাধীন নহি আমি?
ভক্ত যারা
হৃদয় অধিকার করিয়া আছে মোর, ভক্তাধীন আমি, প্রভু যে তারা।
পরম গতি আমি যাদের—শুধু সেই ভক্ত প্রেমিজনই মোর আপন।
গোলোক, লক্ষ্মী বা দেহও নহে মোর তেমন প্রিয়, মুনি, তারা যেমন!
স্বজন গৃহসুখ বিত্ত যশোমান ইহ ও পরকাল করিয়া ত্যাগ
আমারি শুধু চায় শরণ যারা—ত্যজি কেমনে তাহাদের হে মহাভাগ!
পতিব্রতা যথা পতিরে করে বশ সেবা ও প্রেমে—সাধু ভক্তগণ
জীবনে সমতায়, প্রণয়ে মমতায়—আমারে পরাধীন করে তেমন।

জানে না হরি বিনা কারেও যে আপন, শ্রীহরি তাহারেই গণে আপন।
যাহার কেহ নাই তারেই বরি আমি, তাহারে নয় যাচে যে ধনজন।
রক্ষা যদি চাও—ত্যজিয়া অভিমান মর্ত্যে যাও ফিরে, চাও তাহার
ক্ষমা—যে মহীয়ান্ আত্মদানে তার—সে যদি ক্ষমে তব ভ্রষ্টাচার,
গণিও আপনারে ভাগ্যবান্ তাত, তাহার ক্ষমা বিনা আমার নাই
শক্তি—মার্জনা করিতে দুরাচারে। স্মরণে আজি হ'তে রেখো সদাই—
পরম ভাগবত যে হয় অন্তরে—নিখিল ছাড়ি' শুধু আমারে চায়,
তাহার কাছে হেন শ্রীহীন আচরণ করিলে হয় ঘোর প্রত্যবায়।
লভিলে যোগবলে বিভূতি যদি তুমি—কল্যাণেরি তরে প্রয়োগ তার
করিও তপোধন, ক্রোধের বশে করা তেজঃক্ষয়—পাপ, মিথ্যাচার।
বিনয়ে ব্রাহ্মণ সুচির মর্যাদা লভে এ-ধরাতলে—দ্বিজের চাই
স্থৈর্য গিরিসম—সিদ্ধ হ'য়ে আজো অসংযমী? ধিক্, লজ্জা নাই!
বিফল অনুনয় আমার পদতলে—এখনি ধরো গিয়ে চরণ তার,
কাতরে চাও ক্ষমা, ক্ষমিলে তোমারে সে—
লভিবে তবে তুমি ক্ষমা আমার।"

* * *

লাঞ্ছিত আসন্নমৃত্যু দুর্বাসা সে-মহাভাগবত
রাজার প্রাসাদে ধূলিচরণে উত্তরি' আর্তবৎ
কহিল: "হে পুণ্যনিধি, ত্রিভুবন ভ্রমিনু চাহিয়া
মুক্তি প্রত্যবায় হ'তে—ব্রহ্মা আদি দেবেরে সাধিয়া।
সকলে ফিরায়ে দিল। শেষে আদিদেবের শরণ
প্রার্থিনু বৈকুণ্ঠে কাঁদি'। কহিলেন দেব নারায়ণ
ভৎ'সিয়া আমারে: 'যাও, ধরো অম্বরীষের চরণ।
না চাহিলে ক্ষমা তার করি' যোগিগর্ব বিসর্জন

রক্ষা নাই তব মুনি !—ভগবান্ চিরপরাধীন
প্রেমিক ভক্তের।'—তাই এসেছি তোমার দ্বারে দীন
আর্ত আমি রাজরাজ ! ক্ষমা করো মোর অপরাধ।
তুমি না ক্ষমিলে মোর অপমৃত্যু অনিবার্য নাথ”
বলিয়া রাজচরণে রাখে শির তিতি' অশ্রুধারে :

“কী করো, কী করো মুনি—” বলি' রাজা বক্ষে ধরি' তারে
কহিল সাদরে : “তুমি অনিকেত মুনি, গৃহী আমি :
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা ক্ষত্রিয়ের পালনীয় দিনযামী।
গুরুবংশে জন্ম তব, শিষ্যবংশে উদ্ভব আমার,
তোমারে দিশারি লভি' দেবদিশা পাই অনিবার।
তোমারি কৃপায় আমি শুনিনু শ্রবণে—নারায়ণ
মোর সম হীন নাম করিল শ্রীমুখে উচ্চারণ।
শ্রবণ সার্থক শুনি' হেন বাণী বিচিত্র অদ্ভুত।
এসেছ দীনের পাশে তপোধন, হ'য়ে দেবদূত !
কেমনে করিব তব স্তবন—যে-তুমি দিলে আনি'
অন্ধকার মর্ত্যলোকে অন্তহীন আদিত্যের বাণী।”

বলি' দুর্বাসারে নমি', সিক্ত-বক্ষ নয়ন-আসারে,
কৃতাঞ্জলি ঊর্ধ্বে চাহি' কহে রাজা :
“তিমির-পাথারে
হে আলোক-তরীবাহ, করুণার কোথা সীমা তব ?
দীন ভক্ত তরে কার এত চিন্তা ? হে মহানুভব !
যে তব দাসানুদাস, প্রেমে তুমি তাহারি অধীন—
শুনি' হে করুণাকান্ত, কেমনে তোমার অমলিন

চরণে সঁপিব মোর প্রেমাশ্রু-অঞ্জলি—যারে হায়
করেছি অর্পণ মর্ত্যজনে দিব কেমনে তোমায় ?
কী আছে আমার অকলঙ্ক অর্ঘ যাহা দিতে পারি
রাতুল চরণে তব ?—তাই শুধু কীর্তনে ঝঙ্কারি
করুণা-কাহিনী তব, রচি ভাগবত, ভগবান্ !
গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে—আর কী বা দিব বলো দান
যার প্রণয়ের বরে বুকে বুকে জাগে প্রেম প্রীতি,
পরমানন্দের যার কীট হ'তে দেবতা অতিথি !
যাহার হাসির কণা লভি' শিশু স্বর্গহাসি হাসে
অশ্রুর ইঙ্গিতে যার রবিরাগও অশ্রুল উচ্ছ্বাসে
মেঘ-ছন্দে রচে কাব্য-জলধনু ! চরণ-হিল্লোল
শুনি' যার বায়ুবুকে জলধি উল্লাসে উতরোল।
কোথা আমি দীন আর্ত লক্ষ ত্রুটি চ্যুতিভরা হায় !
কোথায় অপাপবিদ্ধ তুমি জগন্নাথ, যার পায়
পঙ্কিল পাপীও লভে পুণ্যশ্লোক সম স্থান প্রেমে,
হেন তুমি নিত্য প্রভু দীন পাপী তরে আসো নেমে
করিতে তাহারে রক্ষা অলক্ষ্যে ! কে জানিবে তোমার
তুঙ্গতা অপরিসীম ওগো দীনতার অবতার !
বিনতির দীক্ষা বুঝি এই ছলে দিতে চাও নাথ !
বিন্দুবুকে বন্দী সিন্ধু ! ভিক্ষুকের ধরো এসে হাত
করুণায় বিশ্বপতি ! কী গাহিব কীর্তন তোমার ?
বনস্পতি-রসমূলে ক্ষুদ্র কুঁড়ি কৃতজ্ঞতা তার
কেমনে জানাবে—যার অনিন্দিত আশিসের বরে
আবর্জনা ফুলহাসি হ'য়ে ফোটে তাহার অধরে !"

মুনির শিরের ঊর্ধ্বে সুদর্শন রচে নিরুপম
আলোক-মণ্ডল—তারে নমস্কারি' কহে নরোত্তম :
"ধর্মের ধারক ওগো, বৈকুণ্ঠের বিভার প্রতীক !
নও তুমি প্রাণহন্তা শুধু,—পায় তীর্থের পথিক
জ্যোতির্ঘন প্রেমে তব অন্ধকারে আঁখির পাথেয়
অচিনে নির্ভর আনি' ঝটিকায়ও যে অপরাজেয়।
দুর্জনের দণ্ডদাতা, শিষ্টের সহায় শ্রান্তিহীন,
অন্তরাল-বিনাশক, প্রকাশের দীপ অমলিন !
ধর্মময় মহাপ্রাণ যাঁরা হরিভক্ত—অনিবার
তেজে তব তাঁহাদের হয় দূর দৃষ্টির আঁধার।
আমি যদি হরিপ্রেম-প্রার্থী হই তনু-মন-প্রাণে,
স্বধর্মে অচল হই মিথ্যা মাঝে নিত্যের সন্ধানে,
ভক্তি শুধু চেয়ে থাকি—অষ্টসিদ্ধি, মুক্তি, মোক্ষ নয়,
পথের পাথেয় মোর হয় যদি প্রেমেরি অভয়,
কুলদেব আমাদের হয় যদি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
হোক করুণায় তব তাপিতের তাপ-নিবারণ।

* * * *
* *

সংহরিয়া ঘোর তেজ সুদর্শন দিল ভয়ার্তেরে অভয় শান্তি।
করি' সাধুবাদ অম্বরীষে মুনি কহে গাঢ়কণ্ঠে বিগতক্লান্তি :
"বৈষ্ণবের রূপ অনিন্দ্য কেমন দেখিলাম নাথ, আজি স্বচক্ষে,
প্রাণহিংসা যার করিলাম ক্রোধে করিল সে ক্ষমা ধরিয়া বক্ষে।
বুঝিলাম আজি—ভক্তাধীনে যাঁরা লভিলেন প্রেমবিনত মর্মে
নাহি তাঁহাদের কীর্তি দুরারোহ, নিত্যসিদ্ধ তাঁরা সকল কর্মে।

পাপী তাপী হয় ধর্মশীল শুধু নামে যার—যারা হ'ল কৃতার্থ
লভি' সে-হরির অহেতু করুণা—কোথা তাহাদের ক্লিন্ন স্বার্থ ?
কোথা মোহ, কোথা হিংসা ?—পরশিয়া প্রেমস্পর্শমণি তারা যে স্বর্ণ :
ভক্তিরে যাহারা লভিল জীবনে, বন্ধনেও তারা মুক্তপর্ণ।
বাসনার মেঘ—সুচির-সঞ্চল : নির্বাসনা মতি—স্থির আদিত্য।
বিজলি আপন রূপ-গরবিণী : চন্দ্র ভায় অপরূপ, প্রদীপ্ত।
প্রখরদাহন নয় কৃপা, তাই দয়াব্রতে হয় কোমল সূর্য,
বীর্য-সিংহনাদ নাই নাই সেথা—গহন-প্রস্বন যেথায় তূর্য।
ক্ষুদ্র সরোবর ওঠে টলমলি'—নামিলে সেথায় মত্ত মাতঙ্গ,
অগ্নিগিরি দিলে সিন্ধুজলে ঝাঁপ—শীতল তাহারে করে তরঙ্গ।
উদার অম্বর সম হে ধীমান্, উষরের বুকে শ্যামল স্নিগ্ধ !—
এ-ছলে আমারে গুরুসম বুঝি দেখালে—আচারে ক্ষমাসমৃদ্ধ !—
করিয়া গহন অরণ্য-চারণ যাচিয়া দেহের দুরূহ সিদ্ধি,
সাধিয়া দুশ্চর তপস্যা যে চায় শুধু বিভূতির আশ্চর্য কীর্তি,
বন্ধ্যা তার কৃচ্ছ্র-কঠোর সাধনা মিথ্যামুখী যোগসঞ্চিত শক্তি
যদি সে না লভে ক্ষমার ঐশ্বর্য, দীনতায় তুঙ্গ শ্রীহরিভক্তি।

দেবযানীর প্রতি যযাতি ঃ

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃ প্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে॥
ন জাতু কামঃ কামানুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥
(৯।১৩,১৪)

ধান্যধন কামিনী মণি ভুবনে আছে যত
কামীর ক্ষুধা মিটাতে হায় পারে না সুখদানে ঃ
কামনা ভোগে তৃপ্ত কভু হয় না—অবিরত
শিখার সম লভিলে হবি আরো সে জ্বলে প্রাণে।

তৃষিত চণ্ডালকে নিজের পানীয় জলদান ক'রে রাজা রন্তিদেবের প্রার্থনা ঃ
ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্ অষ্টর্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্ অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥
(২১।১২)

অষ্টসিদ্ধি চাহি না তোমার কাছে হে বিশ্বপতি!
মোক্ষেরো তরে নহে পিপাসিত আমার পরাণমন ঃ
নিখিল দেহীর অন্তরে রাজি'—সবার ব্যথার ব্যথী
হ'য়ে চাই শুধু দুঃখ তাদের করিতে নিতি মোচন।

দশম স্কন্ধ

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥
(মালিনী ছন্দ—শ্রীব্যাসদেব)

মধু হ'তে মধু তার নাম পরম মঙ্গল ঝরায় ধারে
নিগমের ফল অভিরাম চেতনা নির্মল অন্ধকারে!
ভুলিয়াও কেহ যদি পায় সে-নাম একবার, তাহারে প্রেমে
জীবন-সিন্ধু-ঝটিকায় করিতে পারী পার আসে যে নেমে।
(মাত্রাবৃত্তে মালিনী)

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥
(রথোদ্ধতা ছন্দ—শ্রীরামানন্দ)

কৃষ্ণভক্তি-রসধারে সিঞ্চিত মতি
আনো আনো কিনি' যদি কোথাও বিকায় হে!
মূল্য তাহার শুধু প্রার্থনা নিরবধি,
কোটি জনমেরো তপে মিলে না তাহায় হে।
(মাত্রাবৃত্তে রথোদ্ধতা)

ভাগবতী কথা

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেব কথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ॥
বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা॥
(১।১৫,১৬)

কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্যং কদর্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্॥
(১।৫৮)

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিস্
ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং
পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥
(২।২৮)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব :

বুদ্ধিতে তব নামিল রাজন্, বিমল নিষ্ঠারতি :
কৃষ্ণকাহিনী-শ্রবণে তোমার তাই হেন শুভমতি।
কেশব-চরণবাহিনী গঙ্গা যেমন পাবন করে
নিখিলের সব মলিনতা—বাসুদেবের কথায়ও ঝরে
তেমনি পুণ্যমহিমা : যেজন শুধায়, যেজন বলে,
আর করে যারা পান—অমলতা লভে ম্লান ধরাতলে।
(১।১৫,১৬)

কী নহে সাধুর জীবনে সুসহনীয় ?
জ্ঞানবান্-যে—সে কার মুখ চেয়ে রয় ?
ছন্নমতির কী আছে অকরণীয় ?
হরি হৃদে যার—ত্যাগে সে কি করে ভয় ?
(১।৫৮)

জন্মাষ্টমীতে কারাগারে দেবগণের কৃষ্ণস্তব :

যাহা কিছু রাজে মর জীবনে
তুমিই প্রসূতি সে-সবার হে!
বিকশে নিখিল তব লালনে,
লীলার তুমিই মূলাধার-যে!
নানারূপে দেখে যারা ভিন্ন
চেতনা তাদের মায়ামুগ্ধ,
অসংখ্যে নিরবচ্ছিন্ন
তোমারেই দেখে—যারা যুক্ত।
(২।২৮)

ভাগবতী কথা

জন্মাষ্টমীতে কারাগারে দেবগণের কৃষ্ণস্তব :

কমললোচন ! প্রেমদাস যারা তোমারি ধেয়ান ধরিয়া
চরণতরণী বাহি' তব ভবপারাবার যায় তরিয়া।
তরিতেও বুঝি হয় না,
সিন্ধু অকূল রয় না'—
গোষ্পদ সম মনে হয়—যবে রূপে লও মন হরিয়া।

এমনি চরণ-তরণী-মহিমা—স্মরণেই হওয়া যায় পার :
অপরের তরে রাখি' তরী প্রেমী বিনা-তরী তরে পারাবার।
তোমারে স্মরি' সে সেই ক্ষণ
কাটায়ে মায়ার বন্ধন
পায় কাণ্ডারী, তব করুণারি অভয়—হৃদয় ভরিয়া।

জ্ঞান-গৌরবে নিতি যারা গায়—মুক্তিরে তারা জানে গো,
ভকতিরে করি' অনাদর শুধু গরব-আড়াল আনে গো।
বহু সাধনার পরে হায়
তব দ্বারে এসে—মূরছায়
অভিমান-কালো রসাতলে—আলো-নীলাচলে নাহি বরিয়া।

আপনার বলে যারা পথে চলে নয় তারা তব পূজারী,
প্রতিপদে তারা ধুলায় লুটায় হারায়ে তোমারে দিশারি !
প্রেমার্থী যারা অসহায়
চলে শুধু তব ভরসায়,—
পথহারা তারা হয় না : তাদের তুমি চলো হাত ধরিয়া !

(২।৩০-৩৩)

জন্মাষ্টমীতে দেবগণের কৃষ্ণস্তব :

মনে ও বচনে যাহার রূপের পড়ে ছায়া অনুমানে,
গুণ কর্মের জন্মলোক কি নামরূপে তারে জানে ?
অন্তরে রাজে অচিন্তনীয় অন্তর্যামী প্রভু :
পূজা-আরাধনে অরূপ দেবের দর্শন মিলে তবু।
(২।৩৬)

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
(২।৩৯)

জন্ম-অতীত তুমি নাথ এই অবনী 'পরে
শুধু লীলা বিনা আসো যুগে যুগে কিসের তরে ?

সদ্যোজাত কৃষ্ণের প্রতি বসুদেব :

স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে॥ (৩।১৪)

ত্রিগুণময় এ-জীবনজগত মায়াবলে তব সৃজিয়া প্রভু,
অন্তরে তার প্রবেশিলে : "আছ বাহিরেই"—মনে হয় যে তবু।

গর্গমুনির প্রতি নন্দ :

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ।
(৮।৪)

দীন গৃহীদের কল্যাণতরে কেবল সাধুরা চিরদিন
পরিব্রাজক ভুবনে—নহিলে রহিতেন তাঁরা গতিহীন।

ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তব

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥
অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥
শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

এখানে প্রথম তিনটি স্তবক বসন্ততিলক ছন্দে রচিত, শেষেরটি ইন্দ্রবংশা ছন্দে। ভাগবতে সবচেয়ে বেশি চল এর কয়টি ছন্দের: অনুষ্টুপ (সর্বপ্রধান), ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিল, ইন্দ্রবংশা ও বসন্ততিলক। মন্দাক্রান্তা শিখরিণী পৃথ্বী সুন্দরী প্রভৃতি ছন্দ ভাগবতে তেমন আদর পায়নি যেমন পেয়েছিল কালিদাস ভবভূতি প্রমুখ ভাগবতোত্তর কবিদের কাছে। বসন্ততিলক ভাগবতকারের কাছে আদরণীয় হবার একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে এ ছন্দের কল্লোল অতি উদার গম্ভীর। বসন্ততিলককে এইভাবে যতি দিয়ে পড়লে ছন্দটি একভাবে আবর্তিত হয়ে ওঠে—

— — ⏑ | — ⏑ ⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ — ⏑ — —
৫+৭+৯, যথা: নৌ মী ড্য | তে ভ্র ব পু ষে ত ড়ি দ ম্ব রা য়

— — | ⏑ — ⏑ ⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ — ⏑ — —
কিম্বা ৪+৮+৯, নে শে | ম হি ত্ব ব সি তুং | ম ন সা ন্ত রে ণ

আরো নানা ভাবে এ-ছন্দটি আবৃত্তি করা যেতে পারে। ভাগবতের রস পেতে হ'লে বসন্ততিলক ছন্দের দোলায় আনন্দ পাওয়াই চাই। শেষের স্তবকের ছন্দ—ইন্দ্রবংশা—বসন্ততিলকের মতন অত দীর্ঘ কল্লোলিত ছন্দ নয়।

— — ⏑ | — — ⏑ | ⏑ — | — ⏑ —
এর লঘুগুরু সংস্থান যথা: ক্লি শ্য ন্তি | যে কে ব | ল বো ধ | ল ব্ধ য়ে।

বস্তুতঃ এ-ছন্দটিতে ইন্দ্রবজ্রাকেই আর একটু কল্লোলিত ক'রে তোলা হ'ল।

দশম স্কন্ধ

ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তব :

(ব্রহ্মা কৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে বৃন্দাবনের গো ও রাখালদের হরণ ক'রে বৎসরকাল ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে এই একবৎসর নিজে গোপ ও গোবৃন্দের রূপ ধারণ ক'রে ব্রজে লীলা করেন। ব্রহ্মা তখন কৃষ্ণের কাছে হার মেনে ক্ষমা চেয়ে দীর্ঘ স্তব করেন)।

জলদ জিনি' যার কান্তি অঙ্গের, ঝলকে বিদ্যুৎ পীতাম্বর !
গুঞ্জা কর্ণের ভূষণ অতুলন, শিখীর চূড়া শিরে কী মনোহর !
কণ্ঠে বনমালা, অধরে বেণু মরি, শ্রীকরে মঞ্জুল নীলকমল,
পেলব শ্রীচরণে প্রণমি তার প্রভু নন্দনন্দন প্রেমসজল !

অঙ্গীকার হ'ল সফল মোর—এল বৃন্দাবন আলো করি' কৃপাল,
স্বরূপ-চেতনার লীলা অপার যার—চিনিবে কে তাহার ছন্দতাল !
ইচ্ছাময় যার তন্নুর মহিমার অন্ত-আদি কেহ পায় নি হায়,
মানস মনীষার সাহসী সাধনায় সে-চির-অজানারে জানা কি যায় ?

ধেয়ানে চিন্তায় তোমার যারা তল না চেয়ে হে অতল, শুধু তোমার
কীর্তিঝঙ্কার কাহিনী সুকুমার শ্রবণে পান করে অঝোরধার,
তোমারে নমি' কায় বচনে মনে যারা যাপে জীবন, চাহি' আত্মদান :
অপরাজেয় হ'য়ে প্রেমের পরাজয় তাদের কাছে তুমি মানো মহান্ !

ভকাত-সুরভিত অমল প্রণয়ের কোমল পথ ছেড়ে যারা, হে নাথ,
জ্ঞানের বিচারের কঠোর পথে চায় তোমার অসীমার গভীর স্বাদ,
অন্বেষণ করে তুষের মাঝে তারা অন্নকণা—এ কী প্রমাদ হায় !—
সরল প্রার্থনে সাধিলে মিলে যারে—সুদুর্লভ করে সাধনে তায় !

ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তব :

অবিনশ্বর, সত্য, অশেষ, হে পুরুষ সনাতন!
অব্যয় তুমি, স্বয়ংপ্রকাশ, নিখিলের অন্তর,
নিরুপাধি, সুখ-অমৃত, সবকারণ, নিরঞ্জন,
ত্রিভুবনে কভু মিলে না যাহার সমান কি বা দোসর!

গুরুরূপী মহাসূর্যের কাছে দিব্য নয়ন যারা
পেয়েছে—তোমার মাঝে দেখে তব বিশ্বাত্মীয়তার
মহারূপ : শুধু তুমি আশ্রয়—এ কথা জানিয়া তারা
করালনক্রসঙ্কুল ভব-পারাবার হয় পার।

নয়নে মূরতি দেখে যারা তব—কী জানে তোমার নাথ!
যাহারা তোমার চরণকমল-প্রসাদ-কণিকা পায়—
তারাই কেবল মহিমার তব কিছু পায় আস্বাদ :
মনীষা বিচারে প্রতিভা কিরণে তোমারে কি জানা যায়?

তাই প্রার্থনা হে কৃপাল, যদি ধরি এ-লীলায় কভু
তরুলতা কীট পতঙ্গ দেহ—যেন থাকে শুভমতি
তোমার চরণপল্লবে : হ'য়ে ভক্ত তোমার প্রভু,
জনমে জনমে চাই যেন শুধু তোমারি শরণাগতি।

(১৪।২৩,২৪,২৯,৩০)

ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তব :

শ্রীচরণ-রজ তরে যার বেদ চিরদিন সন্ধানী,
সে-তুমি ধরিলে দেহ মুকুন্দ, আজি যে-বৃন্দাবনে
তার প্রতি পুরবাসীর চরণ-ধুলায় ধন্য মানি
ধরণী-জন্ম—শুধু সেথা মিলে ভাগ্য চিরন্তনে।

দানব দানবী—যাহারা তোমার করেছিল দ্বেষ মনে,
পরশে তোমার লভিল তোমারে। তাদের কী দিবে—যারা
করিল চরণে নিবেদন তনু মন প্রিয় পরিজনে :
শ্রেষ্ঠেরো চেয়ে শ্রেয়োবর আছে ?—ভাবিতেও দিশাহারা!

অভিমানে যারা বলে নাথ তব বৈভব তারা জানে,
জানুক বন্ধু, বহুভাষে কী বা ফল ?
আমি শুধু জানি—আমার বচন তনু মন হার মানে
মহিমার তব লভিতে অতল তল। *

(১৪।৩৪,৩৫,৩৮)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব :

পুণ্যকীর্তি যশ যাঁর, সেই মুরারীর চিরচরণতরী
অবলম্বন করিল যাহারা—এ-ভবাম্বুধি তাদের কাছে
গোষ্পদসম : বৈকুণ্ঠের পরমাশ্রয় তাহারা বরি'
বিপদেরে করে বারণ লভিয়া পরম-তারণে হৃদয়মাঝে।

(১৪।৫৮)

* জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥

শুকদেবের কৃষ্ণরূপবর্ণন

(পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ)

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ
দ্বিজ-কুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
সহ-পশুপালবলশ্চু কূজবেণুম্॥ (২।১২)

(মাত্রাবৃত্ত প্রস্বনী ছন্দে)

রণি' বেণু গোপসঙ্গে কৃষ্ণ নন্দি'
পশে যেথা লক্ষ বিহঙ্গ মত্ত ভৃঙ্গ
গাহে ফুলবন ঊর্মিবক্ষ মন্দ্রি'
মধু-ঝরা ঝংকারে কম্পি' শৈলশৃঙ্গ।

(লঘু গুরু ছন্দে)

কুসুমিত বনরাজি, ভৃঙ্গ আসে,
হরি-স্বর-ঝংকৃত পর্বতে বিহঙ্গ !
মধুপতি সহ গোপবৃন্দ হাসে,
মরি মরি গোকুলচন্দ নৃত্যভঙ্গ !

---

* পুষ্পিতাগ্রার লঘুগুরু-সংস্থান যথা : ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ — ⏑ — ⏑ — —
⏑ ⏑) ⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ — ⏑ — —

প্রস্বনী ছন্দে প্রতি লঘুস্বর অযুগ্মধ্বনি দিয়ে তর্জমা হয়, প্রতি গুরুস্বর যুগ্মধ্বনি দিয়ে। যথা রা (সংস্কৃত মূলে)=রং (অনুবাদে)। অযুগ্মধ্বনি এ-ছন্দে সর্বত্র একমাত্রিক, যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রিক—সাধারণ মাত্রাবৃত্তেরি ম'ত। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ — ⏑ — — ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ — ⏑ — ⏑ — —
কু সু মি ত ব ন রা জি শু ষ্মি ভৃ ঙ্গ = র ণি বে ণু গো প স ঙ্গে কৃ ষ্ণ ন ন্দি

লঘুগুরু ছন্দে অ ই উ—একমাত্রিক, আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ দ্বিমাত্রিক (ঐ ঔ মাত্রাবৃত্তেও দ্বিমাত্রিক) যুগ্মধ্বনি এ-ছন্দও মাত্রাবৃত্তেরি মতন দ্বিমাত্রিক।

গোপীদের কৃষ্ণরূপবর্ণনা :

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ···

অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং··· (২১।৭, ১৯)

পেয়েছে নয়ন যারা নিরখে যখন তারা কৃষ্ণানন, বলে কলস্বরে :
"নয়নের প্রিয়তম ফল এ-ই—নিরুপম, কিছু আর নাই এর পরে।"
কৃষ্ণের মুরলী বাজে যবে—গতি যার আছে হয় চিত্রার্পিত সম স্থির ;
তরুসম গতি যার নাই—শুনি' সে-ঝংকার ওঠে দুলি' আনন্দে অধীর।"

ব্রাহ্মণপত্নীদের কৃষ্ণাভিসার বর্ণনা :

ধায় যথা নদী অনন্ত পারাবারে
দলে দলে সতী চলে প্রিয়-অভিসারে।
উত্তরি' তারা যমুনার উপবনে
দেখিল কান্তে আনন্দ-শিহরণে :

পীত অম্বর কটিতটে শোভে তার,
অতুল কণ্ঠে বনমালা গন্ধিত,
শিরে শিখিচূড়া, অঙ্গে অলঙ্কার
কাঞ্চন-ফুল-পল্লব-নন্দিত,
মরি নটবর শ্যামল কানন-কোলে !—
সখার অংসে ন্যস্ত একটি কর,
আন করে লীলাকমল মোহন দোলে,
কপোলে চূর্ণ কুন্তল সুন্দর !
মুখে মৃদুহাসি, কণ্ঠে নীলোৎপল,
হেন অপরূপে দেখিল রমণীদল। (২৩।১৯, ২১, ২২)

ভাগবতী কথা

ব্রাহ্মণপত্নীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ :

অন্তর যারে প্রিয়তম বলি' জানে
সে-আমারে করে জীবনে বরণ যারা
ভকতি অহৈতুকীর অর্ঘদানে,
সত্য স্বার্থ কারে বলে জানে তারা।
বুদ্ধি বিভব জায়া সুত প্রাণ মন
এত প্রিয়—সেথা আমি আছি বলি' শুধু,
এ-হেন আমার চেয়ে বলো কোন্ জন
পারে ধরাতলে হ'তে প্রিয়তর বঁধু ?

দেহ ধরে দেহী দেহ-সুখ তরে নয় :
দেহের অর্থ আমারে সঁপিতে হয়।
মানব-জনমে দেহ পেলে সখী তাই,
দেহেরো প্রণয় আমারেই দেওয়া চাই।
এ-দেহের সাথে মনও যদি দাও—তবে
অচিরে আমার মিলন লভিবে সবে।
গৃহে ফিরে যাও—আমারে রেখো স্মরণ,
হৃদি-মন্দিরে প্রার্থিও দরশন।
আমার এ-রূপ কোরো ধ্যান প্রেমভরে,
তাহ'লে আমারে মিলিবে লো অন্তরে।
শুধু কাছে থেকে যায় না আমারে পাওয়া :
সব নিবেদন ক'রে চাই মোরে চাওয়া।

(১০।২৬,২৭,৩২,৩৩)

গোপীদের প্রতি কৃষ্ণ :

(রাসলীলার জন্যে আগতা অভিসারিকার পরীক্ষার্থে)

স্বাগত আর্যে ! ব্রজের কুশল ? এসেছ হেথায় কাহার লাগি' ?
কী কাজ সাধিব তোমাদের ? বলো। চেয়ে কেন শুধু মেলিয়া আঁখি ?
হিংস্র পশুরা রজনী-লগনে করে বিচরণ জানো না তা কি ?
যাও ফিরে ব্রজে—এ-হেন নিশীথ কুলবালা কভু কাটায় জাগি'
পরপুরুষের সাথে ? প্রিয়তম সবে তোমাদের খুঁজিছে না কি
ইতি উতি—পুছি' উৎকণ্ঠায় : "প্রিয়াগণ হ'ল কোথা বিবাগী ?"

চাঁদিনি রাতে নিকুঞ্জের শোভা দেখিতে কি এলে ?—যমুনাজলে
দেখা তো হয়েছে—লহরী কেমন কিরণ-তরণী ভাসায়ে চলে ?
আর কেন ? ঘরে যাও ফিরে, যেথা "মা কোথায়"—শিশু কাঁদিয়া বলে।
সন্তান-সখা-স্বজন-সেবাই রমণীধর্ম অবনীতলে। *
ধিক অসতীরে পতি বিনা আন নাগরের তরে যে উচ্ছলে,
কুলকামিনীর ইহপরকাল মজে কলঙ্ক-কালো গরলে।

(২৯।১৮—২২, ২৪)

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্॥
তদ্‌যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥

কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণ :

(কৃষ্ণের লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে না সাভিমানে)

তোমারে ছাড়িয়া আমরা শ্যামল, করিব বরণ গৃহ স্বজন ?
কোন্ মুখে আজ বলিলে নিঠুর, হেন অকরুণ দুর্বচন ?
ফিরে যাবে ঘরে কেমনে তাহারা চাহিল যাহারা তব চরণ
জলাঞ্জলিয়া যা কিছু তাদের ছিল বাঞ্ছিত চির-আপন ?
ওগো দুর্লভ ! দাও তাহাদের ঠাঁই যারা প্রেমে যাচে শরণ,
করুণা-কোমল দেবতা যেমন মুক্তিকামীরে করে গ্রহণ।

কহিলে : সেবিবে নারী স্বধর্মে প্রিয়পরিজন সখা তনয় !
ধর্মের কথা জানো তুমি, শোনো প্রণয়ের কথা ছলনাময় !
সংসার বলো কারে—যবে তুমি আপনি তাহার চিরাশ্রয় ?
কে আছে সেথায় তোমাসম নাথ, বন্ধু, শান্তি, সুখ, অভয় ?
প্রিয় হ'তে প্রিয় কে দেহীর—ওগো ধূসর ধূলায় নীল নিলয় !
আমরা জেনেছি—তোমারে সেবিলে সকলেরই সেবা-সাধনা হয়।

গৃহকাজ ? জানো অন্তরযামী, অন্তর ছিল রত সেথায়,
হরিলে তুমিই তারে যবে নাথ, গৃহে আর মন রহে কি হায় ?
যে-কর সেবিত বল্লভে—যবে তোমার অঙ্গ-সঙ্গ পায়
পরশিতে তারে পারে কি—যখন প্রেম কামনার দীপ নিভায় ?
ফিরে যাবো ? বলো কেমনে ফিরিব ? আসিয়া তোমার চরণছায়
চরণ মোদের হ'ল-যে অচল—কুল রাখা বঁধু বিষম দায় !

(২৯।৩১, ৩২, ৩৪)

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরো হরিঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্
ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোডুভির্বৃতঃ ॥

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মনং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি ॥
তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥

শুনিয়া ব্রজ-গোপিকাদের ব্যথিত এ-মিনতি
আপনি হয়ে আত্মারাম তবুও যোগপতি
ধরি' বরদ-রূপ দিলেন অহেতু করুণায়
মিলন-বর প্রেমিকাদের—রাসপূর্ণিমায়।

হরির কাছে লভিয়া মান গোপীরা ভাবে মনে :
"রমণীকুল-মুকুটমণি আমরা ত্রিভুবনে।"
নাশিয়া হরি তখন তাহাদের সে-অভিমান
বিলাতে তাঁর আরো প্রসাদ—হ'লেন তিরোধান।

(২৯।৪২, ৪৩, ৪৭, ৪৮)

কৃষ্ণের তিরোধানে গোপীদের ক্রন্দন ঃ

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি। *
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥
শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদর-শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥
বিষজলাপ্যয়া-দ্ব্যালরাক্ষসা-দ্বর্ষমারুতা-দ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজা-দ্বিশ্বতোভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেযিবান্ সাত্বতাং কুলে॥
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্॥
ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিংকরীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয়॥

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্॥
মধুরয়া গিরা বল্গু বাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ॥
তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

---

* এটি ইন্দিরা ছন্দ : এর লঘুগুরু সংস্থান :

⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – – ⏑ – ⏑ –
জ য় তি তে ধি কং জ ন্ম না ব্র জঃ

চারটি পদেই একরূপ।

কৃষ্ণের তিরোধানে গোপীদের ক্রন্দন:

(ইন্দিরা ছন্দে গেয়)

বৃন্দাবন তব জনমে ধন্য হে, আসীনা ইন্দিরা যেথা চিরন্তনী।
দয়িত ! দাও দেখা তাদের—প্রাণ যারা ধরে ধেয়াই' তব রূপমিলনমণি।
কমল বাসে লাজ শোভায় যার—সেই নয়নপাতে বিনাদামের-কিঙ্করী
সরলা অবলায় মজালো যে তাহার লীলা কি মরণের বাহিনী নহে হরি !
কালিয়-গরলিত কালো-যমুনা-জল, দানব বিদ্যুৎ, প্লাবন সুমহান,
শঙ্কা হ'তে করি' রক্ষা আজি বঁধ, বিরহানল হ'তে করিবে না কি ত্রাণ?

গোপিকানন্দন নহ তো নাথ, তুমি চেতনা-আঁখি যে গো নিখিল-অন্তরে,
ধাতার প্রার্থনে অনাথা অবনীরে করিতে সনাথা হে এসেছ তনু ধ'রে।
জীবনতাপে জীব চরণে চেয়ে ঠাঁই যে-করপরশনে জুড়ায় জ্বালা সব,—
মোদের শিরে রাখো সে-কর-বরাভয়—কমলাবাঞ্ছিত, সাধন-দুর্লভ।
নিখিলব্যথাহারী ! বিনাশো স্বজনেরো গরব—উজলি'
যে-উদাস স্মিতহাসি,—
আমরা কিঙ্করী শ্রীমুখপঙ্কজে সে-হাসি দেখিতেই নিতুই ছুটে আসি।

যে-শ্রীচরণে তব বিনত বিষধর, লক্ষ্মী লভে যেথা সুচির আশ্রয়,
বিলীন পাপ যার পরশে—সে-চরণ মোদের হৃদে রাখি' কামনা করো লয়।
হে সুন্দর ! শুনি' তোমার মধুবাণী মুগ্ধ গুণী জ্ঞানী, আমরা কোন্ ছার !
দীনা প্রেমার্থিনী আমরা শুধু চিনি অধরকূলে তব অকূল-অভিসার।
শ্রবণমঙ্গল, কবির-কীর্তিত তৃষ্ণা-তাপহরা তব কথামৃত
ঝরায় যারা গানে অঝোর ঝংকারে—দাতার দাতা তারা বিশ্ববন্দিত।
(৩১।১—৯)

কৃষ্ণের তিরোধানে গোপীদের ক্রন্দন ঃ

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্ ।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥
চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্ ।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥
দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্ ।
ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥

প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি ।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্ ॥
সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্ ।
ইতররাগবিস্মারণাং নৃণাং বিতর বীর নস্তেধরামৃতম্ ॥
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।*
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥

পতিসুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্-অতিবিলংঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥
রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্ ।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্ ।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্ ॥

---

*এখানে "ত্রুটির্যুগায়তে" নয়মাত্রা হওয়ার দরুণ ইন্দিরা ছন্দের গতি ব্যাহত হয়েছে। গাইবার সময় তাল যদি কাটে তাহ'লে একটি উপায়—"ত্রুটি যুগায়তে" গাওয়া।

দশম স্কন্ধ

কৃষ্ণের তিরোধানে গোপীদের ক্রন্দন :

হে যাদুকর! তব ধেয়ানসুন্দর চাহনি প্রণয়ের, গহন ইঙ্গিত,
মধুর পরিহাস, বিহার স্মরি' মন আজি অশান্ত হে পরমবাঞ্ছিত!
যখন ব্রজে তুমি করিতে গোচারণ, কমল-সুকোমল চরণে বুঝি তব
তৃণাঙ্কুর কাঁটা বিঁধিল ভাবি' হ'ত আকুল অন্তর মোদের বল্লভ!
আসিতে যবে দিন-অন্তে ফিরে—তব সুনীলকুন্তল-কম্প্র মুখখানি
ধূসর ধূলিজালে ইন্দীবর সম জাগাতে কী বাসনা—আমরা শুধু জানি।

ধাতার ধাতা ওগো ধরার নীলমণি! চরণ রাখো বুকে অহেতু করুণায়,
নমিলে যারে হয় সফল প্রার্থনা, ধেয়ানে যার সব আর্তি দূরে যায়।
যে-সুখযশমণি-প্রসাদ তরে সবে অধীর—তার রূপমধু যে করে ম্লান,
সে-তব অপরূপ-বাঁশরী-চুম্বিত অধরামৃত দাও অধরে বরদান।
অদর্শনে তব পলকও হয় যুগ—দেখিলে মনে হয় শ্রীমুখ অমলিন :
সৃজিল যে-বিধাতা পলক আমাদের তৃষিত নয়নে, সে কেমন বোধহীন!

কী মায়া জানে তব মুরলী—জানো তুমি : স্বজন বান্ধব কান্ত সন্তান
সবারে ছেড়ে আসি নিশীথে ডাকে যার,
আসিয়া দেখি—নাই তাহারি সন্ধান!
আনন হাসিভরা, চাহনি প্রেমময়, নিভৃত সম্ভাষ—কামনা যেথা ঝরে,
বক্ষ সুগভীর, বিরাজে রমা যেথা—
যতই স্মরি, মন আরো কেমন করে!
বিশ্বমঙ্গল তব আবির্ভাব নিখিল দুখ নাশে, হৃদয়-তাপ হরে :
বেদনা তাহাদের করিবে না কি দূর—
তোমারে যারা চায় শুধু তোমারি তরে!

(৩১।১০—১৮)

ভাগবতী কথা

স্তবের পরে কৃষ্ণের অভ্যুদয়ে গোপীগণ সাভিমানে :

বাসিলে ভালো যাহারা ভালোবাসে হৃদয়টানে,
না বাসিলেও যাহারা বাসে ভালো প্রীতির দানে,
বাসি বা ভালো না বাসি—কভু বাসে না ভালো যারা :
ত্রয়ীর মাঝে স্বভাব কাহাদের—কেমনধারা ?

উত্তরে কৃষ্ণ :

যাহারা ভালোবাসে লো ভালোবাসার প্রতিদানে,
স্বার্থসুখে প্রেমিক তারা—নহে প্রেমের টানে।
আপন সুখ তরে যেথায় বিলাতে সুখ ধাই
বান্ধবতা, ধর্ম—সখী, কিছুই সেথা নাই।
ভালো না বাসিলেও ভুবনে যাহারা বাসে ভালো
তাদের মাঝে যারা হৃদয়ে পেল করুণা-আলো
তাহারা কারুণিক স্বভাবে—যেমন পিতামাতা :
না চাহি' প্রতিদান বিলায় দান—সহজ দাতা।
অপর যারা ধর্মাচারী, স্বভাবে স্নেহশীল,
বান্ধবতা বিলায় তারা স্নিগ্ধ অনাবিল।
বাসিলে ভালো যাহারা তবু ফিরেও নাহি চায়
তাদের মাঝে—আত্মারাম, ব্রহ্মেরে যে পায় ;
অপর যারা আপ্তকাম—তৃপ্ত ভোগ বহি' ;
অপর—অকৃতজ্ঞ ; শেষ—যারা গুরুদ্রোহী।

আমার স্বভাব চির-অনন্যতন্ত্র, আমি উদাসী :
ভালোবাসে যারা তাহাদেরো আমি ফিরিয়া ভালো না বাসি।
বিজলি-বিভাসে চকিত চাহনি চমকি' আমি লুকাই,
করি' বিরহীর বিরহ-আঁধার আরো সুগভীর—চাই
বেদনার ধ্যানে বিশ্ব ভুলিয়া হোক সে আপনহারা,
বাঞ্ছিত ধন হারালে কৃপণ তারি ধ্যানে যথা সারা
বিশ্ব হারায় : তেমনি—পরম-কারুণিক আমি—মায়া-
বিচ্ছেদ আনি—চিরপ্রণয়ের সাধিতে পূর্ণকায়া।

হেন একমুখী প্রেমে দিলে সাড়া লো অভিসারিকা জানি :
দলি' লোকাচার, সহি' লাঞ্ছনা, কলঙ্কেরে না মানি',
পুণ্য ও পাপ করি' সম জ্ঞান স্বজন-প্রিয়-বিদায়ে,
চাহিলে শরণ অনন্যমুখী অবলা, আমার পায়ে।
আড়ালে যখন ছিলাম, তখনো সমীপেই তোমাদের
অলক্ষ্য আমি অন্তরযামী শুনেছি ক্রন্দনের
গীতি প্রার্থনা নিবেদন—সব। রেখো না বেদনা মনে :
চিরঋণী হরি তোমাদের সখী, নহে শুধু এ-জীবনে।'
বহুবাঞ্ছিত গৃহশৃঙ্খল তোমরা আমারি তরে
ছাড়িয়া করিলে বরণ আমারে একান্ত অন্তরে—
এমন যে-দান, দিব প্রতিদান কেমনে বলো না তার ?
ব্রজের প্রেমের কীর্তিই হোক তাহার পুরস্কার।

(৩২।১৬—২২)

গোপী-প্রেম

এসেছি শুনিয়া চিরদিন নারী-প্রাণফুলে গুঞ্জরে প্রেম-অলি মঞ্জুরাগে,
প্রিয়-পরিজন-কলহাস্য-মুখর-গৃহসুখের স্বপ্ন তার চিত্তে জাগে।
এসেছি শুনিয়া শুধু পতিব্রতারি কথা, সিন্দুর-কঙ্কণ-শুচিস্মিতা,
বল্লভ সহকারে বেপথু ব্রততী কভু প্রগল্‌ভা কাঁপে—কভু আশঙ্কিতা।
এসেছি শুনি' সে নয় আকাশের উদাসিনী, প্রাণতরঙ্গ—তার আনন্দনীড়,
অন্নেরি অধিবাসে বন্ধন-মালঞ্চে করে সে চয়ন ফুল গন্ধমদির।

এসেছি শুনিয়া—যত অলখের অভিসার
শুধু তপস্বী তরে, অসীম আলো
শুধু তারি আহ্বানে বসুন্ধরায় নামে, চিরসন্ধানে সে-ই বেসেছে ভালো।
নারী-হিয়া চায় নীড় পিঞ্জর : বৈরাগী পুরুষ সে আশ্রয় চায় গগনে,
তাই চিরপলাতকে করিতে মর্ত্যমুখী অবলা প্রবলা হয় অনুসরণে।
সোনার হরিণী সে যে মায়ার ময়ূরী মরি, দেখে যারে বঞ্চিত ময়ূর মজে :
মুক্তি অকূলে ডাকে উদাসীরে, দেশে দেশে
বিনোদিনী তাই কূলনোঙর রচে।

তোমারে দেখিয়া গোপী, তাই কহে কবি-প্রাণ
উচ্ছ্বসি' সম্ভ্রমে : "এ-কোন্ ছবি
ফুটালে বৃন্দাবনে অচিনের অনুরাগে স্তব যার গায় গুণী তাপস কবি ?
ভক্ত প্রেমিক কত বৈরাগী সন্ধানী করেছে মুখোজ্জ্বল ভারতবাসীর,
পরিব্রাজক মহামুনিঋষি কৌপীনবন্ত করেছে ম্লান ছত্রপতির
গৌরব-সৌরভ-প্রতিভা-জয়ধ্বনি—লভিয়া শরণাগতি চিরচরণে :
মহান্ মানব—তবু তাঁদেরো কীর্তি সখী
তব পাশে ম্লান হ'ল আজি কেমনে ?"

এ নহে বিলাসিনীর প্রসাধন-প্রোজ্জ্বল
উর্বশী-বিভ্রম রূপদীপনে,
এ নহে কটাক্ষের ভ্রান্তি-বিহ্বলতা
নিমেষ-আবেশ-সুখ দেহ-মিলনে।
এ নহে উদ্দামতা গতিবিদ্যুৎভরা—
ক্ষণঝলকের পরে সুচির আঁধার,
হেথা-যে চিরন্তন-মন্দির অভিমুখে
অন্তর যাচিল শ্রীকান্ত-বিহার !
কামী সাথে কামিনী যে চলে হেথা একই পথে,
নিম্ননয়ন করি' ঊর্ধ্বব্রতী :
হেথায় কামিনী হ'ল বিজয়িনী কোন্ বরে ?—
সতীরে লজ্জা দিল গোপী অসতী !

নীতির নিত্যপাঠ হ'ল ম্লান—নীতি যার
চরণার্থিনী তাঁরি তিরস্কারে,
যে গাহিল : "মোর রাসনিকুঞ্জে ব্রজবালা,
তুমি সর্বোত্তমা, দুরভিসারে
আমারি চরণ চেয়ে করিলে চরণে-নত
আমারে—তোমারি তরে আমি বিবাগী,
গোলোক ছাড়িয়া আজি এসেছি ভূলোকে—তব
অহনা-আশার তরে রজনী জাগি'—
তোমার বয়ানে দেখি মরণে-জীবনময়ী
বিরহে-মিলনজয়ী নীল মহিমা,
সকল প্রেমের আছে ক্লান্তি ও অবসান,
তোমার প্রেমের গীতি অপরিসীমা।

ভাগবতী কথা

"কারো আমি প্রভু, কারো আরাধ্য ধ্যানধামে,
কারো সখা, কারো আমি বন্দনীয়,
কাহারো সারথি, কারো সহায়, মন্ত্রী কারো—
কাহারো দেবতা গুরু প্রাণপ্রিয়।
তোমারি কেবল আমি বল্লভ বান্ধব
পথের আলো-ছায়ার লীলার সাথী ;
তবু দিতে পারি নাই তোমারে যা দিতে চাই—
নিশায় তোমার মোর প্রেমপ্রভাতী।
নয়নে তোমার আমি নিরখি নয়নাতীতে—
অশ্রুসাগরে তব আমি ডুবারি
তোমার চাহনি ল'য়ে গাঁথি আমি মণিমালা,
তোমারি তৃষার বরে আমি দিশারি

"জনে জনে করি দান বিভূতি আমার যত :
যশ, ধন, বল, রূপ, নির্মলতা,
যে আমারে চায় নিতি যে-রূপের রাগে
তার সাথে আমি সেই সুরে কহি লো কথা
শুধু তোমারেই আমি দিতে চেয়ে দেখি—নাই
হেন দান যোগ্য যা তোমার ধনি !
কী কনক কোহিনুর দিয়ে আমি শুধিব লো
যে-ঋণেরে সঞ্চয় অধিক গণি !
আপনারি প্রেমে তাই লভিয়ো পুরস্কার—
বহু জীবনেও আমি পারি না যে হায়
দিতে ব্রজবালারে যা দিয়ে আনন্দ মোর
লভে চির-পূর্ণিমা বাদল-ব্যথায়।"

হে মহিমময়ী ব্রজবল্লবী, নমি' পুছি :
কোন্ সে-আহুতি দিলে অপরাজেয়—
কামে যার নাই ক্ষয়, আঁধারে যে ম্লান নয়—
তুরভিসারের পথে চির পাথেয় !
যে-তনু-তমসা আনে আলোর সর্বনাশ,
যে-লালসা করে হায় অমৃতে গরল,
যে-দেহ আমরা সখী, সাধনায় যুগে যুগে
গণি পঙ্কের সম (প্রেমের কমল
কেমনে সেথায় ফোটে লিপ্সা-মৃণালে হেন !)
সে-তনু কেমনে সতী, তব বিধানে
হ'ল চিন্ময় চিরমৃন্ময় মরতায় ?—
প্রেমালোক তব যেন দৃষ্টি দানে।

শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিৎ :

ধর্মের স্থাপন, তথা অধর্মের উৎসাদন তরে
অবতীর্ণ যে-ঈশ্বর কৃষ্ণরূপে ধরণীর 'পরে,
সদাচরণের যিনি রক্ষক, বোধক, মন্ত্রকবি,
কোন্ অভিপ্রায়ে তিনি অঙ্কিলেন নিন্দনীয় ছবি
পরদারগমনের ? বিপরীত এ-আদর্শ কেন
আপ্তকাম হ'য়ে প্রভু করিলেন প্রতিষ্ঠিত হেন ?
(৩৩।২৭—২৯)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব :

বহ্নি যথা মালিন্যেরে করি' গ্রাস বিরাজে অম্লান,
নিজতেজে শুদ্ধ করি' আবর্জনা—তেমনি মহান্
তেজস্বী পুরুষ যারা চলে না চিরাচরিত পথে :
সাহসে সারথি করি' অসাধ্য-সাধনী কীর্তি-রথে
ধায় জয়-অভিযানে : অপুণ্যের কেন্দ্রে করি' বাস
রহে তারা অনাহত, অনিন্দিত, আনন্দবিলাস।
নাহি যাহাদের দীপ্ত সে-তেজের ঐশ্বর্য রাজন্,
তাহাদের সাধনীয় নহে তেজস্বীর আচরণ
চকিত চিন্তায়ো কভু। সমুদ্রমন্থিত বিষপান
মৃত্যুঞ্জয় করে শিবে—মূঢ় জীবে করে মৃত্যুদান। *
ঈশ্বরকোটির বাক্য সত্য সদা—আচরণ তার
নহে অনুকরণীয় নির্বিচারে নিত্য সবাকার।
জীবকোটি যারা—গ্রহণীয় তাহাদের হে রাজন্,
ঈশ্বরকোটির উপদেশ—নহে সকল সাধন।

ধর্ম বা অধর্ম-পথে চলে যবে মুক্ত মহিমায়
তেজস্বী নিরহঙ্কারী—স্বার্থসিদ্ধি তারা নাহি চায় :

---

* ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা ॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥

তবে হে রাজন্, পশু পক্ষী নর দেবতা অমর
অধীন যাহার—সেই অসমোর্দ্ধ স্বয়ং ঈশ্বর
নিয়ের আদর্শ লবে মানিয়া কেমনে অঙ্গীকারে—
ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য যারে কভু স্পর্শিতে না পারে?

যাহার শ্রীচরণকমল-পরাগের আভাসে অন্তর সমুচ্ছলে,
যাহারে করি' ধ্যান কর্মবন্ধন হয় এ-নিখিলের ছিন্ন পলে,
বিচরে মুনিঋষি জীবন্মুক্তের ছন্দে যারে স্মরি' এ-বসুধায়,
সে-মায়ামানবের ছন্দ অপরূপ চলিবে মানবের কোন্ ধারায়? *
শুধু সে গোপীদের নহে তো নাথ, সে যে
প্রতি দেহীর বুকে বিদেহ প্রভু:
লীলার তরে নীতি ধরি' সে করুণায়
মানিবে লীলা-নীতি কেমনে তবু? *
(৩৩৩০—৩৬)

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্যঙ্‌মর্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥
যৎপাদপঙ্কজ-পরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥
* গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥ (৩৪—৩৬)

গোপীদের কৃষ্ণলীলা বর্ণনা :

(স্বাগতা ছন্দ)

সহবলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্॥
মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা মন্দমন্দমনুগর্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভি ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্॥

(মাত্রাবৃত্ত ছন্দ)

মুকুটে মুক্তামালা পরিয়া আনন্দে
মোহন পীতাম্বর নূপুরের ছন্দে
ঝলকিয়া বিদ্যুৎ করে যবে নৃত্য
বেণুমূর্ছনে মোহি' নিখিলের চিত্ত,—
শংকিত মেঘদল করে মৃদু গর্জন,
মহত্তের পাছে হয় মর্যাদা-লংঘন।
ঊর্ধ্বে ঘনশ্যাম শ্যামল শ্রীকান্তে
দেখিয়া নিম্নে—অভিনন্দিতে পান্থে
ছায়া-আতপত্র বিছায় নভে স্নিগ্ধ
বৃষ্টি কুসুম হয় লীলায় বিচিত্র। (৩৫।১২,১৩)

---

* সা নু ষু ক্ষি তি ভৃ তো ব্র জ দে ব্যঃ, জা ত হ র্ষ উ প র ম্ভ তি বি শ্বম্; মন্দ মন্দ···, ও ছায়য়া··· এই কয়টি চরণ স্বাগতা ছন্দে লেখা। বাকি কয়টি চরণে "সমমাত্রকাদেশ" হয়েছে, অর্থাৎ সমান মাত্রা রেখে গুরুলঘুর সংস্থান-পরিবর্তন। বাংলা অনুবাদটি এইভাবেই করা হয়েছে—অর্থাৎ চলতি মাত্রাবৃত্তে—চতুর্মাত্রিক।

এ-ছন্দ প্রাঞ্জলী হ'ত যদি লেখা যেত— বৃ ষ্টি পু ষ্প হ'ল স ঙ্গী তে ছ ন্দে — অর্থাৎ প্রতি গুরুস্বরকে যুগ্মধ্বনি দিয়ে ও লঘু-কে অযুগ্ম দিয়ে তর্জমা করলে।

মথুরা থেকে বৃন্দাবনের পথে অক্রূরের স্বগতোক্তি :

আহরিনু কোন্ পুণ্য, সাধিনু পরম তপ, না জানি' করিনু ভূরিদান
কোন্ পূজনীয় জনে—ফলে যার আমি আজ কেশবের হেরিব বয়ান ? *
কালের প্রবাহে জীব চলে ভেসে দিনে দিনে তৃণসম : দুর্লভ লগনে
কচিৎ বিরল তৃণ পায় যথা তট—তরে কেহ কেহ অচ্যুত-দর্শনে।
(৩৮।৩,৫)

সকল পাপহারী যাঁহার কীর্তন, দিব্য জনমের কাহিনী যাঁর
শুনিয়া ম্রিয়মাণ জগৎ পায় প্রাণ, পুণ্য বরষণ লভি' কৃপার,
ধরণী ফিরে পায় হারানো যৌবন—বিমুখ যে-বচন হেন লীলায়
সে যেন হায় শবশোভনা বেশভূষা ক্ষণিক-ঝংকার চপলতায়।
(৩৮।১২)

সুপ্রভাত আজ ! গুরু ও গতি যিনি সাধুগণের ; বঁধু ত্রিভুবনের
অতুলনীয় ; আছে নয়ন যাহাদের তাদের দৃষ্টির মহোৎসব ;
কমলাবাঞ্ছিত নিলয় : দেখি' সেই রূপের বিগ্রহ প্রিয়তমের
তীর্থ হবে তনু, বাসনা-বন্ধন শিথিল হবে করি' তাঁহার স্তব।
(৩৮।১৪,২০)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব :

লক্ষ্মীনিবাস শ্রীহরি সদয় হলে কি কাহারো থাকে অভাব ?
তবু তাঁরি তরে ভক্ত তাঁহারে চায়—না প্রার্থি' অন্য লাভ।
(৩৯।২)

---

* কিং ময়াচরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ।
কিং বাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্॥
মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিৎ তরতি কশ্চন॥

কৃষ্ণের উদ্দেশে গোপীগণের অনুযোগ ঃ

ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম নশ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ॥
(৩৯।২১)

রূপে অপরূপ হ'য়ে এলে ধরাতলে,
দিলে আঁখিবর মিটাতে যুগের তৃষা।
হেন তুমি যবে মথুরায় যাবে চ'লে,
কী দেখিয়া আঁখি হবে বলো অনিমিষা?

অধরবিলাসে ঝরালে বাঁশরীমধু,
দিলে শ্রুতিবর মিটাতে সুরের ক্ষুধা।
বরদাতা যবে ব্রজে না রহিবে বঁধু,
শ্রবণ করিবে পান হায় কোন্ সুধা?

বিরচিলে তনু প্রেমের পরশ দিতে
অতনু-শিখায় করি' তারে চিন্ময়।
কেমনে বাঁচিব এ-বিধবা ধরণীতে
দেবতনু যদি চোখের আড়াল হয়?

অন্তরে এলে অন্তরযামী আলো!—
সুন্দর কারে বলে দিতে তার দিশা।
রূপের মায়ায় অরূপে বাসায়ে ভালো,—
ঊষার বিরহে গভীরিয়া অমানিশা।

অক্রূরের কৃষ্ণস্তুতি :

সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবময়েশ্বরম্ ।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো ।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥

যেথা যে-দেবেই করি কেন পূজা প্রভু,
যে-রূপায়নেই কল্পি তোমারে ভবে,
সব পূজা ধায় তোমারি চরণে তবু
সকল দেবতা তোমারি অংশ যবে ।
নগনন্দিনী বারিদ-বাহিনী নদী
সিন্ধুর কোলে চির-আশ্রয় লভে,
সব বেদ বিধি সংহিতা নিরবধি
তেমনি অন্তে তব বুকে লীন হবে ।
(৪০।৯,১০)

যেথা শুধু নাথ, দুঃখই সার—সুখ সেথায়
করি' কল্পনা ভ্রান্তিবিলাসে চলি !
দ্বন্দ্বদোলায় আঁধারমুগ্ধ চিত্ত হায়
চিনিতে তোমারে পারে কই প্রিয় বলি' ?
করুণায় তব পেয়েছি চরণ সুদুর্লভ
মূঢ়মতি প্রভু পায় না যেথায় ঠাঁই !
শুধু যবে হয় শুভমতি আরাধনায় তব
সংসার হ'তে মুক্তির দিশা পাই ।
(৪০।২৫,২৮)

উদ্ধবের প্রতি নন্দ :

কৃষ্ণের লীলা, অমিত বীর্য, কম কটাক্ষ, স্নিগ্ধ হাসি,
মধুর ভাষণ স্মরি যবে—হয় সাধন শিথিল, হৃদি উদাসী…
চরণচিহ্ন তার যথাতথা—যমুনা পুলিন, গিরিকানন…
তারি ভাব-রসে ওগো উদ্ধব, তন্ময় হয় পরাণমন। (৪৬।২১,২২)

নন্দ যশোদার প্রতি উদ্ধব :

করিও না খেদ তোমরা বিষাদে—কৃষ্ণেরে পাবে ফিরিয়া কাছে।
দিব্য নয়ন থাকিলে দেখিতে—এখনো সে-প্রিয় কাছেই আছে।
দারুবুকে রাজে অগ্নি যেমন—প্রতি অন্তরে কৃষ্ণ রাজে।
তবু নাই তার পিতা মাতা জায়া, সুত বান্ধবও সে জানে না যে।
স্বজন শত্রু পর নাই তার—জনম করম সে তো না যাচে।
লীলাবিলাসের তরে শুধু তার মুরলী জীবনে মরণে বাজে।
আর যবে সাধু চায় ত্রাণ হরি দেখা দেয় প্রেমে অভয় সাজে,
হ'য়ে অবতার কভু নরদেহে, কভু অমানুষী মূরতিমাঝে।

অচ্যুত বিনা কিছুরি সত্তা নাই নাই—যাহা দেখি নয়নে,
যাহা কিছু শুনি—অতীত, বর্তমান, অনাগত, চল, অচল, .
অণীয়ান, মহীয়ান—সবি আছে তিনি বিরাজেন বলি' ভুবনে,
জগতের যিনি অদৃশ্য মূল, নিহিত অর্থ, লীলাকমল।
(৪৬।৩৬,৩৮,৩৯,৪৩)

দুগ্ধদোহন দধিমন্থন সকল কর্মে করিত যবে
ব্রজাঙ্গনারা কমললোচন কৃষ্ণের কীর্তন,
মিলিত কণ্ঠতান তাহাদের ঝংকৃত হ'ত সুদূর নভে
করি' দিকে দিকে অমঙ্গলের চিহ্ন অপসরণ
(৪৬।৪৬) .

অতঃপর উদ্ধবের প্রতি গোপীগণের জিজ্ঞাসা :

মথুরার মণি শ্যামলের দীনা গোপীদের কথা মনে কি পড়ে ?—
যারা ছিল তার চরণনিলীনা, ভুলিত ভুবন বাঁশির স্বরে ?
প্রিয় পরিজন সুখসাধ যারা আসিত ছাড়িয়া তাহারি তরে,
গৃহ থেকে যারা ছিল গৃহহারা তাদের ভুলেও মনে কি পড়ে ?
বলো ওগো সখা, বলো তার কথা, আমাদের কথা বোলো না তারে :
কী হবে বলিয়া ? ফুলঝরা-ব্যথা ফুলফোটা কবে বুঝিতে পারে ?
অবলার বলো কী আছে দিবার ? রূপ তো শিশির বালুকাচরে !
নয়ননদীর ঢেউগুলি তার চরণসিন্ধু খুঁজিয়া মরে।
বৃন্দাবনের আছে হায় শুধু যমুনা—সেও তো ব্যথায় কালো :
ব্রজের বাসর, রাস, রস, মধু রচিত তাহারি মায়াবী আলো !

সে-রঙিন মায়া মথুরায় শুনি নব নব প্রেমে নিতি নিঝরে !
পেয়ে নব-উচ্ছলা সুরধুনী সুরহারাদের মনে কি পড়ে ?
যার আছে ধন ধনী নাম তারি, শকতি যাহার সেই তো বলী,
আমাদের শুধু আছে আঁখিবারি, নহিও আমরা কথাকুশলী।
নাই কিছু তবু যারা দিতে চায়, অকারণে মন কেমন করে,
হেন গোপীদের আজি মথুরায় বারেকো তাহার মনে কি পড়ে ?
প্রাণ দিতে চায় কূলেরে বিদায়, কেন চায়—বলো, কেহ কি জানে ?
যে-নিঠুর চিরতরে ছেড়ে যায় তারি পানে ধাই কিসের টানে !
পলকে যে ভোলে কেন তারে কভু পারি না ভুলিতে পলকতরে ?
সে চির-উদাসী, জানি—বলো তবু গোপীদের তার মনে কি পড়ে ?

(৪৭।৪০,৪১,৪৩,৫১)

গোপীদের প্রতি উদ্ধবের উত্তর ঃ

শ্যামলের প্রেমে যাহারা বিভোর ভুলি' সুখ সাধ প্রিয় স্বজনে,
তাহারেই শুধু জানে চিতচোর, ধন্য তাহারা তিন ভুবনে !
আশার ঝলকে যে-আলোক জ্বলে সে-দীপনে পথ যায় না দেখা ঃ
যে-প্রদীপ জ্বলে নিরাশা-অতলে সে দেখায় তার চরণরেখা।
দান-ধ্যানে তারে কে পেয়েছে কবে ? যোগে যাগে ধরা দেয় না বঁধু ঃ
মিলে কি তাহারে শুধু নাম-জপে ? না ঝরিলে সেথা হৃদয়মধু ?
কে বলে—তোমরা দীনা ভিখারিণী— গরবিণী যারা লভিয়া তারে—
দেববল্লভে নিল যারা কিনি' দেবদুর্লভ দুরভিসারে ?
ছাড়ি' কূল বরি' অকূলতারণ জীবনে মরণ বাসিলে ভালো,
তারে বিনা গণি' আঁধার ভুবন— তাই পেলে তার আলোর আলো ॥

কে বলে কলঙ্কিনী তোমাদের— প্রণয়ে যাদের শ্যামল বাঁধা ?—
তারি সহচরী হ'য়ে সহজের সখীস্মর হ'ল যাদের সাধা !
তারে জানে যারা সুখের কারণ সাবধানে চায় শরণাগতি,
নহে তারা তার আপন তেমন যেমন তোমরা লো চিরসতী !
পূজারী সে জানে মন্ত্র প্রণতি, প্রার্থী সে জানে কৃতজ্ঞতা ঃ
জ্ঞানী জানে তার জ্যোতি নিরবধি, প্রেমিকা—তাহার প্রাণের কথা।
সে-কথা তাহারে বলি' হরি তারি প্রেমে ফিরে পায় আপন সুধা ঃ
অভিসারিকার তরে অভিসারী,— নহিলে যে তার মিটে না ক্ষুধা !
হেন প্রিয়া-চরণের রেণু চুমি' যত ফুল ফোটে বৃন্দাবনে,
তাহাদেরি মাঝে যেন গো কুসুমি' উঠি আমি সেই প্রিয়-বরণে ॥

(৪৭।২৩—২৬, ৫৯, ৬১)

গোপীদের কাছে উদ্ধব-আনিত কৃষ্ণের বাণী :

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং যদনুধ্যানকাম্যয়া ॥
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষগোচরে ॥

আঁখির আড়ালে তোমাদের আমি রহি দূরে দূরে—যাহাতে ধ্যানে
আরো কাছে আসো সবে মোর নাশি' মনের আড়াল—আত্মদানে।
নয়ন-সুলভে নারীর মন যে তেমন লিপ্ত থাকে না সখী,
যেমন সে থাকে দুর্লভ প্রিয়তম 'পরে তারে নাহি নিরখি'।
(৪৭৷৩৪, ৩৫)

গোপীদের প্রতি উদ্ধব :

বিশ্বহৃদয়নিবাসী হরির অভয়শরণে যে-প্রণয়ের
বরপ্রার্থী মুনি গৃহী সবে, সেই ধনে ধনী ব্রজরমণী।
ধন্য তাদের জনম ধরায়—শ্রীহরিতে হ'ল প্রেম যাদের,
নাও যদি হয় কুলবতী তারা রবে কুলীনেরো মুকুটমণি।
ব্যভিচারিণী কে বলিবে তাদের—কৃষ্ণে যাদের অচলা রতি?
নারী বলি' অনাদর কে করিবে প্রেমে যারা চির-অতুলনীয়া?
না জানিয়াও যে অমৃত সেবন করে—পায় সুখে অমরাবতী :
বিদুষী যে নয় হরিরে বাসিলে ভালো—হয় সে-ও হরিপ্রিয়া।
(৪৭৷৫৮, ৫৯)

মথুরায় প্রস্থানোদ্যত উদ্ধবের প্রতি নন্দাদি ব্রজবাসী :

মনের সকল বৃত্তি হোক কৃষ্ণচরণের ব্রতী,
বচনে ঝংকৃত হোক কৃষ্ণ-নাম, দেহ তাঁর নতি-
দীক্ষায় দীক্ষিত হোক। কর্মবশে ভ্রমি হায় যদি
জন্মে জন্মে—যেন দানে শুভকর্মে হয় কৃষ্ণে মতি। ৪৭৷৬৬,৬৭

কৃষ্ণের প্রতি অক্রূর :

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য
দিষ্ট্যা জনার্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরেশৈঃ
ছিন্ধ্যাশু নঃ সুতকলত্রধনাপ্তগেহ-দেহাদিমোহরশনাং ভবদীয়মায়াম্॥

যে-তুমি ভক্তবৎসল, সখা, সত্যের আশ্রয়
কৃতজ্ঞ, প্রেম-প্রতিদানে দাও প্রেমিক সুজনে তব
শুধু ঈপ্সিত বর নয় তার—হে উদার বান্ধব!—
আপনারে করো তারে দান—যার নাহি ক্ষয় অপচয়।
মুনি ঋষি দেবপতিগণো নাথ জানে না স্বরূপ যার,
হেন তুমি বহু সুকৃতির ফলে যবে আমাদের কাছে
হয়েছ মূর্ত—যাচি : ধন-জন-জায়া-সুত-গৃহে আছে
যত আসক্তি—তূর্ণ বিনাশ করো দৃঢ়মূল তার।
(৪৮।২৬,২৭)

অক্রূরের প্রতি কৃষ্ণ :

শ্রেয় যারা চায়, তাত, তোমাসম মহাভাগ তাহাদের
প্রণম্যতম। দেবগণ ফিরে দৈব স্বার্থ তরে :
শুধু সাধু নয় স্বার্থসন্ধী। জলময় তীর্থের
কি বা মৃন্ময় পাষাণ প্রতিমা বহুল পূজার পরে
করে পবিত্র অশুচি মানব-তনুমন—সাধুগণ
সাধেন শুদ্ধি মুহূর্তে—যবে দেন তাঁরা দরশন।
(৪৮।৩০,৩১)

---

* ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ (৪৮।৩১

বৃন্দাবনের বর্ষা :

হে মেঘ, তোমার বিদ্যুৎ-আঁখি হ'তে যে-অঝোর অশ্রু ঝরে
অপরূপ তার বেদনার ছায়া-শোভা !
কোমল তোমার প্রাণখানি বুঝি করুণাসজল সবার তরে—
তাই খরতাপে দেখা দাও মনোলোভা !

রূপতনু তুমি করো ক্ষয় মেঘ, ভরিতে ধরার নিঃস্ব নদী,
আতুরের লাগি' আপনার সাধো লয় !
তোমারি প্রসাদে ফুলময়া ধরা ! তোমার দান না থাকিত যদি,
কোথায় রহিত সিন্ধুর সঞ্চয় ?

তবু লীলা তব বিচিত্র মেঘ !—অভিমান যথা চেতনা ঢাকে
তারি ঝলকনে লভি' আলো আপনার,
মাখিয়া অঙ্গে চন্দ্রকিরণ রাঙিয়া তাহারি রঙ্গরাগে
তারেই নিভাও আনিয়া অন্ধকার ! *

তোমার আবির্ভাবে ওগো মেঘ, নিদাঘ-শ্রান্ত ময়ূর ছোটে
মেলি' পাখা তার তেমনি উচ্ছ্বসিয়া,—
কামনা-ক্লান্ত জীবনপান্থ যেমন পুলকে উছসি' ওঠে
কমলাকান্ত-প্রেমিকেরে নিরখিয়া।

(২০।৬,১০,১৯,২০)

---

* ন ররাজোড়ুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিভির্ঘনৈঃ।
অহন্মত্যা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা॥

দেবগণের কৃষ্ণ-স্তুতি :

জয় জয় অপরাজেয় !—জীবনে যে-মোহবাহিনী মায়া
আনে তব আলো-উল্লাসে কালো অপরিচয়ের ছায়া,—
করো তারে নাশ স্বয়ম্প্রকাশ চমকে চিরন্তন।
হে চলাচলের অন্তর্যামী ! চেতন ও অচেতন
এ-জীব-জগত সাথে লীলাময়, তোমারি তো লীলা ল'য়ে
বেদ রচে গান যবে তুমি আসো গুণময়ী মায়া হ'য়ে।
শুধু হায় চিরানন্দে তোমার আনে সে মেঘাবরণ !
পূর্ণ বিভব ! চাই তব তাই সূর্য-উদ্বোধন ॥ *

বচন মন ও প্রাণের লক্ষ্য যে-ভূমা হে ভগবান্,
তারি উপলব্ধির বাণীবহ—বেদের মন্ত্রগান।
তোমারি প্রতিভূ—শক্তি, বিভূতি, দেব দেবী—সে যে জানে,
কল্পের পরে বিলয় যাদের হয় লীলা-অবসানে।
যারেই কেন না করি পূজা—তুমি সে-পূজা করো গ্রহণ :
যেথাই ভিত্তি লভি—পদতলে ধরণী ধরে চরণ ॥ (১৫)

---

* জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃহীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ ॥
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥ (৮৭।১৪)

বেদের এ স্তবগুলির ছন্দের নাম নর্দটক। এর গতিভঙ্গে একটি বড় বিচিত্র গতিভরা চতুর্মাত্রিক কদম আছে :

⏑⏑ ⏑⏑ | –⏑–⏑⏑⏑ | –⏑⏑ | –⏑⏑ | –
জ য় জ য় | জ হ্য জা ম জি ত | দো ষ গৃ | হী ত গু | ণা — যার প্রধ্বনী মাত্রাবৃত্ত তর্জমা হ'তে পারে যথা :

⏑⏑ ⏑⏑ | –⏑–⏑ ⏑⏑ | –⏑⏑ | –⏑ ⏑ | –
এ সো এ সো | বি শ্ব ব ন্ধু গু ণী | স ঙ্গী তে | ছ ন্দে প্রে | মে

ত্রিগুণেশ্বর! তাই মুনিঋষি চাহিল অনুক্ষণ
তোমার কথামৃত-সমুদ্রে করিতে অবগাহন,—
করে যে ক্ষালন সর্বলোকের যুগসঞ্চিত পাপ
পরমানন্দ-পদে তব নাথ জুড়ায় নিখিল তাপ ॥ (১৬)

হে মায়ামানব! স্বরূপ তোমার যুগে যুগে উজলিতে
ধরো তনু তুমি—সে-লীলাকাহিনী ঝংকৃত সঙ্গীতে।
যারা সে-মহামৃত-কীর্তন-অব্ধিতে স্নান করে
মরালের ম'ত তোমার চরণ-কমল-সুরভি তরে,
তাদেরো সঙ্গ-আশে যারা ছাড়ে গৃহ-সুখ যশোমান
তাহাদের কেহ কেহ নাহি চায় মোক্ষেরো বরদান,—
ধর্ম-অর্থ-কাম কোন্ কথা—এমনি মহিমা তব!
কত রূপে দাও দর্শন, তবু আজো চিরদুর্লভ ॥ (২১

নিখিল প্রাণীর অন্তরবাসী বলিয়া তোমারে যারা
করে সেবা—চলে মরণের শিরে চরণ রাখিয়া তারা।
করুণায় তব তোমারে যাহারা বরিল বন্ধু বলি'
তীর্থ তারাই জীবনে: যাহারা প্রেমে না সমুচ্ছলি'
অভিমানে শুধু করে মুখে বেদবাক্য উচ্চারণ,
বচনেরি জালে করো তাহাদের পশুসম বন্ধন ॥ *

---

* তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নির্ঋতেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং
ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥ (২৭)

হেন মূঢ় জ্ঞানী বিদগ্ধদের দেখি' চিরদুর্গতি
হ'তে চায় তব ভাববৈরাগী—যাহারা অমলমতি
চরণ তোমার চায় যে শরণে কোথা তার ভবভয় ?
কালরূপী তব ভ্রুকুটি তো নাথ ভক্তের তরে নয়॥ (৩২)

বহু সাধনায় করে যোগী যারা ইন্দ্রিয় প্রাণ জয়,
তাহাদেরো মন-তুরঙ্গ হায় তাদের অধীন নয় !
গুরুচরণাশ্রয় বিনা যারা হেন দুরন্ত মন
স্ববশে আনিতে চায়—নিষ্ফল তাদের আকিঞ্চন
বিনা কাণ্ডারী তুফান-সাগরে তরণী ভাসায় যারা
গুরুহীন সাধকের চেয়ে নয় মতিচ্ছন্ন তারা ॥ *

অন্তর হ'তে কামজটা যারা করে নি উন্মূলিত
দুর্লভ তুমি তাহাদের কাছে—বিরাজো অপরিচিত .
মণিহার শোভে কণ্ঠে যার সে মণি যদি ভুলে থাকে,—
মণির মিলন জানে না—কেবল কণ্ঠে দুলায়ে রাখে।
চিন্তায়ো যারা লালসারে করে লালন, তাদের যোগ
সাধনা-গোলোকো পায় না, হারায় বাসনারো ইহলোক ॥
(৩৯)

---

* বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্ত-মনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ ॥ (৩৩)

কালিয়-দমন

কালিন্দীর কূলে এক হ্রদে বাস করিত বিশাল
কালিয় সহস্রফণা ল'য়ে তার অজস্র ভয়াল
মহিষী সন্ততি অনুচর। তীব্র বিষোদ্‌গারে তার
স্বচ্ছ নীর ছিল চিরমসীকৃষ্ণ—রচি' দুর্নিবার
আবর্ত জাগাত ভীতি সে-পন্নগ পান্থের অন্তরে।
বিহঙ্গ উড্ডীন যদি হ'ত কভু হ্রদের উপরে
সে-করাল হলাহল-ঘ্রাণে শুধু হ'য়ে মুহ্যমান্
পড়িত পলকে জলে। তরু লতা তৃণ হৃতপ্রাণ
ছিল সে-হ্রদের চারিপাশে। বৃন্দাবনবাসী কেহ
আসিত না কাছে তার।
লীলা যার চির-অনির্ণেয়
সে-বালগোপাল একদিন ল'য়ে সখাসখীদল
গোচারণ ছলে এসে হ্রদতটে সহসা চঞ্চল
আনন্দে হ্রদের তীরে কদম্বের শাখে লহমায়
আরোহিয়া, নীবিবন্ধ বাঁধি' করি' বাহ্বাস্ফোট হায়
দিল ঝাঁপ হ্রদজলে। গোপ গোপী আতঙ্কে উচ্ছলি'
উঠিল হ্রদের তটে "কী করো, কা করো সখা" বলি'।
শুনি' বার্তা উৎকণ্ঠিতা যশোদা ছুটিয়া আসি' পলে
অঞ্চলনিধিরে ডাকে দিতে ধরা ফিরিয়া অঞ্চলে।
মাতার নয়নে রাখি' নয়ন—চঞ্চলি' সন্তরণ
করে অঞ্চলের-নিধি চূর্ণ ঊর্মি করি' উৎক্ষেপণ

জননীরে নিবারিল রমণীরা ঝাঁপ দিতে নীরে,
কৃষ্ণসখাগণে নিবারিল রাম—অন্তর-গভীরে
শুধু সে জানিত লীলা অনুজের অনন্ত-বিথার।

তবু, "লক্ষ আশীবিষ যেথা করে বাস—সুকুমার
শিশু সেথা কেমনে বাঁচিবে?"—কাঁদি' কহিল সকলে
কেহ করে হায় হায়, কেহ "এসো ফিরে এসো"—বলে।
গাভীগণও সাশ্রুনেত্রে করে আর্তনাদ হেরি' প্রভু
কৃষ্ণেরে সে-জলে—যেথা জীব কেহ দেখে নাই কভু।
গোপী-বাহুবন্ধে নন্দরাণী রয় একদৃষ্টে চেয়ে
নয়নমণির পানে······নয়নে নীরদ আসে ছেয়ে।
দেখে—ক্ষুদ্র কর দুটি চঞ্চল বিদ্যুৎছন্দে দোলে
মেঘসম-কৃষ্ণ-জলে! কোন্ প্রেমপদ্ম দল খোলে
মৃত্যুর মৃণালে! ভয়-পারাবারে কোন্ যাদুকর
অপারের তরীবাহ হ'য়ে আসে সংকটে-সুন্দর!

গায় জীবনে মরণজয়ী দীপ্তিদুলাল:
"মরি, কী কোমল হ্রদজল শান্ত বিশাল!
হেথা করিতে সিনান
লভি' গগন-বিতান
জাগে কী পুলক-শিহরণ অঙ্গে মম
বলে কেন সবে এ-সরসী ভয়ালতম

ঘোর মরণ হেথায় ? ওরে, মরণ কোথায় ?
রচে মরণ-আড়াল প্রাণ—বিকাশ-লীলায় !
যারে করি ভয় হায়,
পাই তারি তো ছায়ায়
মোরা প্রতিদিন আশ্রয় অভয়-দোলে :
জ্বলে যুগে যুগে আলোমণি কালোরি কোলে।

"ওগো কোরো না কোরো না ভয় নন্দরাণী !
ছায় যে-শঙ্কা মনে তব জানি মা জানি।
শুধু দেখ না চেয়ে—
দূর আকাশ ছেয়ে
নীল জলদে ঝলকে কোন্ আয়ুষ্মতী !
দেখে দাহ যে দামিনীদামে—সে মূঢ়মতি।

"ও লো গোপী সখী ! ঝরে কেন নয়নে বারি ?
কেন ? প্রেমীও কি নয় চির-দুরভিসারী ?
শুধু তোমরা অয়ি,
হবে নিষেধজয়ী,
আর আমরা দুলিব বিলাসের দোলনায় ?
নাই ক্ষুধা যার অচিনের—সুধা সে হারায়।

"কেন ফিরাও বয়ান বধূ? দেখ না ফিরে
দোলে দোলে কেমনে পীতাম্বর অসিত নীরে!
কোথা মাধুরী-বিথার?
যেথা ভয় মানে হার:
দেয় ছায়ার কবরী আলো যেথায় খুলে,
সখী, কূলে তো মেলে না কূল, মেলে—অকূলে।

আশা চিরদিন তারি তরে রয় উদাসী
প্রাণ সুখমাঝে রয় যার ব্যথাপিয়াসী
সখী মরণ-গুহায়
মিলে জীবন-চূড়ায়,
যেথা সবে করে মানা—আছে সেথাও তারণ,
ভায় পাতালেও সে-ই—ছায় যে নীলগগন।"

শুনি' শ্রীকান্তের গান—হেরি' হ্রদে অশ্রান্তকল্লোল জলতরঙ্গ,
অতল-বিলাস ত্যজি' দেখা দিল বিভীষণ বহুফণা ভুজঙ্গ।
অখিল আঁখির আদরণীয়-যে, মায়াতনু ছায়ানীরদবর্ণ,
পীত অম্বর কটিতটে মরি, পরশনে যার সকলি স্বর্ণ,
উরসে যাহার শ্রীবৎস-লাঞ্ছন, শ্রীচরণে রক্তকমল-শান্তি,
দংশনে ঝরালো রুধির তাহারি শ্রীঅঙ্গে কালিয় করালকান্তি!

---

* তং প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যম্।
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং সন্দশ্য মর্মসু রুষা ভুজয়া চছাদ॥

যত ঢালে বিষ—নিত্যানন্দ তত গায় তারস্বরে, দেখিয়া সর্প
বেষ্টিল তাহার দেহ কুণ্ডলীর বন্ধনে লেলিহ, অমিতদর্প।
করে হাহাকার গোপগোপী তীরে—শিরায় শোণিতপ্রবাহ স্তব্ধ!
কিশলয়-বুকে দাবানল—শ্বাসে স্ফুলিঙ্গেরে সমুদ্রাবর্ত !!
দীপন-দুলাল, মিলন-দুলাল, জীবন-দুলাল কমলাকান্তে
কেমনে নরক-জিঘাংসা ত্রাসিল—গ্রাসিল গরল প্রণয়পান্থে ?
নয়নে যাহার রাখিয়া নয়ন দৃষ্টিকণা করে বরণ দীপ্তি,
লভি' প্রীতি যার জীর্ণ জরা পায় ফিরে যৌবনের বিজয়-তৃপ্তি,
দেখি' হাসি যার অশোক-ঝংকারে ছায় অশ্রুছিয়া বিগতভ্রান্তি,
প্রতি পদধ্বনি বাহি' জয়ধ্বনি করে প্রাণ জিনি' কামনাক্লান্তি,
শুনি' বাঁশি যার বেসুরারো বুকে বিছায় প্লাবন রাগতরঙ্গে,
হেরি' ত্রিভঙ্গিমা যার হয় মন মলয়-ময়ূর নটন-ভঙ্গে,
করি' পান যার অমৃত-আনন ক্ষণিকেরো তরে নয়ন-পাত্রে
বেদনায় পায় চেতনার দিশা চিরন্তনের তীর্থযাত্রী,
করতালি যার শুনি' চমকিয়া নাচে সুখহিয়া ললিত লাস্যে,—
হেন অমরার উষা-উলুধ্বনি কে ঢাকে অসুর আঁধার-হাস্যে ?

দেখিয়া অধীর সবারে, শ্রীরাম করিল শ্যামলে মৃদু ভ্রুভঙ্গ :
হাসিয়া কিশোর করে তনু স্ফীত, কে বাঁধে বন্ধনে আলো-অনঙ্গ ?
কৃতান্ত-কুণ্ডলী হ'তে বিষধর করি' বালকেরে মুক্ত—চক্ষে
চেয়ে রয় গাঢ় বিস্ময়ে—অনামী আবেশ বিছায় ক্রুদ্ধ বক্ষে !
কেমন এ-শিশু বুঝিয়া বুঝেনা—জ্বালাময় মেঘ ঘনায় মর্মে,
তবুও প্রবীণ মুগ্ধ হয় কেন অশেষ শিশুর চপল নর্মে !
যুগল সৃক্কণী করিয়া লেহন ধায় কালফণী গরলক্ষুব্ধ,
দ্বিশিখা রসনা ওঠে ঝলকিয়া—বাঁধিতে তারে যে জীবন্মুক্ত !

ধায় সে দংশন করিতে কিশোরে বিচ্ছুরি' নয়নে বিষাগ্নিদৃষ্টি :
গরুড়ের ম'ত ভ্রমে পলাতক চক্রাকারে করি' হাস্যবৃষ্টি ! *

বৃথা অনুসরি' তারে বায়ুবেগে হয় যবে অহি পরিশ্রান্ত,
নৃত্যের-কলায়-নিখিলের-গুরু মোহন মায়াবী সে-উদ্‌ভ্রান্ত
নাগের উচ্ছ্রিত ফণা বেষ্টি' করে—উগ্রতাপ চক্রে আরোহি' তূর্ণ
অপরূপ নৃত্যবিভঙ্গে তাহার করিতে চাহিল দর্প চূর্ণ।
বহুতুণ্ড সেই উদ্ধত উরগ করিতে দংশন মেলে যে-শীর্ষ
সে-শিরে চরণ রাখে চারুহাস, বিমুগ্ধ বসুধা দেখি' সে-দৃশ্য !
অন্তরীক্ষ করে পুষ্পবৃষ্টি—বাজে আনক পণব মৃদঙ্গ শঙ্খ,
গন্ধর্ব কিন্নর সিদ্ধ মুনি ঋষি করে নতি হেরি' শিশুর রঙ্গ ! †

* তৎপ্রথ্যমানবপুষা ব্যথিতাত্মভোগ-স্তক্তোন্নময্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গ
তস্থৌ শ্বসন্ শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষ-স্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখো হরিমীক্ষমাণঃ ॥
তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং দ্বে সৃক্কণী হ্যতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিম্।
ক্রীড়ন্নমুং পরিসসার যথা খগেন্দ্রো বভ্রাম সোঽপ্যবসরং প্রসমীক্ষমাণঃ ॥

† এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংশম্ আনম্য তৎপৃথুশিরঃস্বধিরূঢ় আদ্যঃ।
তন্মূর্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্র-পাদাম্বুজোঽখিলকলাদিগুরুর্ননর্ত ॥
তং নর্তুমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়গন্ধর্বসিদ্ধ-সুরচারণদেববধ্বঃ।
প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীত-পুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ ॥

করে আস্ফালন যে-ফণা—আনত হয় অনন্তের পাঞ্চির স্পর্শে,
উচ্ছলায় রক্তধারা প্রতি মুখ হ'তে কালিয়ের : নটেশ হর্ষে
বাজায় মুরলী—করাল সুন্দর চলিষ্ণু ফণার নাট্যমঞ্চে
নিগূঢ়-গরল প্রতি চক্র যার হয় শতদল মায়া-মালঞ্চে !
ফণীফণালীন মণির কিরণে অরুণাভ হরিচরণপদ্ম
রসাতলকালো কুটিলের বুকে রচিল রূপের সরলসদ্ম !···
বাল-বিশ্বরাজে নমিল করাল কালিয় শোণিতক্ষরণে-ক্লান্ত.
প্রাণভয়ে যত নাগজায়া আসি' করে স্তব নমি' চরণ-প্রান্ত :—

"নমি নাথ তব চরণে আমরা সবে,
হে দণ্ডধারী, তুমি বিনা কে বা ভবে
করিবে দমন নতিহীন দুর্জনে ?
তুমি বিনা আছে শাসক কে ত্রিভুবনে ?
অরি-সখা-সুতে সমানদৃষ্টি যার
দণ্ডদানের তারি শুধু অধিকার।
রোষ তব হরি, নহে অভিশাপ নহে :
অকরুণতায়ও করুণা তোমার বহে ! *
নয় কভু নয় কল্পনা হেন বাণী :
প্রেম-পথে শুধু হয় মন-জানাজানি।
করুণারি তালে প্রেম চলে অভিসারে,
কতটুকু মন জানে সেই করুণারে ?

---

* ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিংস্তবাবতারে খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টে—র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্ ॥
(১৬।৩৩)

"কোন্ লীলাছলে কারে দাও কোন্ পদ
বেদনা-বৃন্তে চেতনার কোকনদ!
নহিলে কেমনে ঘটে হেন অঘটন:
ইন্দিরা চেয়ে যে-বরদ শ্রীচরণ
যুগ-যুগান্ত করেছিল তপ মরি,
মুনি ঋষি যোগী কিন্নর কিন্নরী
দেব দেবী কাঁদে যে-চিরচরণ তরে,
পলক-পরশে যাহার মরণো মরে,
লভিলে যাহারে স্বর্গেরে মনে হয়
ম্লানদীপ সুধাহীন ছায়া-অভিনয়,
যোগবিভূতিরো পানে যোগী ফিরে আর
চাহে না—লভিলে যে-পদ সারাৎসার,—
কেমনে তারে সে ধরে শিরে দয়াময়,
কাছে যেতে যার চলাচল মানে ভয়?—
পরশে যাহার বেদনা রূপান্তরে
নবীন-চেতনা-চমক-যুগান্তরে?—
আনন্দে যার সব পার্থিব জয়
পরাজয় হ'তে পরাজয় মনে লয়?

তুষার-শিখর করি' আরোহণ তবু
দেখি—অম্বর তেমনি সুদূর প্রভু,

"বহু সাধনারো পরে যে-বর চরণ
তেমনি সুদুর্লভ দেখি' কাঁদে মন,
তামসিক নাগে সেই শ্রীচরণতলে
দিলে লীলাময়, আশ্রয় লীলাছলে !

"কোন্ বেসুরার পথ বাহি' প্রভু আনো
সুরেলার সুখসঙ্গম !—ব্যথা হানো
কোন্ সে-পরমানন্দ করিতে দান
পরাজয়ে জ্বালি' নবজয়-সন্ধান !
যাতনার পথে দিব্যদৃষ্টি বর
লভি মোরা তব প্রসাদে শুভঙ্কর।

"করো অভিমান স্তব্ধ—বাজাতে তব
নিরভিমানের রাগমালা নব নব।
মুখরতা মাঝে শোনাও গভীর গীতি—
ক্রোধে আনি' তব মার্জনা, হে অতিথি
হাসির অরুণ খেলে ঐ অভিনব
অধরে যখন—জানি হে মহানুভব,
পেয়েছি তোমার করুণা অহৈতুকী :
রবি-ডাকে ফোটে ধুলায় সূর্যমুখী ॥

বৈরাগীর পরীক্ষা

করিল যবে কালযবন দ্বারকা অবরোধ
দ্রুতচরণে দ্বারকাপতি করিল পলায়ন।
হরির পিছু ধায় যবন গরজি' নির্বোধ:
"ধিক্ যাদবপতি, তোমার কেমন আচরণ!"

নিগূঢ়-মতি কৃষ্ণ যবে তূর্ণগতি ধায়,
মূঢ় বিজয়ী জানে না—পলাতক কেমন ছলী···
সহসা হরি লুকায় গিরিকন্দরে—যেথায়
ছিল ঘুমায়ে বৈরাগী শ্রীমুচুকুন্দ বলী।

পেয়েছিল সে বর—রক্ষি' দ্যুলোকে দেবতায়:
নিদ্রা যদি কেহ তাহার ভাঙে আচম্বিতে,
চাহিলে তার পানে—হবে সে ভস্ম লহমায়,
ক্লান্ত রাজা তন্দ্রালীন তাই ছিল নিভৃতে।

কালযবন গুহায় পশি' কৃষ্ণে অনুসরি'
কেশব ভাবি' শায়িত ভূপে ক্রুদ্ধ পদাঘাতে
জাগাল যবে—লুকায়ে মৃদু হাসে মায়াবী হরি:
শত্রু হ'ল ভস্ম পলে বিনা রক্তপাতে।

হরি তখন মূরতি অপরূপ ধরিল পলে:
পীতাম্বর···চতুষ্পাণি···কণ্ঠে জয়মালা···
রবিলাঞ্ছী নয়ন এ কী কোমল হ'য়ে জ্বলে
সূর্য-শশী-মিলন সম—ভুবন করি' আলা!

বৈরাগী রাজা বিস্ময়মুগ্ধ স্বরে :

চরণ যার কমল সম, থির বিজলি—হাসি,
স্বপনাতীত আভা ঝলকে অঙ্গে অবিরাম
কে সে অতিথি ! কেন বা মনে হয় যে ভালোবাসি
তারেই যুগে যুগে—বরণ যার ঘনশ্যাম !

জীবন আমি জেনেছি—মায়া ব্যর্থ নির্মম
গতির যেথা লক্ষ্য নাই, প্রণয়ে শুধু ক্ষুধা,
কুসুমে কীট, বিকাশে রাহু,—হেথায় প্রিয়তম
অভ্যুদয়ে কে তুমি এলে—জ্বালার বুকে সুধা !

কৃষ্ণ সহাস্যে :

অমেয় আমি, অনামী প্রহেলিকা—গণিতে কেহ
যদি পারে এ-ধরার ধূলি—গণিতে মোর নাম
জনম গুণ করম রূপ মানিবে হার সে-ও,
হয়েছি অবতীর্ণ আমি অশেষ প্রাণারাম

পঙ্ক-বুকে ইন্দীবর—মানব তনু ধ'রে
ধরিত্রীর অসুরকুল সংহারিয়া—তার
হরিতে ভার আবির্ভাবি' বসুদেবের ঘরে
এসেছি আজি তোমারে দিতে দর্শন আমার।

ভক্ত তুমি, বন্ধু, আমি ভক্ত-বৎসল,
অতীত যুগে আমার তরে তুমি যে করেছিলে
বহুল তপ—অঙ্গীকারি তাই হে মহাবল,
যে-বর চাও করিব দান বারেকো প্রার্থিলে।

ভাগবতী কথা

(ঈষৎ বিরতির পরে)

নীরব কেন ? এসেছি আমি তোমারে দিতে বর
কী সাধ বলো অকুণ্ঠে হে উদাসী সুপ্রিয় !
শরণাগত যারা—তাদের আমি যে ব্যথাহর
চরণদানে জানাই—কেন ব্যথাও বরণীয় ।

রাজা মুচুকুন্দ কৃতাঞ্জলি :

অবোধ আমরা সুখতরে ধাই নিরুদ্দেশে
নিরাশারে শুধু কোল দিতে চেয়ে হায় !
যারে বলি আশা সে যে শুধু ব্যথা ছদ্মবেশে—
তোমারি মায়ায় আজো প্রাণ ভুলে যায়

দুর্লভতম মানবজনম লভিয়া প্রভু,
শুনেও শুনি না—ডাকো তুমি কোন্ পথে :
বাঁশি গায়—"আয় চরণছায়ায় ।" কী আশে তবু
দিকে দিকে মন ধায় বাসনার রথে !

যেথা নাই সুধা—তারি তরে ক্ষুধা সর্বনাশা !
মণি-ভ্রমে বরি অঙ্গার কত সাধে !
সে-কালো আবরে অন্তরে আলোশিখার ভাষা
অহেতু আঁধার ছেয়ে আসে ··· প্রাণ কাঁদে

রাজা বীরেন্দ্র কবি ও শিল্পী দীপ্ততম
চায় স্তবারতি বহুমান যশোগীতি,
ছাড়িয়া তোমার রবি-আঁখি হয় অন্ধসম
রঙ্গিণীদের হাতের খেলনা নিতি !

মানে না তো মানা বিমুগ্ধ আশা : কেহ বা বরে
উগ্র সাধনা—ত্যজি' ভোগ দিনে দিনে—
আরো সুমহতী কীর্তি-প্রতাপ-লালসা ভরে,
আরো দুর্ভোগ সহে—তোমারে না চিনে!

ভ্রান্তি-বিহারে পায় না শান্তি লক্ষ্যহারা,
ভক্ত সুজনে যখন পায় সে কাছে,
দেখে প্রশান্ত নয়নে তাদের তোমার তারা
দেয় বরাভয় "অকূলেই কূল আছে।"

অকিঞ্চনের পরম-প্রার্থনীয় হে প্রভু!
তোমার প্রণতি-মন্দিরে যবে আমি
প্রসাদ-ভিখারি—কেন প্রলোভনে দুলাও তবু
অলীকে আকুলি' তুলি' অন্তরযামী! *

সয়েছি অশেষ বন্ধনতাপ বেদনা কালো,
ফুল-ভ্রমে শুধু গেঁথেছি কাঁটার মালা!
আজ দাও তব চরণে শরণ—জ্বালিয়া আলো
করো অবসান নিরবসানের পালা। †

⏑ – ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ –
* ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদ্
অকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো। (উপেন্দ্রবজ্রা)

⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – – – ⏑ – – | ⏑ – –
† শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপদাব্জং | পরাত্মন্-
নভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ। (মালিনী ছন্দ)

(৫১।৫৫,৫৮)

শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনাপূরণ :

আশার গগনে বাসনার মেঘ ইন্দ্রধনু
রচে কত ছলে—বর্ণ-কুহেলিকায় !
নাই যেথা কায়া—সেথা অপরূপ ছায়ার তনু
কল্পনা করে নয়ন—রূপতৃষায়।

ঘনায় রাত্রি···নিভে যায় আলো পলকে সেথা···
তরু হয় মরু···হাসি হয় আঁখিনীর !
অলীক কান্তি আনে অশান্তি, অসীম ব্যথা,
স্নিগ্ধ জলদে বুনি' দাহ দামিনীর !

বাসনা-বিলাসী গরলেরে নিতি গণি' অমিয়,
ধায় উদ্দাম হলাহল-পিপাসায় :
ঊর্ধ্বে শূন্য···নিম্নে বেদনা অসহনীয়···
অসীমের ক্ষুধা মিটে কভু সীমানায় ?

চিত্ত তোমার হয়েছে অমল ওগো পূজারী !
তাই বাঁশি তুমি শুনিলে হৃদয়পুরে :
মতি হ'ল তব বীর্যে-অটল—দূরভিসারী,
সমীপ-বিদায়ে চাহিলে চির-সুদূরে।

প্রার্থিলে না তো সেই বর যাহা নিখিল যাচে :—
যৌবন, নারী, রাজ্য, কীর্তিমণি।
প্রলোভন এসে দ্বারে তব গেল ফিরিয়া লাজে
দেখিয়া তোমারে প্রেমধনে আজ ধনী।

ছলিতে তোমারে আসি নাই আমি হে সুপ্রিয় !—
এসেছি দেখাতে—যে-ভক্ত উচ্ছল
একান্ত মনে চায় আমারেই—সে বরণীয়,
প্রলোভনে রয় হরিদাস অবিচল। *

ভ্রান্তিমুরলী তাহারেই শুধু বিপথে ডাকে
ঐকান্তিক নহে যার আরাধনা :
ভুবনমোহনে সাধে না যে—পড়ে মোহবিপাকে,
কায়া-ভ্রমে নিতি বরি' ছায়াললনা !

ভক্তির পথে লভিলে শক্তি অপ্রমেয়,
এসেছি তোমারে এই বর দিতে তাই :
প্রেম তব রবে আকাশের ম'ত অপরাজেয়
বাসনা-বাদলে যার পরাভব নাই॥

* সার্বভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোর্জিতা।
বরৈঃ প্রলোভিতস্যাপি ন কামৈর্বিহতা যতঃ॥
প্রলোভিতো বরৈর্যৎ ত্বমপ্রমাদায় বিদ্ধি তৎ।
ন ধীরেকান্তভক্তানামাশীর্ভির্ভিদ্যতে কচিৎ॥
(৫১।৫৮,৫৯)

ভাগবতী কথা

শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী সংবাদ

যাহারে তার পিতৃগৃহ হ'তে কেশব ছিনিয়া
আনিল রণে হাজার পাণি-প্রার্থী ভূপে জিনিয়া
(শুনিয়া যে, সে-স্বয়ম্বরা কৃষ্ণে শুধু বরিল,
না দিয়ে দেখা, শুনায়ে নাম যাহার মন হরিল
মায়াবী চির-অনামী) সেই রুক্মিণী বরেণ্যা,
(বিদর্ভের রাজাধিরাজ ভীষ্মকের কন্যা)
পতির রথে দ্বারকাপুরে আসিলে—হরি যতনে
রত্নালয়ে রাখিল সেই রতন হ'তে রতনে।

একদা, যবে কুসুমশেজে আসীন হরি রাত্রে,
লোকললামভূতা মোহিনী আসিল ল'য়ে পাত্রে
অগুরু ধূপ পুষ্পমালা মণি-প্রদীপ দীপ্ত,
(নন্দনের পারিজাতের গন্ধ আসে স্নিগ্ধ···
বাতায়নের পথে অমল চন্দ্র চেয়ে মুগ্ধ···
অশান্তির ভ্রান্তি দুঃস্বপন সম লুপ্ত···)
ব্যজনী ল'য়ে শ্রীকরে যবে চরণমূলে আসিয়া
বসিল বালা, শ্রীবাসুদেব কহিল মৃদু হাসিয়া :

"আমারে রাজপুত্রী, তুমি বরিলে কেন বলো না ?
ভূপতি কত যাচিয়াছিল তোমার সম ললনা—
যাদের বহু বীর্য মণি বৈভব সুমিত্র,
যৌবনের মহিমা, কবিকল্পনা বিচিত্র,
কীর্তিমান্ তাদের গাথা সকলে চায় ভনিতে,
যে-পথে তারা চলে—মুখর হয় জয়ধ্বনিতে,

নাম যাদের রবে অমর কাহিনী ইতিহাসে লো,
তাদেরি চায় কামিনী, জানি—তাদেরি ভালোবাসে লো!
যাদের পথ যায় না জানা—চলে আপন খেয়ালে,
দুঃখ সয় জায়া তাদের কণ্ঠে মালা পরালে। *
বলিব আরো ?—দেখ না মেলি' নয়ন এই ভূতলে :
'অকিঞ্চন আমি'—একথা রটায় নিতি প্রবলে।
নির্ধনেরি অর্ঘ পাই—দীনেরি আমি বন্ধু,
তারাই দিল উপাধি মোরে 'অহেতুকৃপাসিন্ধু'।
ধনী ও মানী আমারে রাণী, জীবনে প্রায় সাধে না,
আপন আলো থাকিলে কেহ আঁধার-ভয়ে কাঁদে না।
সমান সনে প্রণয় হয় : জোনাকি-প্রেমে আসে না
চন্দ্র নেমে—শ্রীহীন পানে চেয়ে শ্রীমতী হাসে না! †

"ভাবিয়া আমি তাই না পাই—আমারে কেন সহসা
বাসিলে ভালো—ঊষরে কেন ঝরিল ধারা সরসা!
নও সুদূরদর্শিনী লো, তাই আমারে ভজিলে?
স্তাবক যারা তাদের স্তবে সরলা বলি' মজিলে?

---

* অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রূ প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ॥
(৬০।১৩)

† নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥
যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্যাকৃতির্ভবঃ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ॥
(৬০।১৪,১৫)

ভাগবতী কথা

আমার গুণ গায় যাহারা নয় তাহারা গুণী লো,
একথা নাহি বিচারি' কেন ভুলিলে নাম শুনি' লো,
হারালে পিতামাতা স্বজন রাজ্য—মোরে বরিয়া,
ভাবিলে না কি তোমারে কেন এনেছি অপহরিয়া ?
দর্পীদের দুরভিমান ভাঙিতে—তব তরে না :
আমরা সখী চির-উদাসী, নারীতে মন ভরে না।
যাহার নাই ঘর—সে কী বা করিবে ল'য়ে ঘরণী ?
হৃদয়ে সাম্রাজ্য যার সে কবে চায় ধরণী ?
সঞ্চিতে যে বিমুখ, ধন সে কভু সখী, পায় না,
সন্তানেরো শান্তিসুখ মুক্তিকামী চায় না।
দীপশিখার ম'ত সে শুধু বিলায় জ্যোতি নিয়ত,
যে লভে জ্যোতি—নয় শিখার প্রিয় বা অপ্রিয় তো।

শুনি' নিঠুর বাণী পতিপ্রাণা রাণী ক্ষণিক চেয়ে রয় দয়িত পানে,
বলিবে কী যে সতী বচন মূঢ়—হায়, নারীর ব্যথা কবে পুরুষে জানে ?
অরুণচরণের নখরে কাটি' ভূমে আখর—অধোমুখী মৌন রহে,
নয়নধারা বহি' কাজল সনে মিশি' তিতিল বুক তার ব্যথা অসহে।
কমলকর হ'তে ব্যজনী পড়ে খসি', তন্বী দেহলতা কাঁপিয়া উঠি'
দুগ্ধফেননিভ শয্যা হ'তে পলে ধুলায় মুরছিয়া পড়িল লুটি'।
হেন প্রেমের ছবি লভি' নিদর্শন লয় সে-সরলারে বক্ষে তুলি',
হাসির লঘুমেঘে অশনি-টংকার শুনি' যে শঙ্কায় ওঠে আকুলি'

* উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ।
আত্মলব্ধ্যাস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ॥ (৬০।২০)

তাহার হৃদয়ের ব্যথায় ব্যথী হাসি' কহিল ব্যথিতারে গাঢ় প্রণয়ে :
"জানিত কে বা হায়—প্রিয়ের পরিহাসে প্রেয়সী মুরছায় অহেতু ভয়ে ?
ক্ষমো লো অপরাধ—তোমারে ব্যথা দিতে করি নি কৌতুক প্রগল্‌ভতা
তোমারে অনুমিয়া 'রসিকা' চেয়েছিনু দেখিতে—শুনি' হেন রসাল কথা
কেমনে নিরুপম যুগল লোচনের নীলাভা রাঙা হয়—তাহার পরে
রোষ কটাক্ষের শায়ক ছোটে—ঝরে মোহন ঝঙ্কার স্ফুরিতাধরে।
কেমন সুন্দর ভ্রুকুটি ফোটে অভিমানিনী-মুখে—ছিল হেরিতে সাধ,
সুপ্ত রেখেছিনু যে-সাধ বহুদিন জাগায়ে তারে আজ এ কী প্রমাদ !
তোমারে করি সখী তবুও নিবেদন :—বনিতা সাথে বঁধু এ-সংসারে
যেটুকু কাল যাপে মঞ্জু পরিহাসে সে বহুবাঞ্ছিত প্রেমবিহারে। *
জীবন নয় শুধু জলদগর্জন—বিহগকাকলিও সেথায় আছে,
সিন্ধু নয় শুধু ক্ষুব্ধ গম্ভীর—চিকিয়া ওঠে রঙে সকালে সাঁঝে।
আকাশ শুধু নয় নীহারিকার চিতাবহ্নি-জ্বালামুখী—ক্ষণে ক্ষণে
রামধনুও ওঠে রাঙিয়া সেথা—খেলে নীরদ লুকোচুরি চাঁদের সনে।
নয়ন নয় শুধু ঝরাতে লোর—নয় দশন শুধু দংশনেরি তরে :
ভাবিনী-মুখে হাসি না যদি ফোটে—মন বিশ্বভাবনেরো কেমন করে !"

---

* তদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাচরিতমঙ্গনে ॥
মুখঞ্চ প্রেমসংরম্ভ-স্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্।
কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দরভ্রূকুটীতটম্ ॥
অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম।
যন্নর্মৈর্নীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি ॥

প্রিয়বিচ্ছেদভয় আসন্ন নয় জানি' সলাজ নয়নে মধু হাসিয়া
বল্লভ পানে চেয়ে কহিলা ফুল্লমুখী কালো মেঘে আলো উদ্ভাসিয়া :

"বলিলে যে-সব কথা আজি ওগো বাঙ্ময়, সত্যে উজল সবি নিরুপম :
হাসির ছলেও তাই তোমরা যা বলো শুনে আমরা ভাসাই কেঁদে প্রিয়তম।
হাসিতে নারীও জানে—তবু মণি পায় যবে কেহ তার মণিহারা জীবনে,
পাছে সে হারায় মণি এই ভয়ে বুক তার কেঁপে ওঠে মিলনেরো শয়নে।

"কেন ভয় হেন? শোনো। বলিলে যখন : আমি অসমানে চাহিয়াছি বরিতে,
প্রতিধ্বনিল নারী-হিয়া মোর : 'সত্য, যে স্বয়মানন্দে রাজে মহীতে,
কোথা সে-ত্রিলোকপতি, কোথা আমি জ্ঞানহীনা,
চির-অকৃতার্থা যে জীবনে,
জানে সে গাহিতে শুধু তব গুণ গুণধাম, কিঙ্করী তব চিরচরণে!' *

"প্রবলের মুখে রটে নিন্দা তোমার? জানি, প্রবল যাহারা মদমত্ত,
স্বভাবে বহির্মুখী, অন্ধ স্বার্থে সুখী, ইন্দ্রিয়ভোগে চিরাসক্ত,
লালসা-নিশীথ তুমি ঝলসিতে তাহাদের চাও তব মুক্তির তপনে :
যে-টান পাতালমুখী, সে কি নাথ সহে কভু যে-টান তুলিতে চায় গগনে?

"মলিন অকিঞ্চন তুমি—তাই দীন তব প্রিয়? জানি, দেবগণও লভিয়া
নরের অর্ঘ দেয় যে-নারায়ণের পায়—মহেশ যাহার নাম জপিয়া
নিঃস্ব হ'য়েও লভে শিব-বিশ্বেশ্বর-পদ—সে অকিঞ্চন, সত্য!
বুঝিলাম—মৌনই মায়াময় নয় শুধু—মায়া তব বচনেরো অর্থ!

---

* নন্বেবমেতদরবিন্দবিলোচনাহ যদ্বৈ ভবান্ ভগবতোঽসদৃশী বিভূম্নঃ।
ক স্বে মহিম্ন্যভিরতো ভগবাং স্ত্র্যধীশঃ কাহং গুণপ্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদা ॥
(৬০।৩৪)

"রাজ্য-রমণী-ধনে ভরে না তোমার মন
বলিলে—জানি না আমি তাও কি ?
নিখিল চরণে যার নিখিলের ঊর্ধ্বে সে—একথাও ভাষ্যে বুঝাও কি
ত্রিভুবন ছাড়ি' যোগী আঁধার গুহায় পশি' যার ধ্যানে লভে চৈতন্য,
রবে না সে উদাসীন আপন আলোকে লীন—ত্রিভুবন গণিয়া নগণ্য ?

"অপার অভাবনীয় ছন্দ তোমার ? নাথ, একথাও কে না জানে ভুবনে ?
মহাতপস্বী, যারা তোমার লীলার দিশা পায় না তাদের ধ্যান গহনে,
তাহাদেরি ছন্দের চিন্তা কি পায় দিশা ? একথাও তবু কেন বলিলে ?
পুরাতন কথাও-যে নবঝংকারে কাঁপে তব মুখে—দেখাতে কি ছলিলে ?*

"মতিগতি আচরণ দুর্জ্ঞেয় যাহাদের তাদের বরণ করি' কামিনী
দুঃখই পায় শুধু ? তোমার তীর্থপথে দীপমালা জ্বালে তার যামিনী।
বাসনা-পরিধি তরি' প্রেমিকা তোমার প্রেমচেতনায় হয় যবে চিন্ময়,
তার পরে কামিনীরো কাছে নাথ, আর কি গো
বিলাস-বাসর সুখ মনে হয় ?

"রমণীরে পরিহাস করি' যদি পাও সুখ—
বাধা আমি দিব না সে-হাসিতে।
বলিব কেবল: নারী শ্রীচরণে চায় ঠাঁই—নয় শুধু আঁখিনীরে ভাসিতে।
শ্রীপদারবিন্দের গন্ধে উছলে যার চিত্তমধুপ হে অনিন্দ্য,
বেদনাও হয় তার রূপান্তরিত ডুবি' আনন্দে তোমার অচিন্ত্য।

* ত্বৎপাদপদ্মমকরন্দজুষাং মুনীনাং বর্ত্মাস্ফুটং নৃপশুভির্ননু দুর্বিভাব্যম্।
যস্মাদলৌকিকমিবেহিতমীশ্বরস্য ভূমংস্তবেহিতমথো অনু যে ভবন্তম্॥
(৬০।৩৬)

"বিষাদো তাহার কাছে হয় যে অমৃতময় নীরন্ধ্র আঁধারের লগনে :
বিরহেও পায় সে যে মিলনাস্বাদ তব, মরণেরো পথে নব জীবনে।
তোমারে বরিয়া নারী-জনম ধন্য মোর, কৃতার্থ বেদনার অভিসার,
কালো হ'ল আলো আজ লভিয়া তোমারি নাথ
মালাখানি গাঁথিবার অধিকার।

"তোমারে জানে নি যারা হোক বিলাসিনী তারা
রাজরাজেন্দ্র স্বামী লভিয়া,
হোক শুভা সর্বাণী, ইচ্ছার ইন্দ্রাণী—
আমি যেন তব নাম জপিয়া
চরণচারিণী তব রহি যুগে যুগে। জানি—
নারীরে তোমার মন নাহি চায়।
নারী তবু তোমারেই চায় : মন পেতে নয়—
আপনারে সঁপিতে ও-রাঙা পায়।

"প্রার্থনা তাই আজ : চরণার্থিণী যেন না হয় কখনো পথ-ভ্রান্ত :
কীট পতঙ্গ হ'য়ে জনমি যদি হে, তবু তোমারেই বরি যেন কান্ত!
যবে তুমি ফিরে চাও, না-চাহিতে কোল দাও—
তব অনুকম্পা সে, প্রিয় হে!
তবু সে-সুখেরো তরে নহে মোর অভিসার—
শ্রীচরণে শুধু ঠাঁই দিও হে।" *

* অম্বম্বুজাক্ষ মম তে চরণানুরাগ
আত্মন্ রতস্য ময়ি চানতিরিক্তদৃষ্টেঃ।
যর্হ্যস্য বৃদ্ধয় উপাত্তরজোঽতিমাত্রো
মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা॥
(১০।৬০।৪৬)

শঠে শাঠ্যং

শকুনি দৈত্যের সুত মন্দমতি বৃক ছিল স্বভাবে কুটিল চিরদিন.
জপিত সে-শঠ মনে: "দেবের বিদ্রোহ হবে আচরিতে নিত্য ক্লান্তিহীন।"
শুধু দেবতার নয়, পরের অহিত চক্রী সাধিত নিয়ত ছলনায়।
বঞ্চিতে সে-মায়াবীরে পারিত না কেহ তবু—কে বিষ্ণুমায়ার পার পায়!
ক্রূর বৃত্তিগণ লভি' নিরন্তর লালন গুপ্ত দুরভিসন্ধির বীজগুলি
ক'রেছিল বিকশিত বনস্পতি—সে-পল্লব-মর্মরে সে বিশ্ব গেল ভুলি'।

একদিন নারদেরে শুধায় সে: "বলো মুনি, কোন দেবতারে আরাধিলে
আশু বর হয় লাভ? কোন্ জপে হয় তূর্ণ গূঢ় আশা পূর্ণ এ নিখিলে?"
কহিল দেবর্ষি: "বৎস! বিষ্ণুসিদ্ধি মনে রেখো দুরূহ, সে কাঁটাপথে ডাকে,
বহু ত্যাগ, দীনতার পরে তরি' অন্ধকার মিলে তার আলো। অনুরাগে
শ্রবণে কীর্তনে ধ্যানে বিনির্মল আত্মদানে তবে হয় কৃপালাভ তাঁর:
যদি হও ত্বরমাণ যাও শিব-সন্নিধান—আশুতোষ উপাধি যাঁহার।
সরল বিশ্বাসে বিভু সহজে প্রসাদ দান করেন উচ্ছলি': তপস্যায়
ধরা দেন সুমধুর—তাই বৎস সুরাসুর সহজেই শৈব সিদ্ধি পায়।
স্বভাবে মহানুভব রুদ্র, তাই প্রার্থী তাঁরে দেয় যদি দুঃখ—ভুলি' তার
অন্তহীন অত্যাচার—করেন গ্রহণ সুখে পূজারীর অর্ঘ উপচার।
রুষ্ট হ'লে ভালে তাঁর অগ্নি করে ছারখার—পুষ্পধনু তাই তনুহীন!
কিন্তু কূট আচরণ জানে না সে, যে সরল—ভোলানাথ তাহারি অধীন।"

শুনিয়া কেদার তীর্থে করিল প্রয়াণ বৃক—বরিতে তপস্যা অতি ঘোর:
আপন দেহাঙ্গ দিয়ে অনলে আহুতি দৈত্য সাধে কৃচ্ছ্র ভয়াল কঠোর
সপ্তম দিনের অন্তে লেলিহ কৃপাণ ল'য়ে ছিন্ন করি' মুণ্ড আপনার
চাহিল সে অর্ঘসম অর্পিতে পিনাকি-পদে—রাখি' অভিসন্ধি গুপ্ত তার
মহামতি শিতিকণ্ঠ স্থণ্ডিলের অগ্নি হ'তে হ'য়ে অভ্যুত্থিত করুণায়
বন্দী করি' বাহু তার কহিলেন প্রেমভরে: "কেন বৎস মৃত্যু-সাধনায়
ধাও হেন? যবে আমি আশুতোষ—দিনযামী শুধু জল বিল্বপত্র ধরি'
অভয় বরদ-করে অনুদিন ভক্ততরে প্রণয়ের প্রসাদ বিতরি?
আমি প্রেম-জলধর—বর্ষি নিতি প্রিয়ঙ্কর আনন্দ-আসার বরদানে। *
কোন্ বর চাও বলো? রাখো খড়্গ, আত্মঘাতী কেন হও উগ্র অভিমানে?

কহে কৃতাঞ্জলি দৈত্য: "ভগবান্! ধন্য আজি মোর জনম ভবে।
তোমার দর্শন লভিনু তাই—হেন কৃপা অহৈতুকী স্মরণে রবে।
শুনেছি শিশুকাল হ'তে শ্রীতনু তব অমল-উজ্জ্বল অগ্নিসম,
জানিত কে বা নাই তাপ এ-অনলের—আলো বিলাও শুধু হে নিরুপম!
চন্দ্রভাল তুমি তাই হে সুন্দর শুভঙ্কর, কোথা দোসর তব—
লীলায় মহিমায় অমর সুষমায় হে সনাতন প্রভু পুনর্ণব!
দেবতা অভিমানী, নিয়ত চায় স্তব—অহেতু প্রেমে তুমি অংশুমালী,
যে যেথা কাঁদে ব্যথা-নিশীথে শঙ্কায়—উদয় হও তব অভয় জ্বালি'!

---

* তমাহ চাঙ্গালমলং বৃণীষ্ব মে যথানিকামং বিতরামি তে বরম্।
প্রীয়েয় তোয়েন নৃণাং প্রপদ্যতাম্-অহো ত্বয়াত্মা ভৃশমদ্যতে বৃথা ॥
(৮৮।২০)

যেথায় সম্পদ—সেথায় নাই তব শান্ত কারুণিক কান্ত ভাতি।
যেথায় দুর্যোগ দাহন দম্ভোলি—মুক্তি-অহনায় বিনাশো রাতি।
যেথায় অকরুণ গরল-উদ্‌গার—সাধিয়া করো পান পরের তরে,
দেবতা তরে রাখি' অমৃত উর্বশী, আত্মারাম রাজো শ্মশানচরে,
মরণে জীবনের নব রূপান্তর আনিতে লীলা তব চির-অমেয়,
ভক্তাধীন! মানো নিয়ত পরাজয় ভক্তপাশে—হ'য়ে অপরাজেয়!
দেবতা দেবীদেহ ঢাকে অলঙ্কারে—ভবানী শুধু ভবে ভূষণহীনা:
তবু কে বিজয়ার সমান—মরণেও যে-সতী রয় শিব অঙ্কলীনা,
ছাড়ি' যে পার্থিব শ্রীতনু পতিবরে হিমালয়ের ঘরে জনম লভে!
দেবতা চায় নিতি নূতন দয়িতায়, কে তোমা সম একনিষ্ঠ রবে?
সকলি জানি—তবু দেখিতে চাই প্রভু বিভূতি তব কত শক্তি ধরে।
জনশ্রুতি শুনি' মুগ্ধ হ'য়ে নাথ জিজ্ঞাসুর মন কভু কি ভরে?
তাই হে সর্বেশ, আমারে দাও বর—যাহারি শিরে আমি রাখিব কর,
লুটাবে তারি শির ছিন্ন হ'য়ে ভূমে—শাসিব দুর্জনে নিরন্তর।"

কহিল বিস্মিত গিরিশ: "হে অসুর! চায় তপস্বীরা শ্রেয় বা প্রেয়,
কেহ বা চায় সুখ, কেহ বা ধন জন রমণী—হেন বর চায় নি কেহ!
দণ্ড দুর্জনে দিয়া কী সন্তোষ?—যে-বর আনে সুখ—চাও না কেন?
দীর্ঘ এ-জীবনে দেখি নি কারো মনে জাগিতে অদ্ভুত বাসনা হেন!"

কহিল বৃক নমি': "বিশ্বে বহুমুখী প্রকৃতি দিন দিন কত না প্রভু
সৃজিছ লীলাময় চিরবিচিত্র হে! কে পায় পার বলো তোমার কভু?
আমার মনে হেন বাসনাবীজ কেন বুনিয়া মহীরুহ করিলে তুমি—
আমি কি জানি হায়? আমার মনে শুধু উঠিতে একই বীজ চায় কুসুমি'।

আমার সাধ শুধু জানিতে—দেবদেব সকল বর দিতে পারে কি হারে ?
শুধায় যবে প্রাণ, উজলে সমাধান আলোক-রূপে কিনা অন্ধকারে ?
অন্য বর তাই চাই না আমি—যদি না দাও এই বর—এ-শির নাথ
লুটাবে পায়ে”—বলি' উঠায় অসি বৃক করিতে আপনার মুণ্ডপাত।

উদার ধূর্জটি মুগ্ধ বিশ্বাসে বলিল হাসি' : “হোক তাহাই তবে :
যাহার শিরে তুমি রাখিবে কর তার স্কন্ধে নাহি আর মুণ্ড রবে।”
বলিয়া দিল শিব সর্পে সুধা সম অসুরে দেববর সরল মনে।
বৃক বরদ-শিরে রাখিতে কর ধায় গৌরী-হরণের আকিঞ্চনে।
মহাবিপন্ন সে-অমর কারুণিক তিন ভুবনে ধায় মরণভয়ে,
অসুরও কামচারী মহেশে অনুসরে।

স্বর্গে দেবগণ সভয়ে কহে :

“এ-হেন দুর্যোগে তারিবে কে দিশারি !—দিল যে বর বিভু সত্য-ব্রত !
কেমনে সে-প্রতাপ মিথ্যা হবে—হ'ল তাঁহারি প্রসাদে যে অব্যাহত !
এ কোন্ অঘটন অভাবনীয় ! ব'লো মরিবে কোন্ মুখে মরণজয়ী ?
মরিলে ভূতনাথ কে দিবে জীবগণে আশিস মরণের ঊর্ধ্বে রহি' ?
কে দিবে দেবতায় যজ্ঞভাগ আর—শাসনভয় রবে কাহার মনে ?
জীব ও শিব মাঝে দান-ও-প্রতিদান-সূত্রে কে বাঁধিবে বিশ্বজনে ?”
করিয়া মন্ত্রণা শিবেরে ল'য়ে সাথে হরিচরণে পড়ে দেবতা সবে।
দানবো ধায়—তারে সুদর্শন দেয় বাধা। সে গোলোকের দ্বারে নীরবে
রহে প্রতীক্ষায়—কোথায় যাবে শিব ? তরুছায়ায় বসি' অসুর হাসে।
গোলোকে দেবগণ অনাথসম নাথে জানায় নিবেদন করুণ ভাষে :

"মোরা ভিখারি দুয়ারে তব কমলাপতি !
তুমি না রাখিলে সংকটে কোথায় গতি ?
দেখ শিব পিনাকী
ধায় প্রাণের লাগি'
হ'লে দেবতার অপঘাত—কেমনে ভবে
বলো অমৃত-অঙ্গীকার বাঁচিয়া রবে ?

"শুধু নহে অপঘাত—বলো হেন অপমান
হ'তে দেবতারে কে করিবে আজি হায় ত্রাণ ?
হ'লে শিবের নিধন ?
রবে কে চিরন্তন ?
মুখ দেখাতে মরিব না কি আমরা লাজে ?
কেবা কাণ্ডারী তুমি বিনা—তুফান মাঝে ?

"শুনি এ-সকলি লীলা তব ওগো লীলাময় !
তবু পুছি : এ কেমন লীলা ? দেবেশেরো ভয় !
আর কে সে বিভীষণ ?
যার না আছে সাধন,
বল, প্রতিভা, শকতি—শুধু বরি' ছলনা
আজি কেমনে অকুতোভয় হ'ল বলো না !"

কহে শিবেরে শ্রীহরি : "ছল—সেও আমারি
লভি' সন্ধান যার আজ জয়ী দেবারি '
ছল সাথে কভু হয়
প্রেম- আঁখি-বিনিময় ?
বলো আলো কি পরায় মালা কালোর গলে ?
আজো জানো না কি করুণায় ভোলে না ছলে ?

"তাই দীক্ষা আমার নয় বিমূঢ়তারি :
আমি ছলী সাথে নিতি হই ছলবিহারী।
যার জানো না মতি
বর চাহে সে যদি
দিবে তাহারে কি অধিকার অবাধ হেন ?
আছে কাঁটায় কুসুমে ভেদ—শেখো না কেন ?"

বলিয়া শ্রীহরি লভিল কিশোর ব্রাহ্মণ-রূপ—বৃক যখন
বৈকুণ্ঠের অদূরে দাঁড়ায়ে করে প্রতীক্ষা হৃষ্টমন।
"কেমন !" হাসে সে মনে মনে : "শিব অমর হ'য়েও মরিবে আজ
দিব প্রতিশোধ বহু অসুরের মরণের আমি অসুররাজ।
হবে পার্বতী দয়িতা আমারি—দেব দেবী সবে গাহিবে 'জয়'!'
আসুরী ছলনা কী শক্তি ধরে—"
সহসা দেখে সে জ্যোতির্ময়
দাঁড়ায়ে কান্ত ব্রাহ্মণ—প্রেমে বিশ্বাসে ভরা দুটি নয়ন !
দেখিয়া মুগ্ধ চেয়ে রয় বৃক।
কহে দ্বিজ : "তুমি কে গো সুজন ?
কার পথ চেয়ে ? কি ভাবিছ ? হেথা গোলোকের কাছে এলে কেমনে ?
ক্লান্তের সম দেখি কেন সখা ? এসেছ কাহার অন্বেষণে ?

ভরে প্রাণ হেরি' কান্তি তোমার। কে তুমি বন্ধু? কী সুন্দর
সরলতা ভরা আঁখি তব! আমি কে? রসাতলের গুপ্তচর।
ব্রাহ্মণবেশ ধরিয়া এসেছি আসুরী সাধনা-সিদ্ধি তরে!
তোমারে অসুর বলি' মনে লয়—তাই বুঝি প্রেম হৃদয়ে ক্ষরে!
স্বর্গের এক গুপ্ত কাহিনী বলিতে তোমারে চাহি ধীমান্!
রসাতল হবে দেবনিহন্তা কোন পথে—দিব সে-সন্ধান
যদি তুমি হও সহকারী। হবে? ভালো, শোনো তবে, শুধু হে বীর,
মন্ত্রগুপ্তি চাই আগে—জয় তারি কিঙ্কর—যে অনধীর।"

শুনি উল্লসি' কহে বৃক তারে মহেশের বরদানের কথা:
"গৌরী আমার বহুবাঞ্ছিতা—মরি কী মোহন সে-তনুলতা!
নিষ্কৃতি কোথা পাবে শিব—যবে রাখিব তাহার শিরে এ-কর?
নাই নাই তার নিস্তার আর—দিয়াছে যখন আমারে বর।"

বলে ব্রাহ্মণ গোপনে: "কিন্তু উমাপতি মহাছলনাময়।
বরদানে তার নাই অধিকার আজ আর। সবে গাহিত জয়
শিবের যেদিন বন্ধু, সেদিন—শুধু স্মৃতি আজ: তোমারে আনি'
হেথায় মিথ্যা বর-লোভে চায় বধিতে তোমারে আমি যে জানি।"

"মিথ্যা বর সে দিয়েছে? দেবেশ?" সন্দেহে বৃক তারে শুধায়।

"দেবত্ব তার লুপ্ত, দক্ষ-শাপে সে যে আজ পিশাচ হায়!

সকলেই জানে একথা। তোমারে করি সাবধান—সর্বনাশ
হবে তব—যদি শিরে তুমি তার রাখো হাত। তারি পুরিবে আশ:
জটায় তাহার আছে সুগোপন ফণী—দংশনে সাধিবে তব
সংহার, সখা, সত্যই কহি—নহে নহে আর দেবতা ভব।
বিশ্বাস যদি না হয়—প্রমাণ অতীব সরল—শিরে আপন
রাখো না শ্রীকর—রবে সে অচল—চিনিবে তাহার প্রবঞ্চন।
স্বভাবে সরল তুমি, তাই আজো জানো না দেবতা কুটিল কত:
সত্যনিষ্ঠ তুমি, দেবগণে তাই মনে করো সত্য-ব্রত।"

মোহন ভাষায় ভুলি' বিমুগ্ধ আপনার শিরে রাখিল কর:
অমনি মুণ্ড লুটালো ভূতলে।
"জয় জয় হরি শুভঙ্কর!"
গাহিল তাপস মুনি ঋষি দেব দেবী: "জয় জয় হে নারায়ণ!
ছলনা যাহার চরণাশ্রিত, কে পারে করিতে তারে ছলন!"

শিবে কহে হরি: "হে জগদ্‌গুরু, তব পায়ে করে যে অপরাধ
আপন পাপে সে মরে মূঢ়, লীলা কে জানে তোমার বিশ্বনাথ!" *

* অহো দেব মহাদেব পাপোঽয়ং স্বেন পাপ্‌মনা ॥
হতঃ কো নু মহৎস্বীশ জন্তুর্বৈ কৃতকিল্বিষঃ।
ক্ষেমী স্যাৎ কিমু বিশ্বেশে কৃতাগস্কো জগদ্‌গুরৌ ॥ (৮৮।৩৯)

শ্রীদাম

নৃপতি পরীক্ষিৎ কহে শুকদেবে : "প্রভু, মুকুন্দ-মহিমার তুলনা
কোথা বলো ত্রিভুবনে ? যত শুনি—জাগে মনে
আরো তৃষা শুনিবার। বলো না
কীর্তি-কাহিনী তাঁর, পুণ্য জনশ্রুতি, রাজা হ'য়ে যে দীনের বন্ধু,
বিশ্বের বল্লভ হ'য়ে নিতি নিঃস্বে যে করে সেবা, করুণার সিন্ধু !
বিভব রাজ্য ধন, গৌরব অগণন, নারী-সম্ভোগ, যশ বিক্রম
বৃথা যে জেনেছে—তার অতৃপ্ত তৃষ্ণার বারি কোথা বসুধায় ? 'ভ্রম ভ্রম
কে বলে তাহার কানে !—অন্তর-আশা হয় বঞ্চিত মায়ামৃগ-মায়াতে !
বিলাসের দীপালিকা মনে হয় প্রহেলিকা, কায়াতৃষা মিটে কভু ছায়াতে ?
বাণীর কৃতার্থতা হরিগুণগানে, কর সার্থক—তাঁরি প্রিয়কর্মে।
মনের মুক্তি তাঁরি মননে—আসীন যিনি জীবনের চলাচল-নর্মে।
শ্রবণের কোথা সুখ যদি সে না করে পান কেশব-কথামৃত-ঝংকার ?
অচল ও চল এই দ্বৈত মূরতি তাঁর নমে নি যে আজো—ধিক্ শিরে তার
যে-আঁখি দেখে না তাঁর এ-যুগল ভঙ্গিমা—দর্শন তাহার বিষণ্ণ
যে-অঙ্গ উচ্ছলি' বৈষ্ণবচরণের জলে করে স্নান—সে-ই ধন্য।" *

ভগবান্ বাসুদেবে মগ্ন করিয়া মন ক্ষণিক মৌন মুনি ধরিয়া
নয়ন উন্মীলিয়া কহে গদ্‌গদ-স্বরে ভক্ত শ্রীদাম-কথা স্মরিয়া :

---

* স বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥
শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥
(৮০।৩,৪)

ভাগবতী কথা

গুরুগৃহে জনার্দন করিত যবে বাস
বাল্যকালে—গুরুভ্রাতা শ্রীদামও সাথে তার
গুরুর সেবা, ব্রহ্মচারী, করিত হ'য়ে দাস
গুরুচরণে—সে-তরণীতে তরিতে পারাপার।

আঁধারঘেরা দুরভিসারে প্রার্থি' চির-আলো
শ্রীদাম চিনি' মাধবে তার দেবতা দয়াময়,
জীবন মায়া জানি' বাসিল মায়াময়েরে ভালো ঃ
হৃদয়ে যার মূর্তি—গাহি' কণ্ঠে তারি জয়।

গৃহাশ্রমে লভিল প্রেমী বনিতা কমনীয়া,
অকিঞ্চন ধরিতে দোঁহে কায়ক্লেশে প্রাণ,
ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণের পতিব্রতা প্রিয়া
ভাবিত ঃ "হবে দারিদ্র্যের কবে যে অবসান !"

একদা রমা কহিল ঃ "তব বন্ধু মহীয়ান্
দ্বারকানাথ। চরণে তাঁর করিয়া প্রণিপাত
বিত্ত চাও—আপনারে যে ভক্তে করে দান
দিবে না সে কি ধন তোমারে পাতিলে তুমি হাত ?"

কুণ্ঠিত শ্রীদাম। কহিল সাধ্বী বারবার ঃ
"যাচিলে তাঁর কাছে কী দোষ—যিনি নিখিলপতি ?"
"তাহাই হবে," বিপ্র শেষে কহিল, "দ্বারকার
রাজদ্বারে প্রার্থী হব—তোমারি তরে সতী !

"শুধু, এখন বলো কী আছে গৃহে করুণাময়ী,
অর্ঘ তারে দিবার ?" কাঁদি' গৃহিণী সুমলিন
উত্তরীয়ে বাঁধিয়া দিল চারিটি মুঠি খই।
শ্রীদাম জপে : "দর্শনের এল পরম দিন,

"ধন্য হবে জীবন। শুধু দৃষ্টিবরই যার
বিত্ত হ'তে বিত্ত—হাসি যাহার আলোময়—
নির্দিশায় দেখায় দিশা—লভি' চরণ তার
মিলিবে মোর মর জীবনে পাথেয়—বরাভয়।"

কে বলে তবু : "শ্রীপতি যিনি তাঁহার কাছে হায়
চাহিবে ধন !—যাঁহারে বরি' গরল হয় সুধা,
পাতিবে হাত তাঁহার কাছে ধনের লালসায়—
না করি' নিবেদন প্রাণের চির-প্রেমের ক্ষুধা !"

প্রিয়ার দেখি' জীর্ণ তনু নিত্য উপবাসে
কহে উদাসী স্বগত : "হরি ! ক্ষমিও অপরাধ :
পতিব্রতা প্রার্থে ধন পতিসেবারি আশে :
আপন সুখ তরে তোমারে ডাকে না সে তো নাথ !"

* *   * *
*   *

দীপোজ্জ্বল দ্বারকায় দিনান্তে যখন উত্তরিল
অর্থী পান্থ পথক্লান্ত, ধূলিধূসরিত—সে মানিল
সমুদ্র-মেখলা রাজপুরী দেখি' অপার বিস্ময়,
প্রাসাদ-তোরণে আসি' উদ্‌ভ্রান্ত ডাকিল : "কৃপাময় !

কোথা তুমি ? কোন্ পথে মিলিবে তোমার দেখা নাথ ?
তোমার মন্দিরমুখী পূজারীর ধরো এসে হাত।”

রুধিল না পথ দৌবারিক। বিপ্র দুরু-দুরু-হিয়া
চাহিল দক্ষিণে বামে···অগণন বাতায়ন দিয়া
বিচ্ছুরায় নানাদ্যুতি দীপরশ্মি !···
কোন্ কক্ষে তিনি ?
মঞ্জুল মূর্ছনা ভেসে আসে···কভু অপূর্ব কিংকিণি !
ভেসে আসে পদ্মগন্ধ···বামাকণ্ঠে হাসির লহরা···
ক্ষণে ক্ষণে শোনা যায় মুরজ মুরলী সপ্তস্বরা···
ষোড়শ সহস্র প্রিয়া যাঁর সেবার্থিণী রাত্রিদিন,
সে-রাজাধিরাজ আজ কার পুণ্য পর্যঙ্কে আসীন ?
“যার পথ সে-তুমিই আনো প্রভু পথান্তবারতা
মিলিবে দর্শন যেথা—”
জপিতেই কে ও কহে কথা :
“সম্মুখের কক্ষদ্বারে চাও হে অন্বেষু একবার।”
চমকিয়া দেখে পান্থ স্বয়ং পীতাম্বর তাঁর
শয্যায় রুক্মিণী সাথে মগ্ন প্রেমালাপে ! সেথা হায়
দীন ভিক্ষু কেমনে পশিবে ? বিপ্র ফিরিয়া দাঁড়ায়···
“এসো এসো এসো বন্ধু !” চমকিয়া উঠে সে বিস্ময়ে !—
সেই পরিচিত স্বর···ডাকে বাল্য সতীর্থ প্রণয়ে !
মুহূর্তে রুক্মিণী আসি’ করে তার চরণে প্রণাম।
জগন্নাথ টেনে লয় তারে বক্ষে : “এসেছ শ্রীদাম !

কোথা ছিলে এতদিন ? দাও নি দর্শন, শুনি, কেন ?
আশঙ্কা কী হেতু ? বুঝি দেখি' মোর রাজৈশ্বর্য হেন ?
শৈশবসুহৃদ ! আমি তোমার কাছে তো রাজা নহি।
ভুলে কি গিয়েছ সেদিনের কথা—কিশোর প্রণয়ী
যেদিন আমরা দোঁহে গুরুগৃহে করিতাম বাস,
গল্পে পাঠে বিচরণে নিত্য লভি' বিচিত্র বিলাস
অদ্বিতীয় অভিসারে ?—কুণ্ঠা কেন ? বোসো শয্যা 'পরে।"

রুক্মিণী আপনি আনি' সুরভিত বারি শ্রদ্ধাভরে
ধৌত করি' দিল তার ধূলিধূসরিত পা-দুখানি।
স্নিগ্ধিয়া চন্দনে অঙ্গ শ্রীকরে ব্যজনী ল'য়ে রাণী
বসিল চরণতলে। মৌন রহে শ্রীদাম লজ্জায়,
দেখি'—মুকুন্দের চক্ষে দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু ভায়।
পুরনারী যত ছুটে আসি'—দেখি' অতিথিরে ম্লান
শুধায় পরস্পরে : "কে এ অবধূত ভাগ্যবান্
যারে দেখি' শ্রীনিবাস ছাড়ি' লক্ষ্মী শয্যাসঙ্গিনীরে
অগ্রজের মানদান করে হেন আনন্দ অধীরে !" *
শুনিয়া ব্রাহ্মণ আরো মাটিতে মিশায় কুণ্ঠাভরে।

---

* কিমনেন কৃতং পুণ্যমবধূতেন ভিক্ষুণা।
শ্রিয়া হীনেন লোকেঽস্মিন্ গর্হিতেনাধমেন চ ॥
যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীনিবাসেন সম্মতঃ।
পর্যংকস্থাং শ্রিয়ং হিত্বা পরিষ্বক্তোঽগ্রজো যথা ॥

কেশব ধরিয়া কর কহে হাসি': "বন্ধু, মনে পড়ে
কী আনন্দে গুরুগৃহে মোরা দোঁহে যাপিতাম কাল ?
কেমনে আশিসে তাঁর লুপ্ত হ'ত আঁখির আড়াল ?
জয় গুরু-জয় ! আহা, সকল দৃষ্টির উৎস যিনি,
সে-নয়নবর বিনা কে কবে অচিনে লয় চিনি'
তরি' অমা বরি' দৈবপ্রভা—যার চমকে চিন্ময়
হেরি' জড়বিশ্ব—হই সে-অনন্ত সম্বিতে তন্ময় !
যাগ যজ্ঞ তপ দান—সবচেয়ে গুরুসেবা যাঁর
দীক্ষায় জেনেছি শ্রেষ্ঠ—তাঁরে মনে আছে তো তোমার ?

"আরো মনে পড়ে কি সে-ভয়ঙ্কর দিনের কাহিনী
পাঠালেন আমাদের যে-সায়াহ্নে আচার্য-গৃহিণী
সমিধ্ আনিতে বন হ'তে ? যবে সেই ম্লানালোকে
নামিল মুষলধারে শিলাবৃষ্টি—দারুণ দুর্যোগে
দিগ্‌ভ্রান্ত আমরা দুটি প্রাণী পেয়ে ভয়, গুরুভার
অরণী-বহিয়া-ক্লান্ত ধরিলাম হাত—চারিধার
জলে ঊর্মিময় যবে—মনে পড়ে ? গুরু সান্দীপনি
অবশেষে অন্বেষিতে সেই বনে এলেন আপনি ?
ভুলিব কি কোনোদিন তাঁর সেই গাঢ় সম্ভাষণ
গভীর অরণ্যে : 'বৎস ! বহু দুঃখ পেলে অকারণ।

---

* কচ্চিদ্ গুরুকুলে বাসং ব্রহ্মন্ স্মরসি নৌ যতঃ।
দ্বিজো বিজ্ঞায় বিজ্ঞেয়ং তমসঃ পারমশ্নুতে ॥

যে-দেহ সবার প্রিয় তার বিপদেরে তুচ্ছ করি'
বহিলে সমিধ্‌ভার পরস্পরের হাত ধরি'।
হেন ছন্দে শিষ্য যবে করে তার আত্মনিবেদন
গুরুর সেবায়—তার জেনো আর নাহি প্রয়োজন
কৃচ্ছ্র তপস্যার—সর্ব সিদ্ধি তার করতলগত।
আশীর্বাদ করি—হও আপ্তকাম তোমরা সুব্রত!
আজি হ'তে তোমাদের সত্য হোক বেদ-জ্ঞানার্জন,
ইহ-পর-লোকে হোক পূর্ণ আশা—সফল তর্পণ।' *

"আজ ফিরে আসে বন্ধু, তোমাকে দেখিয়া বারবার
গুরুগৃহস্মৃতি—যবে ছিলাম আমরা শিষ্য তাঁর :
করুণা তাঁহার কত!—আজো কি স্বরূপে তাঁরে চিনি
বরে যাঁর শিলাবক্ষে উচ্ছলিয়া ধায় নির্ঝরিণী!"

কহিল শ্রীদাম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে : "ওগো লীলাময়!
যে-তুমি নিখিলসাথী, তার সাথী হ'য়ে দিনরাত
ছিল যে শ্রীগুরু-গৃহে—কোথা বলো অপূর্ণতা তার?
না চাহিতে সত্যকাম ধরে হাত যার কামনার
কী রহে অলব্ধ তার এ-জীবনে বাঞ্ছাকল্পতরু!
তুমি যার ফলশ্রুতি—তার কাছে মরণের মরু

---

* অহো হে পুত্রকা যূয়মস্মদর্থেঽতিদুঃখিতাঃ।
আত্মা বৈ প্রাণিনাং প্রেষ্ঠস্তমনাদৃত্য মৎপরাঃ॥
ইয়দেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ॥

দাহ তাপ শোক যত লুপ্ত কি গো নহে চিরন্তরে ?
শুধু প্রভু, হাসি পায়—যবে তুমি করো গাঢ়স্বরে
গুরুর মহিমা-গান—স্বয়ং জগদ্‌গুরু হ'য়ে।
যত মূঢ় হই নাথ, জেনেছি-যে তোমারে প্রণয়ে :
মানবের রূপ তুমি ধরো—শুধু তারি দীক্ষাতরে,
তাই তার রীতিনীতি বরিলে অসীম স্নেহভরে
তারেই দেখাতে পথ। আমাদের অন্ধ তমসায়
জন্ম তব হে অনাদি—আনিতে নিশান্ত করুণায়।"

হাসিয়া কেশব বলে : আমার কীর্তির কথা থাক—শুনি তোমার কাহিনী।
করেছ বিবাহ ? বলো।" শ্রীদাম নীরব। কহে
রঙ্গনাথ : "চিনি সখা, চিনি
দাম্পত্যের চিহ্ন : তব জায়া পুণ্যবতী, আর পতিব্রতা যাপে তার ব্রত।
তুমি মুক্তিপান্থ, তাই অন্তর তোমার ভাই বাসনায় আজো অনাহত।
স্বভাব-নিষ্কাম তুমি বলি' ছিল আশা তব—আদর্শ গৃহীর ছবিখানি
হ'য়ে বিরাজিবে দোঁহে লালসা-উদ্‌ভ্রান্ত মর্ত্যে প্রচারিয়া নির্বেদের বাণী।
নহে কি ? নীরব কেন ?—বলো তবে, উপহার কী এনেছ আজ মোর তরে ?
হোক না সে তুচ্ছ দীন, তবু ভক্ত যবে দাতা—দেবতারো চিত্ত ওঠে ভ'রে।
অভক্তের ভূরিদান চায় বলো কার প্রাণ ? তোমা সম প্রেমিক সুজন
যাহা দেয় উপহার পত্র পুষ্প উপচার—করি আমি সাদরে গ্রহণ।
ব্রাহ্মণ আলজ্জ মুখে তবু মৌন রহে : দিবে কেমনে সে নিখিলের নাথে
দুই মুঠি খই, বাঁধা শতচ্ছিন্ন উত্তরীয়ে ?—"নাই" বলিতেও প্রাণ কাঁদে !

ভাবগ্রাহী জনার্দন মুহূর্তে জানিয়া তার অপ্রসাদ—কহে আচম্বিতে :
"এই তো রয়েছে বাঁধা উত্তরীয়ে—পুণ্যশীলা সেধেছিল আমারে যা দিতে।
বলিয়া খুলিয়া গ্রন্থি—করিল গ্রহণ খই এক মুঠি আনন্দে উচ্ছলি'।
আরো নিতে যায় যবে—হাসিয়া ধরিয়া হাত কহে রাণী : "হে কথাকুশলী!
আর কেন ? যার তুমি গ্রহণ করেছ অন্ন একমুঠি—চিরধন্য সে-যে
ইহকাল-পরকালে নিত্যধনে-বিত্তবান্—তুমি যার প্রার্থী হও যেচে।"

সে-রাত্রি যাপিয়া অচ্যুত-মন্দিরে লভিল ব্রাহ্মণ স্বর্গীয় শান্তি।
মর্ত্যের ক্রন্দন গেল দূরে পলে—জাগরণে যথা দুঃস্বপ্ন-ভ্রান্তি।
পরদিন সাথে সাথে হরি তার কিছুদূর চলি' কহিল : "মিত্র!
আজিকে বিদায়। হবে দেখা হবে—নিয়তির লীলা অতিবিচিত্র!
কতদিন পরে এলে দ্বারকায়, ছিল আকিঞ্চন তোমার চিত্তে,
অমৃত-সন্তোষে-সুখী অকিঞ্চন! চাহিলে না তাই বুঝি অনিত্যে?
ঔদাস্যের বরে লভিলে কৌস্তুভ, আশা-বিসর্জনে জিনিলে মুক্তি :
ত্যাগের তর্পণে ভোগের সন্ধান, ক্ষুধার লিপ্সায় সুধার লুপ্তি।"

চলে পান্থ একা, আনন্দে-অধীর, সম্ভাষিয়া মনে মনে : "হে বন্ধু!
সখা ব'লে কোল দিলে অকিঞ্চনে হ'য়ে সর্বেশ্বর প্রসাদসিন্ধু!
কোথা আমি দীন মূঢ় পাপী—কোথা তুমি শ্রীনিবাস জন্মসিদ্ধ!
তবু আলিঙ্গন করিলে আমারে—হে ত্রিলোকপতি অপাপবিদ্ধ!
প্রাণাধিকা তব মহিষী রুক্মিণী পর্যঙ্কে আমারে চরণ বন্দি'
করিল ব্যজন কত স্নেহে—দিল উপহার মালা বৈজয়ন্তী!

* কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥

শুধু ধন মোরে দিলে না মুকুন্দ, পাছে ধনাগমে হই প্রমত্ত
অনন্ত করুণা প্রকাশিলে তব হেন ছন্দে বুঝি ! বিষয়াসক্ত
যায় ভুলে হায় পরমার্থ—তাই ঘুচালে না মোর চিরদারিদ্র্যঃ
জন্ম জন্ম যেন পাই দীননাথ, তব পদধুলি মহাপবিত্র।"

চিন্তামগ্ন বিপ্র ধীরে ধীরে
গ্রামে তার উত্তরিল আসি'···
চমকি' সে উঠিল সহসা
দেখি' এক নয়ন-উল্লাসী
অপূর্ব প্রাসাদ ঝলমল···
চারিদিকে হ্রদ ও নন্দন···
মরাল সেথায় করে কেলি···
অলিকুল করে গুঞ্জরণ !
সুন্দর বীথিকা দুলে দুলে
নিমন্ত্রণ করে যেন তারে
পুষ্পগন্ধ ভেসে আসে···বাঁশি
বেজে ওঠে নূপুর-ঝঙ্কারে !
ছিল তার কুটীর যেথায়
মর্মর-প্রাসাদ যায় দেখা :
স্বর্ণাক্ষরে চূড়ায় যাহার
"স্বাগতম্" রহিয়াছে লেখা
সমীপে আসিতে—সসম্ভ্রমে
সুদর্শন কিংকর কিংকরী
নমে তারে—তার পরে কে ও
পুলকে উঠিল কলম্বরি' !

এসো নাথ"—বলে পতিব্রতা :
　　"পোহালো মোদের দুঃখ-নিশা—
সেই ঐন্দ্রজালিকের বরে :
　　অকূল পাথারে এল দিশা।
চেয়েছিলে তুমি ধন—তাই
　　দিল সে তোমারে ইন্দ্রালয়—"

কহিল শ্রীদাম : "ভাগ্যবতী,
　　এ তোমারি প্রার্থনার জয়।
চাহিতে পারিনি আমি ধন,
　　সরিল না মুখে মোর বাণী,
তোমার ক্রন্দন অন্তর্যামী
　　দূর হ'তে শুনেছেন—জানি।
তুমি করেছিলে আকিঞ্চন
　　ধনজন—মোর সুখ লাগি' :
না চাহিতে তাই দিল হেন
　　দুর্লভ সম্পদ সে-বৈরাগী।"

কহে প্রিয়া হাসি' : "হে বল্লভ!
　　তার কাছে প্রার্থিতে কি হয়?
বিশ্বে তবে যারা কণ্ঠহীন
　　কৃপা কি তাদেরো তরে নয়?

বন্ধ্যা ভূমি নিষ্ফল লজ্জায়
　　চেয়ে থাকে আকাশের পানে,
চাহিতে পারে না বৃষ্টিবর,
　　বরদ আকাশ তাহা জানে।
গায় তাই সে বরষা-তালে
　　ফল-ফুল-জাগানিয়া গান,
করুণা যাহার অহৈতুকী
　　অমানীরে দেয় যে সে মান।”

কহে বিপ্র: “সত্য ভক্তিমতী!
　　পদে পদে ভুলি মোরা হায়—
অন্তর্যামী কান পাতে এসে
　　অন্তরের মৌন বেদনায়।
শুধু এ-প্রার্থনা—আর যেন
　　না ভুলি সে-চিরদানেশ্বরে:
ভোগ মাঝে যেন নিত্য রহি
　　অনাসক্ত, জানি—তাঁরি তরে
পার্থিব সম্পদ যশ মান
　　দাস দাসী—সকলি তাঁহার:
যাহা লভি—সেথা পড়ি' বাঁধা
　　না হারাই শ্রীচরণ তাঁর—
বিশ্বপতি হ'য়ে যে প্রণয়ে
　　কোল দেয় নিঃস্বতম দাসে,
সর্বজয়ী হ'য়ে যে মানিল
　　অধীনতা—অধীনের পাশে।”

একাদশ স্কন্ধ

I saw the King of kings descend
 the narrow doorway to the dust
With all his fires of morning still,
 the beauty, bravery and lust
And yet He is the life within
 the Ever-living living Ones,
The ancient with eternal youth,
 the cradle of the infant suns,
The fiery fountain of the stars,
 and He the golden urn where all
The glittering spray of planets
 in their myriad beauty fall.

(Krishna— *A poem by A. E.*)

নেহারিনু রাজরাজে অন্তিমে—শ্মশানে-শয়ান, ধূলায় লীন,
স্তব্ধ জীবন-প্রভাত-মরীচি, শৌর্য সুষমা প্রেম—মলিন।
তবু অখিলের চিরঞ্জীবীর হৃদে জ্বলে তারি অমর প্রাণ,
সে-ই সনাতন, সে চিরনূতন—সৌরজগৎদোলা মহান্—
অর্বুদ-তারা-বহ্নি-গোমুখী, হিরণ্যনীড়—ফিরে যেথায়
স্ফুরৎ-রঙ্গ গ্রহতরঙ্গ কোটি-বিভঙ্গ-রঙ্গিমায়।

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ।
ন ভজেৎ সর্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥ (২।২)

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥
ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্ ।
ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ (২।৫,৬)
শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥ (২।১২)

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ (২।২৯)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব :

অমরোত্তমগণ করে উপাসনা যার
চরণাম্বুজ—সে-মুকুন্দ দয়াল
উপাস্য নহে কার দেহের দ্বীপান্তরে,
চারিদিকে যেথা ঢেউ মৃত্যুভয়াল ? (২।২)

নারদের প্রতি বসুদেব :

দেবতা কখনো দেয় দুঃখ কখনো সুখ
ছায়াময়—আমাদের অনুসরিয়া :
তোমাসম বৈষ্ণব সাধু দীনবৎসল
স্বভাবে অহৈতুকী করুণা-হিয়া। (২।৫,৬)

বসুদেবের প্রতি নারদ :

পরম ধর্ম বলি তারে এ-ধরায়—যার
আদরে, শ্রবণে, পাঠে, অনুমোদনে
মুহূর্তে শুচি হয় অশুচি দেবদ্রোহী
বৈরী যাহারা প্রতি শুভসাধনে। (২।১২)

ঋষিদের প্রতি নিমিরাজ :

যদিও দেহীর তনু ক্ষণভঙ্গুর—তবু
দুর্লভ নরতনু—সে শুভঙ্কর :
সেই শুভ তনুলোকে আরো দুর্লভ গণি—
প্রিয় যারা শ্রীহরির চিরসুন্দর। (২।২৯)

ভাগবতী কথা

নিমিরাজের প্রতি মহর্ষি কবি :

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্-বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ॥
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥

আপন যাহা নয় তাহারে আপন হেন জ্ঞান
নিত্য আনে উদ্বেগ আশঙ্কা অভিমান।
বন্ধনের এ-হেন শত দুঃখ হ'তে ভাই
হরিচরণ-পূজন বিনা অভয় নাই নাই।
বচনে মনে কায়ায় যবে চরণ চাই তাঁরি,
ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি হয় তাঁহারি অভিসারী,
যা-কিছু করি তখন—সঁপি' কর্ম নারায়ণে
হয় সে ভাগবতী সাধনা জানিও এ-জীবনে। (২।৩৩,৩৬)

মায়ায় তাঁর যাহারা হরিবিমুখ—তারা কভু
রাখে না মনে—তাহারা দাস, তিনিই চির-প্রভু।
তাঁহারে করি' নিষ্কাশিত—ভয়ের গ্রাসে হায়
মুহুর্মুহু ভ্রান্তিবশে দুঃখ তারা পায়।
হেন বেদনা-বৈতরণী তারাই শুধু তরে
যাহারা গুরু-দেব-বরণে ভক্তি হৃদে ধরে।
হেন শরণে হরিরে যারা প্রার্থে অভিসারে,
চরণে তাঁর ভক্তি লভে, বিরাগ—সংসারে।
প্রাণে তাদের সহজে ফোটে ভগবানের জ্ঞান,
শান্তি পায় তূর্ণ তারা সকল-সন্ধান। (২।৩৭,৪৩)

নিমিরাজের প্রতি মহর্ষি হরি :

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-দ্ধরিরবশাদভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥

যাঁর চরণের নখমণি হ'তে বিকীর্ণ চন্দ্রিকা
প্রাণতাপ করে শীতল—যেমন ইন্দু স্নিগ্ধ ধারে
দিনান্তে আনে শান্তি—যে-হৃদি সে-হরির আরতিকা
জ্বালায় মনের মন্দিরে, তার দাহ কি থাকিতে পারে ?

আনমনে বলে—"কোথা বল্লভ !"—অমনি সে-আহ্বান
তাঁহার চরণডোর হ'য়ে তাঁরে টেনে আনে লহমায় !
এমন প্রেমে যে আসীন—সে ভাগবতের মাঝে প্রধান,
পাপহারী হরি তার হৃদাসন ভুলেও ছেড়ে না যায়। (২।৫৪,৫৫)

নিমিরাজের প্রতি মহর্ষি পিপ্পলায়ন :

স্ফুলিঙ্গ যথা কভু প্রকাশিতে পারে নাই অগ্নিরে,
পারে না তেমনি প্রকাশিতে প্রাণমন গূঢ় মরমীরে।
শব্দও শুধু তাহার ক্ষণিক আভাস ঝঙ্কারিয়া
যায় থেমে—তার পূর্ণ রূপের আসে না বোধন নিয়া।
চকিতে চমকে লীলাতীত ধরে মূরতি লীলার মাঝে :
অচিরের কাছে সুচিরের রূপ-প্রকাশে নিষেধ আছে। (৩।৩৬)

* হরিরবশাদভিহিতো—এখানে দ ভি হি তিনটি লঘু স্বর আছে—পুষ্পিতাগ্রা ছন্দে এখানে মাত্র দুটি লঘুস্বর থাকার কথা। এ ছন্দপতন-টুকু তাড়াতাড়ি প'ড়ে শুধরে নেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

ভাগবতী কথা

নিমিরাজের প্রতি মহর্ষি প্রবুদ্ধ ঃ

নিত্যার্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥

দিনে দিনে আনে আপন মৃত্যু বহিয়া মনস্তাপ,
দুর্লভ ধন, দুঃখসাধন গৃহসুত তবু চাই!
ভাবিয়া দেখি না আমরা রাজন্—কতটুকু প্রীতিলাভ
হেন ধনজন-আহরণে—যারা আজ আছে কাল নাই!
(৩।১৯)

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্কায়দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥

অচল শ্রদ্ধা চাই ভাগবত শাস্ত্রে নিরন্তর,
অন্য শাস্ত্রে নিন্দাবিরতি। বচনে মানসে প্রাণে
চাই অনলস সত্যাশ্রয়ী নিষ্ঠা শুভঙ্কর,
আত্মদমন, শান্তিসাধনা—সরল নিরভিমানে। (৩।২৬)

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা চেতোমলানি বিধমেদ্‌গুণকর্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং সাক্ষাদ্‌যথামলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ

হে রাজন্, সেই কমল-চরণ কেশবেরে যারা চায়,
বহুবিচিত্র ভক্তিসাধনে—বিদূরিবে তারা আগে
কামনাকর্মজাত মলিনতা যাহারা চিত্ত ঢাকে
আবরণ হ'য়ে। অমল মানস যবে হবে—মহিমায়
ফলিবে সত্য অন্তর্গূঢ়—নির্মেঘ, সুন্দর,
মুক্তনেত্রে যথা প্রতিফলে রবিরাজ অম্বর। (৩।৪০

একাদশ স্কন্ধ

নিমিরাজের প্রতি মহর্ষি করভাজন :

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্—ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

শ্রীহরির শ্রীচরণ-ধেয়ানে যে উন্মন, তাঁহারি ভাবের শুধু ভাবুক যে-উচ্ছল.
হ'লেও ভ্রান্তি তার—করে তারে উদ্ধার অন্তরে জাগ্রত অনুগত-বৎসল।
(৫।৪২)

করিল যারা হরিরে দ্বেষ তারাও অনুদিন
স্মরিয়া তাঁরে বৈরিভাবে লভিল অমলিন
স্বরূপ তাঁর। যাহারা তবে তাঁহারে প্রেমে প্রাণে
বরিবে—তারা লভিবে তাঁরে অচিরে, কে না জানে?
(৫।৪৮)

দ্বারকায় কৃষ্ণের প্রতি দেবগণ :

স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ

চরণকমল তব হে অমল, মোদের অশুচি বাসনা যত
করুক বিনাশ ধূমকেতু করে অশুভে যেমন মরণাহত।
(৬।১০)

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈ-র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্ব্যঃ ॥

বিশ্বমোহিনী দৃষ্টিদামিনী অযুত কামিনী জায়া যাঁহার
চাহিত নাথের প্রসাদ—দেহের শরণোচ্ছল আত্মদানে.
করিত নিয়ত কামনা, তবুও পারে নাই মন মোহিতে তাঁর,
পারেনি চিনিতে পারেনি জিনিতে অপরাজেয় অনঙ্গবাণে।
(৬।১৮)

ভাগবতী কথা

বিলাসিনী পিঙ্গলার উক্তি :

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়
অকামদং দুঃখভয়াদিশোক-মোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেঽজ্ঞা ॥

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥

গহনহৃদিবাসী যে প্রিয় করে দান অমৃতসম্পদ অহেতু করুণায়,
তাহারে ছাড়ি'—ভয়দুঃখশোকাবহ তুচ্ছ নাগরেরে মুগ্ধা নারী চায়।
বন্ধু প্রিয়তম দেহের অধিরাজে চাহিব আমি আজ আত্ম-নিবেদনে,
তাঁহারি শ্রীচরণে রমিব বসুধায়—কমলা যথা রমে গোলোকে হরি সনে
(৮।৩১,৩৫)

আছিল সুকৃতি মোর,—তাই বিষ্ণু প্রসন্ন-প্রদানে
বৈরাগ আনন্দময় সঞ্চারিল বুঝি মোর প্রাণে!
(৮।৩৭)

দুর্ভাগা রমণী প্রাণে চিরদিন পায় দুঃখ হায়,
না বরি' বৈরাগ্য—যারে পুরুষ বরিয়া সাধনায়
কাটে মায়ামোহপাশ। দুরাশারে ত্যজিয়া আমার
যাচিব শরণ তাঁর—যিনি করুণার অবতার।
সংসারের অন্ধকূপে যে-অন্ধেরে করিয়াছে গ্রাস
কালরূপী অহি—তারে কে ত্রাণিবে বিনা শ্রীনিবাস?
আশারে পরম দুঃখ, নৈরাশ্যেই সুখ বলি' চিনি'
ক্লান্ত আশা ত্যজি' শান্তি লভিল পিঙ্গলা বিমোহিনী।
(৮।৩৭-৩৯,৪১,৪৪)

একাদশ স্কন্ধ

উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণ :

অক্রূর সাথে মথুরায় আমি করিনু প্রয়াণ যবে,
গোপীগণ মোর বিরহে যাপিত জীবন নিরুৎসবে।
কৃষ্ণেই শুধু জানিত সুখের পরম কারণ যারা,—
কৃষ্ণবিহীন সুখসাধ পানে ফিরেও চাহে নি তারা।
নদ নদী যথা সাগরে মিশিলে পাসরে আপন ধারা,
সমাধির কোলে মুনি ঋষি হয় যেমন বিশ্বহারা
ভুলি' নাম রূপ সকলি—তেমনি ছিল ভুলি' গোপীগণ
আমারি ধেয়ানে ইহকাল, পরকাল, তনু, প্রাণ, মন।
(১২।১০,১২)

সঁপি' তনু মন যে মোর শরণ যাচে—জানি' মোরে ভাই,
নিখিল দেহীর পরমাশ্রয়—ভয় তার নাই নাই। *
(১২।১৫)

সংসার-তরু-শাখে উদ্ধব, ফলে দুই ফল—দুঃখ, সুখ।
মুক্তিপন্থী পায় সুখফল, সংসারকামী অশেষ দুখ।
এক যিনি, যাঁর মায়া রচে বহু বাসনার বেশে রূপের ভ্রম,
গুরুর প্রসাদে যে তরে সে-মায়া, সে-ই চির-জ্ঞানে জ্ঞানী পরম।
বিদ্যা-কৃপাণে হেন বাসনার-তরু ধীর ব্রতে নাশিয়া ভবে
গুরুর পূজায় লভি' মোরে প্রেমে, বিদ্যা-কৃপাণো ত্যজিতে হবে।
(১২।২৩,২৪)

---

* মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥

উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণ :

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

যে-দেহ সকল ফলের মূল,
দুর্লভ যাহা—দৈবে সুলভ তবু,
তরণীর সম দোলে দোদুল,
কাণ্ডারী যার স্বয়ং শ্রীগুরু প্রভু,
অনুকূল বায়ু আমি যাহার,
সে-দেহ লভিয়া চায় না যে পার হ'তে
এ-ভব-সাগর—জানিও তার
বুদ্ধি আত্মঘাতিনী মিথ্যা-ব্রতে ।

(২০।১৭)

শ্রদ্ধা যাহার হয়েছে আমার লীলাকথায়
সকল কর্মে লভিয়া মুক্তি কামনা হ'তে,
তবুও যে জেনে কামনারে ব্যথাবহ ধরায়
সর্বত্যাগে লভে নি দীক্ষা পূর্ণ-ব্রতে,
বিষয়-ভোগের মাঝে সে করুক নিন্দা তার
বিষয়-বাসনা—জপি' মনে শুধু ভক্তি জ্ঞান,
সাধনা তাহার ধীরে ধীরে হবে এ-শ্রদ্ধার
তর্পণে—হবে স্মরণপথে সে নিরভিমান ।
ভক্তি-আলোকে প্রাণের আঁধার-কামনা তার
বিনাশিব আমি অন্তর্যামী, করুণাধার । (২০।২৭-২৯)

উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণ :

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্ ।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥

কারো অপেক্ষা রাখে না যে-জন কোনো ছলে এ-জীবনে,
মহামঙ্গল তীর্থপথে সে চলে :
কৃষ্ণভক্তি উপজায় তাই যার নিষ্কাম মনে,
তারি নাম "নিরপেক্ষ" ধরণীতলে ।

নরেম্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ ।
স্পর্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারাঃ বিয়ন্তি হি ॥
এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্ ।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥

আমার ভাবনে ভাবিত ধরায় রহে অনুদিন যারা,
অধীনের প্রতি দম্ভ প্রকাশ করিতে পারে না তারা ।
করে না ঘোষণ স্পর্ধা প্রতিদ্বন্দ্বীরো সাথে আর,
ঈর্ষা শ্রেষ্ঠজনে বা অকিঞ্চনেরে তিরস্কার ।
নশ্বর তনু মন প্রাণ করি' দান মোরে এ-জীবনে
প্রতিদানে ফিরে পাওয়া শাশ্বত অমৃত-সত্যধনে,—
মনীষিগণের মনীষা-প্রকাশ এই মহাবিনিময়ে,
বুদ্ধিমানের বুদ্ধিরে চিনি এ-নিয়োগ-পরিচয়ে ।

(২৯।১৫,২২)

শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ

বেণুকুল করে নাশ যথা বেণুবনে দাবানল,
কৃষ্ণের মায়ায় সেই যদুকুল স্পর্ধিত প্রবল
ব্রহ্মশাপে হ'ল ধ্বংস—ধরিত্রীর শেষ গুরুভার
হ'ল অপনীত। অনন্তর অবতারী অবতার-
লীলা করি' অবসান তাঁর—বসিলেন তরুমূলে
করিতে মহাপ্রয়াণ আপনার লীলাতীত কূলে :
চারিদিক করি' আলো ধূমহীন দীপ্ত শিখাসম
দিব্যকান্তি চতুর্ভুজ ধূলায় আসীন নিরুপম ! *

মৃগমুখাকৃতি তাঁর শ্রীচরণ মনে করি' মৃগ—এক নিষাদ বিঁধিল
বাণে সেই অপরূপ কমল-কোমল অঙ্গ। সমীপে আসি' সে নিরখিল
যবে সেই চতুষ্পাণি মূরতি মহিমময়—কাঁদি' তাঁর পড়িল চরণে
"ক্ষমা করো দেবদেব," বলি'। কহিলেন হরি করুণার্দ্র জলদ-প্রস্বনে :
"ভয় নাই হে নিষাদ, আমার নিধন তুমি সাধিয়াছ আমারি ইচ্ছায়।
ওঠো বন্ধু ! পাবে ঠাঁই হেন পুণ্য ফলে তাই
আমারি আদেশে—অমরায়।" †

---

* বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া।
দিশো বিতিমিরাঃ কুর্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ ॥

† মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে।
যাহি ত্বং তদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্ ॥

(৩০।২৮,৩৯)

গুরু মিলৈঁ লাখ্

ভ্রাম্যমাণ অবধূতেরে দেখিয়া সদানন্দ,
শ্রীযদুরাজ শুধাল : "হেন নিরভিমান ছন্দ
মিলনভরা কিরণ-প্রাণ কোথায় পেলে মিত্র ?
কর্ম করি' ত্যাগ হে সুধী বিদ্বান্ বিচিত্র,
কেমনে বলো লভিলে হেন বালসরল বুদ্ধি—
বাসনাধূলি-শয়নে জিনি' গগননীল মুক্তি ?
নাই স্বজন বন্ধু ধন বিলাস গৃহতৃপ্তি,
তবুও তব আননে ভায় এ-কোন্ সুখদীপ্তি ?"

কহিল অবধূত : "রাজন্ ! পেয়েছি আমি জ্ঞান
বহু গুরুর দীক্ষাগুণে। তাই নিরভিমান
ছন্দে হেন বিচরি চিরমুক্ত বসুধায় :
শুনিবে—গুরু কাহারা হ'ল আমার সাধনায় ?

"পৃথিবী আমার জীবনের পথে হ'য়ে গুরু দিল দীক্ষা :—
বহুপদভার মহামারী ভূমিকম্প আনে পরীক্ষা
সহিষ্ণুতার, ক্ষমার। ধরণী সম যেন রাখি স্মরণে—
সুখ দুখ সবি দেয় জীব শুধু দৈবের অনুসরণে।

---

* ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ।
তদ্বিদ্বান্ ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্॥ (৭।৩৭)

"গিরি আর তরু দিল এ-দীক্ষা :—জীবন পরেরি জন্য,
পরার্থে যারা বিলায়ে সরিৎ ফল ফুল ছায়া—ধন্য। *

"অনিল আমারে শিখাল :—মর্মে কর্মে হরষে বেদনে
লিপ্ত রহিয়া রবে চিরনির্লিপ্ত জীবনে মরণে।
গন্ধ যেমন বিলায় সে—তবু নহে সৌরভমুগ্ধ,
দেহীও তেমনি দেহলোকে রবে দেহসুখমোহমুক্ত।

"আকাশ শিখাল :—বিভু ভগবান্ তারি ম'ত চির ব্যাপ্ত,
অনাদি অশেষ অনাহত—নহে সীমায় পরিসমাপ্ত।

"সলিল আমারে শিখাল :—তাহারি ম'ত রবে যোগী নির্মল,
স্বভাবে স্নিগ্ধ, নিখিল-পাবন, তীর্থের সম উজ্জ্বল। †

"শিখাল অনল :—যোগী রবে তারি ম'ত প্রদীপ্তি-ধন্য,
তেজে বরেণ্য—কভু অগুণ্ঠ, কভু রহি' প্রচ্ছন্ন। ‡

---

* শশ্বৎ পরার্থসর্বেহ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।
সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্॥ (৭।৩৮)

† স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্যস্তীর্থভূর্নৃণাম্।
মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্তনৈঃ॥ (৭।৪৪)

‡ কচিচ্ছন্নঃ কচিৎ স্পষ্টঃ উপাস্যঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্॥ (৭।৪৬)

"তপন শিখাল :—করজালে তার জলরাশি যথা গগনে
উঠি' বরষায় ঝরে—রবি ভায় মুক্ত, যোগীও ভুবনে
ইন্দ্রিয়পথে তেমনি বরিবে রূপ রস ধ্বনি গন্ধ,
বিলাবে তার সে-সঞ্চয় পয়ে—হারায়েও সদানন্দ।

"অজগর মোরে শিখাল :—অশন স্বাদু হোক কি বা স্বাদহীন,
যোগী রবে অবিচল—স্বাদ রুচি করিবে না তারে পরাধীন। *

"সিন্ধু শিখাল :—মুনি নিতি হবে ধীর, প্রসন্ন—বাহিরে,
অতল-বিলাসে চির-প্রশান্ত রবে অন্তরগভীরে।
ভাব তার হবে দুরবগাহ, সে রাজিবে ভবে দুরত্যয়,
লভিলে আঘাত রবে ক্ষোভহীন, অনন্তপার, অক্ষয়।
বাহিরের ভোগ-প্রবাহিনী-ঢেউ লভি' সে হবে না চঞ্চল,
না লভিলে সুখলহরী—রবে না শীর্ণ ম্লান অনুজ্জ্বল।

"পতঙ্গ মোরে শিখাল রাজন্ :—রমণীর রূপশিখা হায়
রূপোন্মত্তে করে দাহ—মূঢ় চিরচঞ্চল লালসায়।

* গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা।
যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ॥ (৮।২)

"ভ্রমর শিখাল :—গৃহিগৃহে যোগী বীতরাগ রহি' অশনে
রবে কণিকাশী—'আরো দাও' যেন না বলে ভুলেও জীবনে
প্রতি ফুল হ'তে ভ্রমর সাদরে করে যথা মধু আহরণ,—
চলাচল হ'তে সারসঞ্চয় সন্ন্যাসীরো আকিঞ্চন। *

"নানা কলি হ'তে অলি করে মধু পুঞ্জিত, হায় অন্ধ !—
নিষাদ সে-মধুচক্র ভাঙিয়া হরি' লয় মকরন্দ।
ব্যাধ অলি তাই যুগলে আমারে দিল এ-পরমদীক্ষা :
পরদিন তরে রাখিবে না কভু অবধূত তার ভিক্ষা।
সঞ্চয় আনে লালসা, শঙ্কা, চিন্তার নিরানন্দ :
বরি' বরাভয়, বীতসঞ্চয় বিহরিবে স্বচ্ছন্দ।

"লুব্ধ-রসনা মীন তার প্রাণ হারায় বলিশ-বেধনে,
রস-লালসায় তেমনিই স্বাদ-বিমুগ্ধ বরে মরণে।
মীন তাই গুরু হ'য়ে হে রাজন্, দিল মোরে এই শিক্ষা :—
বিনা রসনার সংযম নাই নাই নির্লোভে-দীক্ষা। †

---

* সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ। (৮।১০)

† তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েৎ রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে। (৮।২১)

"চিল নখে ল'য়ে আমিষ যখন ধায় আনন্দে গগনে
বায়সের ব্যূহ তাড়না তাহারে করে না কি অনুসরণে ?
যখন সে ত্যাগ করে সে-আমিষ—হয় সে একেলা, শান্ত।
বিহঙ্গ তাই দিল মোরে ভাই এ-দীক্ষা অভ্রান্ত :—
যাহা প্রিয় অতি করিলে লিপ্সা আনে সে আনে অশান্তি,
সংগ্রহে শুধু শ্রান্তি অপার, ত্যাগবুকে অক্লান্তি।

"বালক আমারে শিখাল :—নিয়ত মান-অপমান-ভাবনা
আনে শুধু মায়া দুঃখদাহন। তাই তাপসের সাধনা—
নিরভিমানের চিরপ্রতিষ্ঠা বালকের ম'ত মায়াহীন,
তারি তালে খেলে আপনার সাথে যে-যোগী সে নয় পরাধীন।+

"সর্প আমারে শিখাল :—বিরাজি' অলক্ষ্যমান নিরালে
আপন গুহায় রবে নিরাপদ তপস্বী সাঁঝসকালে
হ'য়ে সাথীহীন তারি ম'ত—পরিহরি' জনতার সঙ্গ : ‡
ধ্রুবধন নাই যাহাদের—কেন তাহাদের সাথে রঙ্গ !

---

* পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্‌যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্। (৯।১)

+ ন মে মানাবমানৌ স্তো ন চিন্তা গেহপুত্রিণাম্।
আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ॥ (৯।৩)
গৃহারম্ভোঽতিদুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ। (৯।১৪)

‡ অলক্ষ্যমাণ আচারৈ-র্মুনিরেকোঽল্পভাষণঃ॥

সিদ্ধান্তপ্রদীপকারের ভাষ্য :—বহুজনসঙ্গপ্রমত্ততাস্বাচারখ্যাপনানি দুঃখায়ৈব ভবন্তি ইতি উক্তম্।

"কাঁচপতঙ্গ অপর কীটেরে আনি' রাখে নিজ গুটিকায়,
সে-বন্দী কীট লভে দিনে দিনে প্রভু-রূপ—প্রভু-চিন্তায়,
তেমনি রাজন্, মুমুক্ষু মুনি ধ্যান করি' পরমার্থে
সে-রূপান্তরী আলোকে রূপান্তরে মানছায়া স্বার্থে।

"এমনি ছন্দে বহু গুরু হ'তে দিনে দিনে আমি পেয়েছি
চেতনা আমার সন্ধান-পথে যারে বেদনায় চেয়েছি।
দিনে দিনে মোর করুণ নয়নে ফুটেছে অরুণদৃষ্টি,
দেখাল সে—বিনা ভগবান্ হায় এ-জীবন অনাসৃষ্টি!
অভাগবতের কর্মে কেবল বন্ধনেরি অতৃপ্তি,
সঞ্চয়-সাধ আনে শুধু ভয়, ভোগে—দুর্ভোগ-সিদ্ধি,
রসনা জাগায় রসের তৃষ্ণা, দেহ—লালসার দাহনায়,
ঘ্রাণ চঞ্চল করে সুগন্ধে, নয়ন—রূপোন্মাদনায়।
বহু কান্তার কান্ত যেমন পায় না কখনো শান্তি,
বহু ইন্দ্রিয় তেমনিই টানে দিকে দিকে—আনে ভ্রান্তি!
প্রাণলীলা হ'তে করিনু তবু এ-পরম তত্ত্ব আহরণ :—
বহুদুর্লভ মানব-জীবন, নহে ছায়াবাজি এ-ভুবন
ভুবনেশ্বরে যদি হেরি মর-জনমের শেষ অর্থ,—
নহে শূন্যতা বৈরাগ্য : সে দেয় দিশা—কোথা সত্য,
দেখায়ে—মায়ার-অতীত মায়েশে পায় যে—হয় সে মুক্ত,
কুসুমানন্দ-নন্দনে দেখে কণ্টক চিরলুপ্ত। *

---

* লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥
(১১৷৯)

দ্বাদশ স্কন্ধ

We will tell the whole world of His ways and His cunning.
He has rapture of torture and passion and pain,
He delights in our sorrow and drives us to weeping,
Then lures with His joy and His beauty again.

All music is only the sound of His laughter,
All beauty the smile of His passionate bliss,
Our lives are His heart-beats, our rapture the bridal
Of Radha and Krishna, our love is their kiss.

('WHO'—Sri Aurobindo)

আমরা ক'রব সারা বিশ্বে রটন ছলচাতুরী তার,
হয় উল্লসিত সে আমাদের উচ্ছাস বেদনায়,
দিয়ে দুঃখ সে হয় পুলকিত, ঝরায় আঁখিধার,
পরে ভুলায় এসে তার সুষমায়, হর্ষে পুনরায়।

বাজে যেথায় যত গান—সবই তার হাসির তান উচ্ছল,
সব মাধুরী তার আনন্দেরি স্মিত সম্ভাষণ,
প্রতি জীবন—হৃদিস্পন্দন তার, পুলক—সে কেবল
মিলন রাধাশ্যামের, প্রেম আমাদের তাদেরি চুম্বন।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥

(৩।৫১,৫২)

ত এতদধিগচ্ছন্তি বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।
অহং মমেতি দৌর্জন্যং ন যেষাং দেহগেহজম্॥
অতিবাদাংস্তিতীক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেন চিৎ॥

(৬।৩৩,৩৪)

কং বৃণে নু বরং ভূমন্ পরং ত্বদ্বরদর্শনাৎ।
যদ্দর্শনাৎ পূর্ণকামঃ সত্যকামঃ পুমান্ ভবেৎ।
বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ।
ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি॥

(১০।৩৩,৩৪)

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥

(১২।৫০)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব :

বহুদোষ আছে কলির রাজন্, শুধু আছে এই গুণ মহান্ :—
কৃষ্ণনামেই কাটে বন্ধন, দেখা দেয় চির-কৃপানিধান।
সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে মিলে যে-ফল,
দ্বাপরে—সেবায় : মিলে সেই ফল কলিযুগে হরিনামে কেবল।
(৩।৫১।৫২)

মুনিগণের প্রতি সূত :

সে-পরমপদ বিষ্ণুর পায় এ-জীবনে শুধু তারা
'আমি ও আমার'-অভিমান হ'তে মুক্তি লভিল যারা
নিন্দা যাহারা সহে হাসিমুখে, করে মানদান সবে,
তুচ্ছ দেহের তরে কারো সাথে করে না বিবাদ ভবে।
(৬।৩৩,৩৪)

আবির্ভূত বরদাতা শিবের প্রতি মার্কণ্ডেয় :

কী বর চাহিব হে ভূমন্, যবে দর্শনই তব বর
ফলে যার হয় সত্যব্রত, পূর্ণসাধন নর।
শুধু এক বর চাই বরদাতা : রহে যেন প্রিয়তম
হরি ও হরির-প্রেমিক-চরণে অচলা ভক্তি মম। (১০।৩৩,৩৪)

সূতের কৃষ্ণপ্রণাম :

রমণীয় কথা তারেই বলি
যেথা উঠে হরিনাম উছলি',
পুণ্যশ্লোক ভুবনে যিনি,
রূপ দেখি' যাঁর রূপেরে চিনি,
ছন্দে যাঁহার—মন্ত্র লভি'
ঝঙ্কারি' উঠে অমর কবি,
মনের-মহোৎসব যাঁহারে
বরি' নিতি তরি শোকপাথারে। (১২।৫০)

সূতের কৃষ্ণ-প্রণাম :

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রানি শমং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥

শ্যামলচরণ-যুগলে নমো
ফুটে রয় দুটি কমল সম।
সে-রস-রূপে যে রহে মজিয়া
অবিস্মরণে উজ্জ্বলিয়া
যায় তার সব বেদনা দূরে
প্রেমলের মধু-বাঁশিনূপুরে ॥

অন্তর হয় অমল বরি'
প্রেমে সেই চির-প্রেমিক হরি,
অজানা তাহার কিছু কি থাকে
মোহ যার হৃদে আর-না জাগে ?
যারে জেনে মন নিখিল জানে
তারি ধ্যানে জ্ঞান লভে সে প্রাণে ॥

(১২।৪৫)

পরিশিষ্ট

"ভাগবতী কথা"-র মূল উদ্দেশ্য যে তার ভাব ও ভক্তিসম্পদ কাব্যরসে রসিয়ে পরিবেষণ করা, একথা ভূমিকায় বলেছি—আশা করি যথেষ্ট জোর দিয়ে। তবু ফের বলে রাখি যে, অনুবাদ সর্বত্র মূলানুগ করিনি—কারণ অনেক সময়ে তাতে ক'রে আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। যাঁরা একান্ত মূলানুগ তর্জমা চান তাঁদের জন্যে তো ভাগবতের একাধিক গদ্যানুবাদ আছেই।

"ভাগবতী কথা-"র ভাবের বাহন যখন কাব্য, তখন তার কাব্যরূপের রসালতা গতিকে সুন্দর করবে এইটেই বাঞ্ছনীয় তথা প্রত্যাশিত। অর্থাৎ মনে রাখা যে, ভাবকে কাব্যরসে পাক করতে হ'লে ছন্দের জুড়ি আগুন নেই। আজকাল অনেকে থেকে থেকে গদ্যকে কাব্যরসের শ্রেষ্ঠতর বাহন ব'লে প্রচার করতে চান—এ আমরা দেখেছি। এঁদের বক্তব্য হচ্ছে: প্রথম, গদ্য পদ্যের চেয়ে পরে বিকাশ পেয়েছে ব'লেই ভাবপ্রকাশেও বেশি নিপুণ; দ্বিতীয়, পদ্যে ছন্দের বাঁধাধরা কাঠামো আমাদের হৃদয়াবেগকে বাধা দেয়। মত নিয়ে তর্কাতর্কির স্থান এ নয়। তবে সংক্ষেপে এর উত্তরে দুটি মাত্র বলা দরকার মনে করছি: প্রথম, সাহিত্যের উৎকর্ষ-বিচারের মাপকাটি আধুনিকতা নয়, কাজেই কে আগে কে পরে জন্মাল তা নিয়ে জাতকের রসমূল্য-নির্ধারণ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা—যেমন জ্যেষ্ঠ হ'লেই শ্রেষ্ঠ হয় না তেমনি কনিষ্ঠ হ'লেই বলিষ্ঠ হয় না। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের একটি কথা মনে পড়ে, তিনি ১৯৩২ সালে এক তরুণ কবিকে লিখেছিলেন একটি পত্রে: "People say, there can be no relation between the poet and the present age, But surely that is nonsense. These accidents are superficial; they do not go nearly deep enough to destroy the most profound and primitive of instincts, the instinct of rhythm." দ্বিতীয়, শিল্পকলার ইতিহাসে এ-সত্যটি কেউ নামঞ্জুর করতে পারে নি যে, বাধা আছে বলেই বিকাশ অনিন্দ্য হবার তাগিদ পেল। সংস্কৃত ছন্দ এ-কথার মৃত্যুহীন সাক্ষ্য। স্রগ্ধরা, শিখরিণী, পৃথ্বী, মন্দাক্রান্তা, শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি ছন্দের কঠোর লঘুগুরুসংস্থান বজায় রেখে যে-কাব্য সংস্কৃত মহাকবিরা রচনা ক'রে গেছেন তার মহিমা যে অনির্বাণ—কে অস্বীকার করবে? অথচ সংস্কৃত গদ্য কি রসাবেশে এ-দোলা জাগাতে পারে—ছন্দের বাধা থেকে মুক্তি পেয়ে ভাবের আনন্দবেগে কি সে কাব্যের অনুচর ব'লেও গণ্য হ'তে পারে—সহোদর হওয়া তো দূরের কথা? কাব্যের যে-

বাণীশুদ্ধি ভাবের গাঢ়বন্ধ আনে তার প্রধান দীক্ষাগুরু—ছন্দ। কবিশিষ্যের কানে তিনি যতক্ষণ-না দোলার মন্ত্র দেন ততক্ষণ ভাষা-পাষাণীর বুক চিরে দেখা দেয় না আনন্দের স্রোতস্বিনী, স্বপ্নের ঝর্ণা।

এ-কথার একটি মস্ত প্রমাণ এই যে, সংস্কৃত কাব্যে শ্রীমদ্ভাগবত যে উভচর হ'য়ে-উঠতে পেরেছে—ভাব্য তথা কাব্য এই অর্ধনারীশ্বর-মূর্তিতে—তার মূলে মহাকবি ব্যাসদেবের ছন্দের অপার অগাধ বৈচিত্র্য, কল্লোল, লহরীনৃত্য। ভাগবতে তিনি তাঁর এই অভাবনীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধি জন্যে কতরকম পরিচিত ও অপরিচিত ছন্দকে তলব করেছেন উৎসাহবশে তার একটা তালিকা সাজাতে বসেছিলাম: ইচ্ছা ছিল ঐ সঙ্গে প্রতি ছন্দের গতি ও যতি সম্বন্ধেও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেব —বিশেষ ক'রে দেখাতে বাংলা ছন্দের যতির সঙ্গে সংস্কৃতের যতির প্রভেদ কোথায়। (এসম্বন্ধে আমার ছান্দসিকী বইটির পরিশেষে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়েছি) কিন্তু তালিকা করতে গিয়ে দেখলাম যে একাজ অতিসংক্ষেপে সারতে হলেও অন্তত বিশত্রিশ পৃষ্ঠা লিখতে হয়। কাজেই সাধটি আপাতত অপূর্ণই রাখতে হ'ল—আরো, কাগজের দুর্ভিক্ষের দরুণ। (এ-আনন্দময় কাজটি ভবিষ্যতে করবার ইচ্ছা রইল। তাতে ভালোই হবে, কারণ ভাগবতে গীতি উদ্গীতি আর্যগীতি প্রমুখ বৈদিক ছন্দও আছে, এবং বৈদিক ছন্দে আমার প্রবেশ নেই। বন্ধুবর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে পাঠ নিয়ে হয়ত ভাগবতী কথার দ্বিতীয় সংস্করণে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব—যদি অবশ্য তখনো এ-ইচ্ছার প্রবল তাগিদ মনের মধ্যে খুঁজে পাই)।

এই জন্যেই ভাগবতী কথার মূল কাব্যের নানা সংক্ষিপ্ত পাদটীকায় ব্যাসদেবের প্রিয় ছন্দগুলির সম্বন্ধে অল্প যা পারি বলেছি (১৫৬,১৬০,১৬৬,১৭৮, ১৮৮,২০৩···পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আরো কয়েকটি কথা এখানে না বললেই নয়।

১) ১৫৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আমি লিখেছি—"ভাগবতে সবচেয়ে বেশি চল এই কয়টি ছন্দের: অনুষ্টুপ (সর্বপ্রধান), ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিল, ইন্দ্রবংশা ও বসন্ততিলক।" এগুলির মধ্যে সবকয়টিরই লঘুগুরু-সংস্থান আমি ছক কেটে দেখিয়েছি কেবল অনুষ্টুপ ছাড়া। এর কারণ অনুষ্টুপ সম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে ফল নেই। এ-ছন্দটির উদ্ভব তথা প্রগতি সম্বন্ধে আমার ছান্দসিকীর পরিশিষ্টে তবু কিছু আলোচনা করেছি ২৩৫-৭ পৃষ্ঠায়। কিন্তু সে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ—অনুষ্টুপ ছন্দ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছুই বলবার আছে, বিশেষ ক'রে ওর ধ্বনিবৈচিত্র্য সম্বন্ধে—যার গুণে সংস্কৃত কাব্যে অনুষ্টুপ সেই স্থান পেয়েছে যে-স্থান পেল ইংরাজি কাব্যে আয়াম্বিক। তবে অনুষ্টুপের একটি মস্ত সুবিধা এই যে, ওর কদম সহজ চতুষ্পদী ব'লে—পড়তে খুব কম জায়গায়ই বাধে। কিন্তু

ভাগবতী কথায় শার্দূল-বিক্রীড়িতের কোন দৃষ্টান্ত দেওয়া আমার উচিত ছিল। কারণ ব্যাসদেব ভাগবতে এ-ভাবগম্ভীর ছন্দটির বহুল প্রয়োগ না করলেও এ-ছন্দটি যে তাঁর একটি প্রিয় ছন্দ ছিল তার সেরা প্রমাণ—ভাগবতের মঙ্গলাচরণই এই ছন্দে: তিনি আদিপুরুষের ধ্যান সুরু করেছেন প্রথমেই এই ব'লে:

"ধা ম্না স্বে ন স দা নি র স্ত কু হ কং | স ত্যং প রং ধী ম হি"

অর্থাৎ

স্বয়ম্প্রকাশ যিনি—আপনার উদ্ভাসে অপার
নিরস্তকুহক যাঁর—অন্তরে বিছাক ধ্যান তাঁর।

এ-ছন্দটির সম্বন্ধে ছান্দসিকীতে ঈষৎ-বিস্তারিত আলোচনা করেছি ২৫৬-৭ পৃষ্ঠায়। তার পুনরুক্তির স্থানও নেই, প্রয়োজন দেখি না। তাই শুধু এই কথাটি ব'লেই ক্ষান্ত হই যে এ-ছন্দের প্রস্বনী প্রতিরূপ সত্যেন্দ্র নাথের বিখ্যাত—

সিন্ধুর রোল | মেঘে ভিড়ল আজ | গরজে বাজ | বিদ্যুৎ-বিলোল | রক্তচোখ।

২) দ্বিতীয় কথা:— ভাগবতে শার্দূল-বিক্রীড়িত, মালিনী, রথোদ্ধতা, পুষ্পিতাগ্রা, দ্রুতবিলম্বিত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি ছন্দের অপর্যাপ্ত ব্যবহার না থাকলেও ভাগবতকার যেখানেই এসব ছন্দে রসের ঝর্ণা বইয়েছেন সেখানেই তাঁর হৃদয়ের ভক্তিধারার সুধাঝঙ্কার দিয়েছেন অঝোরে ঢেলে। কাজেই ভাগবতকারের হাতে এসব ছন্দে এমন একটি সুর বেজে উঠেছে যে-সুর কালিদাস ভবভূতি প্রমুখ কবিদের হাতে বেজে উঠতে পারে নি। আমি কালিদাস ভবভূতির আন্তরিক ভক্ত—তাঁদের ছন্দের কোনো ত্রুটি আছে এমন স্পর্ধার কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য হ'তেই পারে না। আমি শুধু ভাগবতের অন্তর্নিহিত রসের তরঙ্গের কথাটা নিজের মন ও হৃদয় দিয়ে যেটুকু বুঝেছি সেটুকু নিবেদন করবার জন্যে বলতে চাই যে, আমার মনে হয়েছে—ব্যাসদেবের হাতে এসব ছন্দে যে-বিশিষ্ট সুরটি বেজে উঠেছে তার সুরটি ধরতে হ'লে রসগ্রাহীকে ভক্তি না হোক ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে তবে তার অমৃতবাণীর কাব্যরস-আস্বাদনে ব্রতী হ'তে হবে: নইলে শুনতে পাওয়া যাবে না ভাগবতের বহু ভাবের ও ছন্দের প্রাণের-কথা যার বাদী সুরটি—সাঙ্গীতিক। এ আমার উপলব্ধির অন্দর-মহলের কথা তাই বেশি জোর ক'রে বলতে চাই না—কারণ খাস উপলব্ধির সাক্ষ্যমূল্য কম ব'লেই প্রমাণের আম দরবারে পেশ করতে নেই। তবু একথা নির্ভয়েই বলা চলে যে, ভাগবতের নানা ছন্দের অন্তর দুলে উঠেছে-যে একটি স্তবের সুরের উচ্ছল জলপ্রপাতে এটুকু ভক্তির প্রতি অনুরাবান্ ছাড়া আর সকলেরই কানে ধরা পড়বে—এম্নিই তাদের রসলালিত্য।

৩) এই ভেবেই ভাগবতের অনুবাদে ছন্দের বৈচিত্র্য ও সাবলীলতার প্রতি আমি সজাগ দৃষ্টি রাখতে বাধ্য হয়েছি: শুধু তাই নয়, দীর্ঘ কাহিনী প্রভৃতিকে নানা ছন্দের দোলায় দুলিয়ে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত রসসমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করেছি। এর কারণ: সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ কল্লোল বাংলায় না থাকার দরুণ * বাংলা কাব্যে ছন্দ বেশিক্ষণ চলতে পারে না একটানা—খানিক বাদেই ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু আখ্যায়িকা-জাতীয় কাব্যের একটি প্রধান উপজীব্য ছন্দের বলিষ্ঠতা—বিশেষ ক'রেই দীর্ঘ আখ্যায়িকার। সংস্কৃত কাব্যে আখ্যায়িকা প্রতিষ্ঠা পাবার একটি মস্ত সহায় হয়েছে সংস্কৃত ছন্দের এই প্রাণোচ্ছল ওজঃশক্তি। কিন্তু তাকে বাংলা সমিল কবিতায় তর্জমা করা সহজ নয় বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, সমিল কবিতার মধ্যে এই দরাজ ওজঃশক্তিকে অনেকক্ষণ ধ'রে বজায় রেখে চলা দুঃসাধ্য। একথা মহাকবি মধুসূদনই সবপ্রথম বুঝেছিলেন, আর বুঝেছিলেন ব'লেই মেঘনাদের আখ্যায়িকা রচনার সময়ে ওজঃশক্তির জন্যে হাত পেতেছিলেন: এক, সংস্কৃতের যুগ্মধ্বনিবহুল শব্দসঙ্ঘাতের কাছে, দুই, ইংরাজি অমিত্রাক্ষরের কাছে। দুঃখের বিষয়, তাঁর অমিত্রাক্ষরের মাধুর্যের দিকটাই তাঁর পরবর্তী বাংলা কবিদের হাতে বিকাশ লাভ করেছে, কিন্তু ওজসের দিকটা কেবল দ্বিজেন্দ্রলালের ও তার পরে মোহিতলালের হাতে কিছুপরিমাণে বিকশিত হয়েছিল। একথা আমি আমার "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলালে" এবং অন্যত্রও বলেছি তাই এখানে শুধু এইটুকু ব'লেই থামব যে, অমিত্রাক্ষরের এই ওজঃশক্তির সমাদর আরো অনেক বেশি না হ'লে বাংলা ছন্দ বলিষ্ঠতার দিক থেকে দুর্বল থেকে যাবে এবং বাংলা কাব্যে দীর্ঘ আখ্যায়িকা জাতীয় অপরূপ রসের পরিবেষণ করা দুরূহ হবে।

কিন্তু তাই ব'লে একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে সমিল কবিতায় ওজঃশক্তির সহজ প্রবাহ আনা অসম্ভব। আমি শুধু বলতে চাইছি—দীর্ঘ আখ্যায়িকায় এ-শক্তির জের টেনে বলা কঠিন ব'লেই আমি মাঝে মাঝে আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ জাতীয় সুর ও তালফের এনেছি—ভেবেচিন্তে ঘ'ষেমেজে নয় অবশ্য—নিজের সহজ প্রেরণার নির্দেশ মেনে। প্রথম দিকে হয়ত কারুর কারুর এ-ধরণের ক্ষণে-ক্ষণে

---

* শুধু বাংলায় কেন, ইংরাজিতেও নেই এর জুড়ি। শ্রীঅরবিন্দের মুখেও শুনেছি যে লাতিন গ্রীকের ক্লাসিকাল ছন্দে এই ধরণের সমুদ্র-কল্লোল মিলত ব'লেই নানা কবি ইংরাজিতে সেই মাত্রিকতা আনতে চেয়েছিলেন নানাভাবে। এবিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের Collected Poems-এর শেষে তাঁর বিস্তৃত আলোচনা প্রতি ছন্দ তথা কাব্য-রসিকদের পাঠ্য।

পরিবর্তনশীল-ছন্দোবাহী কাব্য পড়তে অসুবিধা হ'তেও পারে। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে, এ-ধরণের অসুবিধার মূলে লুকিয়ে আছে আমাদের ছন্দ-সজাগতার অভাব। একটু অভ্যস্ত হ'লেই কান শুধু-যে ছন্দের বৈচিত্র্যে নারাজ হবে না তাই নয়—সানন্দে সাড়া দেবে। তাতে আর একটা মস্ত লাভ হবে এই যে, একঘেয়েমিকে পাশ কাটানো একটু সহজ হ'য়ে উঠবে।

৪) অমিত্রাক্ষরের ওজঃশক্তির কাছে আমি হাত পেতেছি "তর্পণে" এবং "বলির দীক্ষা"-য়। ভাগবতী কথায় অমিত্রাক্ষরের অত্যধিক প্রবর্তন করি নি এই কারণে যে, অমিত্রাক্ষরের মধ্যে ওজঃশক্তি-যে সহজেই আশ্রয় পেতে পারে এ-সম্বন্ধে আজকের দিনে আর কাব্যরসিকদের মধ্যে মতানৈক্য নেই। কিন্তু সমিল কবিতার নানা ছন্দের বেলায় একথা খাটে না। যেমন ধরা যেতে পারে সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বা ষাণ্মাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। এ দুটি ছন্দের সম্পর্কেও আমার কিছু বলবার আছে—যথাসম্ভব সংক্ষেপে ব'লে পরিশিষ্টকে শেষ করব।

৫) সপ্তমাত্রিক ছন্দের কথা আগে বলি। ভাগবতের ছন্দ-কল্লোলে গভীর ভাবে মুগ্ধ হবার সময়ে আমার অন্তরে বহুক্ষেত্রেই তার তর্জমা ঝঙ্কৃত হ'তে সুরু করে সপ্তমাত্রিক ছন্দে: যুগ্মধ্বনিবিমুখ পংক্তিপ্রান্তিক সপ্তমাত্রিক নয়—শব্দসঙ্ঘাতসমৃদ্ধ প্রবহমান সপ্তমাত্রিক। কাব্যজগতে সংস্কৃত ছন্দের কল্লোল অপরূপ হ'য়ে উঠেছে যুগ্মধ্বনির বাহুল্য ও গুরুস্বরের দরাজ ঐশ্বর্যের মণিকাঞ্চনসংযোগে। বাংলায় অযুগ্ম গুরুস্বরের এখন তেমন চল না থাকার দরুণ বাংলা ছন্দের এই দিককার বৈচিত্র্যসম্পদ খানিকটা কমতে বাধ্য। কিন্তু এ-ক্ষতির দিকে কাব্যরসিকদের দৃষ্টি পড়লেই লঘুগুরু ছন্দের আদর যে ফের হবেই হবে এ-বিষয়ে সন্দেহ করবার সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু সে যাই হোক, শব্দসঙ্ঘাতের মেঘমন্দ্র-যে ছন্দকে সহজেই কল্লোলিত করে এ-সম্বন্ধে কাব্যরসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ নেই। অথচ মাত্রাবৃত্তে এ শব্দসঙ্ঘাত—ওরফে যুগ্মধ্বনিবাহুল্য—আশ্রয় পেয়েছে প্রধানত ষাণ্মাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক ছন্দে। পঞ্চমাত্রিক ছন্দে যুগ্মধ্বনির চল অপেক্ষাকৃত কম, সপ্তমাত্রিকে আরো কম। এইখানেই আমি চেয়েছি সমৃদ্ধি।

৬) এবার প্রবহমান মাত্রাবৃত্তের কথা। এ-সম্পর্কে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, মাত্রাবৃত্তে বৈচিত্র্য আনার একটি প্রধান উপায় অক্ষরবৃত্তের মতন তাকে প্রবহমান করা—যাকে ইংরাজিতে বলে overflow, ফরাসিতে—enjambement-র ভঙ্গি। আমি ছান্দসিকীতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখিয়েছি—কেন মাত্রাবৃত্তে ছন্দকে অক্ষরবৃত্তেরই মতন সোজাসুজি প্রবহমান করতে চাওয়া সঙ্গত। কিন্তু প্রতি ছন্দেই প্রবহমানতার অভ্যুদয় হয় দেরিতে। (ইংরাজিতেও আগে আগে

end-stopped চরণেরই চল ছিল—প্রবহমানতা আসে পরে)। এই জন্যই আমাদের মাত্রাবৃত্তেও প্রবহমানতা এখন পর্যন্ত ততটা আদর পায় নি যতটা আদর তার পাওয়া উচিত ছিল। সুখের বিষয়, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রবহমানতার আদর দিন দিন বাড়ছে। না-বাড়াটাই অস্বাভাবিক, কেন না ছন্দের চর্চায় এ-যুগে আমাদের অভিনিবেশ-বৃদ্ধির দরুণ আমাদের অন্তঃশ্রুতি গভীরতর হয়েছে এ-কথা প্রমাণ করা সহজ। কিন্তু তবু মাত্রাবৃত্তে প্রবহমানতা এখনো যথেষ্ট চালু হয় নি ব'লে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি যে, ভাগবতী কথায় আমি মাত্রাবৃত্তে প্রবহমানতার আমদানি করেছি অকুতোভয়েই। মাত্রাবৃত্তে-যে প্রবহমান ভঙ্গি খুবই সহজে অঙ্গীকৃত হ'তে পারে একথা সব আগে বুঝেছিলেন বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল। কারণ ১৯০২ সালে আমরা দেখতে পাই এভঙ্গি তাঁর পঞ্চমাত্রিক ছন্দে রচিত একটি কবিতায় :—

আমার ভারি দায়টি ! আমি সহিতে নারি তবে——
লোকের এই গঞ্জনাটি ;—তা যা হবার হবে।
আমি ত হেথা টিকিতে নাহি পারিব, যথা তথা——
চলিয়া যাই, খরচ দাও এ বেশ সোজা কথা। (নববধূ···মন্দ্র)

এবিষয়ে বেশি দৃষ্টান্ত দেওয়ার স্থানাভাব। ছান্দসিকী দ্রষ্টব্য। এ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানি এখানে শুধু এইটুকু ব'লে যে মাত্রাবৃত্তের এই সহজ প্রবহমান ভঙ্গিটিকে আমি সাগ্রহেই অভিনন্দন করেছি—ও স্বচ্ছন্দেই চালিয়েছি—কারণ আমার মনে হয়, একটু পড়তে না পড়তে কান সানন্দেই এ-ভঙ্গিকে মেনে নিতে রাজি হবে। ভাব যেখানে প্রবহমান ছন্দ সেখানে প্রবহমান হবে এই-ই তো স্বাভাবিক : The sound must seem an echo to the sense.

৭) এবার শেষ কথা। সংক্ষেপে বলা কঠিন কিন্তু নিরুপায়। কথাটি এই যে আমি ভাগবতী কথায় একটি সেকেলে ছন্দের পুনঃপ্রচলন করতে চেয়েছি : সেটির নাম ষাণ্মাত্রিক অক্ষরবৃত্ত। কারণ ছন্দটি অতি উদাত্ত—যদিও এ-যুগে এর সে-আদর নেই যেমন ছিল প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে। ধরা যাক হেমচন্দ্রের বিখ্যাত :

চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ?

এ-তিনের ছন্দ এ-যুগে অক্ষরবৃত্তে আর ঠাই পায় না। এর আধুনিক রূপ হ'ল

হে রুদ্র তব সঙ্গীত আমি কেমনে গাহিব কহি' দাও স্বামী
মরণ নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে হৃদয় ডমরু বাজাব······ইত্যাদি (রবীন্দ্রনাথ)

অর্থাৎ এ-জাতীয় তিনের কদম অক্ষরবৃত্তে একঘরে হ'য়ে মাত্রাবৃত্তে এসে পায়াভারি চাল ছেড়ে তবে জাতে উঠল।

কিন্তু পায়াভারি হওয়া কিছু সব সময়েই নিন্দনীয় নয়। যেখানকার যা। আমার মনে হয় অক্ষরবৃত্তেও ত্রৈমাত্রিকী-দোলার ছন্দের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে— যার পুনঃপ্রচলন হওয়া দরকার কেন না এ-কদম অক্ষরবৃত্তে এমন একটি গুরুগম্ভীর রসের সঞ্চার করে যাতে আনন্দ নিবিড় হ'য়ে ওঠে। যথা, দ্বিজেন্দ্রলালের "মন্দ্র" কাব্যে "জীবন পথের নবীন পান্থ" কবিতায় :—

দেখেছি সন্ধ্যায় শান্ত হৈমকরে রঞ্জিত মেঘের গরিমা দীপ্ত ;
দেখেছি উষায় নীল সরোবরে অমল কমল শিশিরলিপ্ত ;
নিদাঘে নির্মেঘ প্রভাতের ছটা বসন্তের নব শ্যামল কান্তি ;
বর্ষায় বিদ্যুতে দীর্ণ ঘনঘটা শরতে চন্দ্রের স্বপন-ভ্রান্তি ;
এ-বিশ্বে সৌন্দর্য যেই দিকে চাই, রাশি রাশি রাশি হয়েছে সৃষ্ট ;
তেমন সৌন্দর্য কিন্তু দেখি নাই শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট।

ভাগবতী কথায় এই সুন্দর উদাত্ত-কল্লোল ছন্দটি আমি অনেক ক্ষেত্রেই সাদরে অভিনন্দন করেছি ভাগবতের গাম্ভীর্যকে একটু বেশি ক'রে বরণ করতে চেয়ে— যেহেতু মাত্রাবৃত্ত প্রতিরূপে এ-ছন্দের ভারিক্কি চাল একটু হালকা হ'য়ে আসেই : কী ভাবে—প্রতীয়মান হবে যদি এ-ছন্দকে মাত্রাবৃত্তের ষাণ্মাত্রিক ছকে ফেলে শোনা যায় :—

দেখিয়াছি সাঁঝে হেম রবিকরে রঞ্জিত মেঘ-গরিমা দীপ্ত···

কিম্বা : প্রাবৃটে দামিনী-দীর্ণ ঘনঘটা শরতে শশীর স্বপন-ভ্রান্তি···ইত্যাদি

এই ছন্দটির শেষ পর্বকে নানাভাবে গ্রহণ করা যায়। ভাগবতী কথা ১৬, ৩৬-৩৭, ৭২-৭৩, ৯৮-৯৯, ১১৯ ১২০, ১৪৮-৪৯···ইত্যাদি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তবে এ-ছন্দে আমি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যুগ্মধ্বনির নিয়ম সাড়ে পনর আনা ক্ষেত্রে মেনে চললেও কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে মেনে চলিনি ইচ্ছে ক'রেই। যথা (১৪৯ পৃষ্ঠা)

পাপী তাপী হয় ধর্মশীল শুধু নামে যাঁর—যারা হ'ল কৃতার্থ
লভি' সে হরির অহেতু করুণা—কোথা তাহাদের ক্লিন্ন স্বার্থ ?

এখানে মলিন স্বার্থ করলে চলতি নিয়ম ভাঙা হ'ত না, কিন্তু ঠিক কথাটিও প্রযুক্ত হ'ত না। কিম্বা (ঐ পৃষ্ঠাতেই)

ভক্তিরে যাহারা লভিল জীবনে বন্ধনেও তারা মুক্তপর্ণ

এখানেও বিমুক্তপর্ণ করা চলত—কিন্তু মুক্তপর্ণ শব্দটিই প্রযোজ্য।

চলতি অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও আমি এ-রকম মাত্রাবৃত্তভঙ্গিম যুগ্মধ্বনি ব্যবহার করেছি কখনো কখনো : যথা: "শুধায় পরস্পরে কে এ-অবধূত ভাগ্যবান" (২২৫ পৃ:) এখানে "পুছে তারা পরস্পরে" লেখাও চলত। কিন্তু তার চেয়ে "শুধায় পরস্পরে" ভালো।

এ নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকে তর্ক করেন—তাঁরা বলেন এতে ছন্দপতন হয়। আমি তা মনে করি না। কারণ অক্ষরবৃত্তের মধ্যেই যুগ্মধ্বনির এরকম বিকল্প প্রয়োগের অনুমতি—sanction—আছে। যথা রবীন্দ্রনাথের পূরবীতে "যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে" বা বীথিকায় "আসে অবগুন্ঠিতা প্রভাতের অরুণ দুকূলে।" এ-ধরণের বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি আমার ছান্দসিকীতে দেখিয়েছি কেন এধরণের প্রয়োগ প্রশস্ত—ক্ষেত্র বিশেষে। সে সব যুক্তির পুনরুক্তি এখানে সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলব যে যুগ্মধ্বনিকে এভাবে টেনে বা ঠেশে পড়ার স্বাধীনতা অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে মঞ্জুর এই জন্যেই যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-ধরণের বিকল্প প্রয়োগই প্রশস্ত তাতে ক'রে ছন্দ বেশি সুশ্রাব্য হয় ব'লে। কাজেই সেখানে ব্যাকরণের নিয়মই প্রামাণ্য হ'তে পারে না। অন্য দেশের কবিতায়ও এধরণের স্বাধীনতা আছে। যেমন একই ধ্বনিকে ইংরাজিতেও অনেক সময়েই ঠেশে বা টেনে পড়া হয়ে থাকে :

Disco very of light	Disco | very of day-light
Impos | sible in night	Impos | sible in | dark night

এই দুটি স্থলে প্রথম দৃষ্টান্তে ry ও ble কে যেভাবে বিস্তৃত ক'রে পড়া হ'ল দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে সে ভাবে না প'ড়ে সঙ্কীর্ণ ক'রে পড়া হ'ল। ছান্দসিক একই স্বরের দ্বিবিধ বৈকল্পিক ব্যবহারে আপত্তি করতে পারেন। কিন্তু কাব্যে কবিই অগ্রণী, ছান্দসিক তাঁর তাম্বূলকরঙ্কবাহী মাত্র। তাছাড়া ছন্দ-রাজ্যে চলতি নিয়ম ভাঙলে অনেক সময়ে নতুন ধরণের ধ্বনিসাম্য হ'য়ে রসাবেশ গভীর হয় এমন দৃষ্টান্তও দেখানো যায়। কিন্তু সে-আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। যেটা প্রাসঙ্গিক সেটা হ'ল এই যে যদিচ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একমাত্রিক, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ম ভাঙলে স্খলিত হয় না বরং বেশি শ্রুতিমধুরই হ'য়ে থাকে। এর বেশি আপাতত না বললেও চলে—যেহেতু ছন্দ হ'ল সেই জাতীয় পরমান্ন যার সম্বন্ধে ইংরাজিতে বলে : The proof of the pudding lies in the eating thereof.